CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 February 2022 ■ আগরতলা ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ২৫ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দিল্লী যাত্রার প্রাক মুহূর্ত

সোমবার দিল্লী যাওয়ার উদ্দেশ্যে আগরতলা বিমানবন্দরে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, বিধায়ক আশীষ সাহা সহ আরও তিন বিধায়ক।

বিজেপি বিধায়ক আশিষ সাহা ও সুদীপ বর্মণের ইস্তফা, রাজ্য রাজনীতিতে ঝটকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী।। বিধায়ক পদ এবং বিজেপির প্রাথমিক সদস্যতা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সুদীপ রায়বর্মণ এবং আশিসকুমার সাহা। আজ সোমবার ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তীর কাছে তাঁরা বিধায়ক পদে ইস্তফাপত্র তুলে দিয়েছেন। সাথে বিজেপির প্রদেশ সভাপতির কাছেও দলের প্রাথমিক সদস্যতা থেকে পদত্যাগ দিয়েছেন বলে পত্রও পাঠিয়েছেন তাঁরা।

সুদীপবাবু বলেন, এতদিন শ্বাস নিতে পারছিলাম না, দমবন্ধকর পরিস্থিতিতে ছিলাম। আজ অনেকটাই হাল্কা লাগছে। সাথে তিনি যোগ করেন, আরও অনেক বিধায়ক তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চলেছেন। শীঘ্রই ত্রিপুরা সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে, দৃঢ়তার সাথে দাবি করেন তিনি। আজ তাঁরা দিল্লি গেছেন। আগামী শনিবার রাজ্যে ফিরে ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে ত্রিপুরাবাসীকে অবগত করবেন, জানান উভয়ে।

আশিস সাহা বলেন, আজ আমরা দুজনে বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছি। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সংবিধান মেনে দায়িত্ব পালন করবেন। সাথে তিনি যোগ করেন, আজকেই বিজেপির প্রাথমিক সদস্য পদে পদত্যাগপত্র প্রদেশ সভাপতির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। তিনি বলেন, আজ আমরা দিল্লি যাচ্ছি। ফিরে এসে ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে রাজ্যবাসীকে অবগত করব।

তবে, কোন রাজনৈতিক দলে তাঁরা যোগ দিচ্ছেন এ-বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি আশিসকুমার সাহা এবং সুদীপ রায়বর্মণ। এমন-কি, রাহুল গান্ধীর সাথে বৈঠকের প্রসঙ্গও কৌশলে এড়িয়ে গেছেন দুজনেই।

এদিন সুদীপবাবু বলেন, মানুষের জন্যই রাজনীতি করছি আমরা। তাই, ত্রিপুরায় মানুষের দুর্দশা আর দেখতে পারছি না। ত্রিপুরায় পরিবর্তনের জন্য বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলাম। অথচ যে লক্ষ্যে পরিবর্তন তার সফল বাস্তবায়ন দেখা যাচ্ছে না। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, ত্রিপুরায় একদলীয় শাসন কায়েম হয়েছে। মন্ত্রিসভার সদস্য এবং বিধায়কদের কথা বলার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

উষ্মা প্রকাশ করে তিনি বলেন, মানুষের আর্তনাদ সরকারের হৃদয়কে স্পর্শ করছে না। তাই দলের লাইনের উর্ধে গিয়ে বিধানসভার ভেতরে এবং বাইরে আওয়াজ তুলেছি। কিন্তু আখেরে পরিবর্তনের লক্ষ্য পূরণ হতে দেখা যাচ্ছে না। ফলে, বিজেপির সাথে সমস্ত রকম সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন তিনি।

তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, ত্রিপুরায় মানুষকে দাবিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র চলছে। সমস্ত ষড়যন্ত্র গুঁড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয় নিয়েছি। তাঁর সাফ কথা, আগামী শনিবার ত্রিপুরায় ভবিষ্যত পরিকল্পনা রাজ্যবাসীকে অবগত করব। সাথে তিনি যোগ করেন, আরও অনেক বিধায়ক তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পদত্যাগের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ফলে, খুব শীঘ্রই বর্তমান সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে। এদিন তিনি সাফ জানিয়েছেন, বিজেপির সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বকেও অবগত করা হয়েছে।

এদিকে, অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী দুই বিধায়কের পদত্যাগপত্র পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ এবং বিধায়ক আশিসকুমার সাহা আজ পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। এখন ত্রিপুরা বিধানসভার রুল ৩৬৪ মোতাবেক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গর্জি স্টেশনে ছিনতাইকারীর খপ্পরে দুই মহিলা যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৭ ফেব্রুয়ারী।। চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনায় রেলযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। আবারো ছিনতাই বাজদের খপ্পরে পরে সর্বস্ব খোয়ানোর পাশপাশি পাথরের আঘাতে আহত হয়ে মা ও মেয়ে উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতাল থেকে আগরতলা জি বি হাসপাতালে স্থানান্তরিত।

উদয়পুর গর্জি রেলস্টেশনে ছিনতাইকারীরা দুই মহিলা যাত্রী কে রক্তাক্ত করে স্বর্ণালঙ্কার, মোবাইল ও টাকা নিয়ে চম্পট। ঘটনা সোমবার সন্ধ্যা রাতে গর্জি রেল স্টেশনে। আহত দুই মহিলা সম্পর্কে মা ও মেয়ে। স্থানীয় জনগণ উদয়পুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দিলে দমকলকর্মীরা আহত মা ও মেয়েকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। রক্তাক্ত মা ও মেয়ের নাম যথাক্রমে জয়া ঘোষ (৩৪) এবং ঈষা ঘোষ(১৩)। জয়া ঘোষ আগরতলা চিত্তরঞ্জন রোড এলাকায় ভাড়া থাকেন বলে জানান। দুজনেই গর্জি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ দিল্লীতে কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন পাঁচ বিজেপি বিধায়ক ঃ বীরজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী।। বিধায়ক পদে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েই দিল্লি ছুটে গেছেন সুদীপ রায়বর্মণ ও আশিসকুমার সাহা। সাথে গেছেন বিধায়ক দীবাচন্দ্র রাঙ্খল, বিধায়ক বুর্বুমোহন ত্রিপুরা এবং বিধায়ক ডা. অতুল দেববর্মা। সম্ভবত, পাঁচজনই আগামীকাল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন। সুদীপ রায়বর্মণ এবং আশিসকুমার সাহার কংগ্রেসে যোগদান পাকা।

এ-বিষয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা জানিয়েছেন, এখন আমি দিল্লিতে রয়েছি। আগামীকাল সুদীপবাবুদের কংগ্রেসে যোগদানে উপস্থিত থাকতে এসেছি। তিনি জানান, সুদীপ রায়বর্মণ এবং আশিস সাহা ছাড়া আরও তিন বিজেপি বিধায়ক কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন।

তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা রাহুল গান্ধীর তুলে দেওয়ার কথা থাকলেও আগামীকালের যোগদান কর্মসূচিতে তাঁর উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা কম। কারণ, রাহুল গান্ধী পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। সম্ভবত, কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক ডা. অজয় কুমার তাঁদের দলে বরণ করে নেবেন।

জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী।। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রত্যাহারের দাবিতে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে সোমবার আগরতলায় সিটি সেন্টারের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

প্রতিবাদ বিক্ষোভ স্থলে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অরগানাইজেশনের রাজ্য সম্পাদক মৃণাল কান্তি সরকার বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ গ্রহণ করে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে বিপন্ন করার চক্রান্ত করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ছাত্র-ছাত্রীদের বড় ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন করেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

এ ধরনের একটি শিক্ষা নীতি গ্রহণ করে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাকে বেসরকারিকরণ বাণিজ্যিকীকরণ এবং কর্পোরেট সংস্থাকে অধিক সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার কৌশল নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়। অবিলম্বে নয়া শিক্ষানীতি বাতিল করার জোরালো দাবি জানিয়েছে অর্গানাইজেশন। অন্যথায় তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি আরো জানান গোটা দেশ ধরেই এই ইস্যুতে তারা সপ্তাহব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচি পালন করে আসেন। এর অংশ হিসেবেই রাজ্য প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয় বলে তিনি জানান।

জমি নিয়ে বিরোধের জেরে আক্রান্ত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী।। জমি বিরোধের জেরে বিশালগড়ে জ্যেঠতুতো ভাইয়ের হামলায় খুড়তুতো ভাই গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আহতদের নাম কানাই নম। অভিযুক্তের নাম বিষ্ণু নম। এ ব্যাপারে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই জ্যাঠতুতো ভাই এবং খুড়তুতো ভাই এর মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিরোধ চলছিল। সেই বিরোধের জেরে খুড়তুতো ভাই তাকে বেধড়ক মারধর করে। তাতে সে গুরুতর ভাবে আহত হয়। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে আহত যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ৭ ফেব্রুয়ারী।। ধলাই জেলার এস কে পাড়ায় রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় চলন্ত রেল থেকে ছিটকে পড়ে এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আহত ব্যক্তির নাম জগদীস রিয়াং। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে কুলাই জেলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই বিধায়কের পদত্যাগে শঙ্কিত নয় বিজেপি ঃ মানিক সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী।। রাজ্যে দুই বিজেপি বিধায়কের পদত্যাগে মোটেও শঙ্কিত নয় শাসক দল। দলের প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহার সাফ কথা, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে বিধায়ক পদ থেকে সুদীপ রায়বর্মণ এবং আশিস সাহার ইস্তফা দেওয়ার অধিকার রয়েছে। এতে অবশ্য রাজ্য বিজেপিতে কোনও প্রভাব পড়বে না। সাথে তিনি স্বীকার করেন, পদত্যাগী দুই বিধায়ক বিজেপির প্রাথমিক সদস্যপদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন।

দীর্ঘদিন ধরে জল্পনা তুঙ্গে ছিল, বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত দুই বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বিধায়ক আশিসকুমার সাহা দল ছাড়বেন, সাথে ইস্তফা দেবে বিধায়ক পদেও। আজ সোমবার সকালে যাবতীয় জল্পনার বাস্তবায়ন দেখা গিয়েছে। আজ সকালে বিধানসভায় গিয়ে সুদীপ রায়বর্মণ

ও আশিসকুমার সাহা বিধায়ক পদে তাঁদের ইস্তফাপত্র অধ্যক্ষের হাতে তুলে দিয়েছেন। অধ্যক্ষের কাছে ইস্তফাপত্র জমা দিয়ে বেরিয়ে এসে দুজনেই সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, তাঁরা বিজেপির সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন।

এ-বিষয়ে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডা. মানিক সাহা বলেন, পদত্যাগী বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ ও আশিসকুমার সাহা দলের প্রাথমিক সদস্যপদে ইস্তফা দিয়েছে বলে চিঠি পেয়েছেন। এখন দলীয় সংবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, সুদীপবাবু এবং আশিস সাহা দল এবং বিধায়ক পদ ছাড়বেন, তা আগে থেকেই অবগত ছিলাম আমরা। এ জন্য দল প্রস্তুতও ছিল। তাই কোনও অসুবিধা হবে বলে বোধ করছেন না প্রদেশ সভাপতি।

ডা. মানিক সাহার কথায়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে দল এবং বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করার অধিকার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকসভায় কংগ্রেসকে জোর আক্রমণ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। গতকয়েক দশক ধরে কংগ্রেস উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, গুজরাট এবং তামিলনাড়ু সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে নীতির কারণে একটি নির্বাচনে জিততে পারেনি। এটা , আগামী ১০০ বছর ক্ষমতায় না আসার তারা মন তৈরি করেছে।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার কংগ্রেসকে কড়া আক্রমণ করে এমনটাই বলেছেন।

লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণে ধন্যবাদ প্রস্তাবের বিতর্কের জবাব দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্যের অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ওড়িশায় ক্ষমতায় আসতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, কংগ্রেস শেষবার পশ্চিমবঙ্গে চার দশক আগে এবং তামিলনাড়ুতে প্রায় ছয় দশক আগে ক্ষমতায় ছিল। কয়েক দশক ধরে গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে ক্ষমতায় কংগ্রেসকে 'প্রবেশ করতে পারছে না' বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। ঝাড়খণ্ডে কংগ্রেস নিজের ক্ষমতায় আসতে পারেনি।

তিনি বলেন, এত নির্বাচনী পরাজয়ের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও আপনি আপনার অহংকার হারাননি। বিরোধীদের খাতিরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরকারি প্রকল্পের বিরোধিতা করার অভিযোগ করেন তিনি।' আমার বিরোধিতা করতে পারেন, কিন্তু কেন কংগ্রেস ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলন এবং অন্যান্য পরিকল্পনার বিরোধিতা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অরুণাচলে তুষারধস, নিখোঁজ ভারতীয় সেনার সাত জওয়ান

ইটানগর, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। অরুণাচল প্রদেশে সংঘটিত তুষারধসে চাপা পড়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাত জওয়ান। তাঁদের উদ্ধার করতে সেনাবাহিনীর বিশেষ দল তীব্র অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। ঘটনা রাজ্যের তাওয়াং ও পশ্চিম কামেং জেলার মধ্যবর্তী পাহাড়ি এক স্থানে সংঘটিত হয়েছে। সে সময় পাহাড়ি ওই রাস্তায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাত জওয়ানের টহলদারী এক দল যাচ্ছিল। দুর্ভাগ্যবশত তুষারধসে টহলদারী সেনাবাহিনীর গাড়ি সহ সাত জওয়ান নিখোঁজ হয়ে গেছেন। ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলে পৌঁছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিশেষ এক উদ্ধারকারী বিশাল দল। তাঁরা জওয়ানদের খুঁজে বের করতে তীব্র উদ্ধার অভিযান শুরু করেছেন।

অসমের তেজপুরে অবস্থিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর ফোর কোর্পস হেডকোয়ার্টারের জনসংযোগ আধিকারিক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হর্ষবর্ধন পাণ্ডে আজ সোমবার এক বিবৃতি জারি করে এই দুঃসংবাদ দিয়ে জানান, গতকাল রবিবার বিকেলের দিকে দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশের কামেং সেক্টরের উঁচু পাহাড়ি এলাকায় সংঘটিত তুষারধসে সাত ভারতীয় সেনা সদস্যের একটি টহল দল আটকে পড়েছে। আজ বিকেল, এই খবর লেখা পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় অগ্নিদগ্ধ মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ ফেব্রুয়ারী।। তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার শান্তিনগর গাওসভায় ৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে অগ্নিদগ্ধ এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, এক মহিলা বাড়ির পাশেই একটি ড্রেনে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছিলেন। স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সেখান থেকে অগ্নিদগ্ধ মহিলাকে ড্রেন থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাবাকে মারধর করার অভিযোগে গ্রেফতার পুত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী।। বাবাকে মারধর করার অভিযোগে কুলাঙ্গার পুত্রকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত যুবকের নাম রোহন জমাতিয়া। ঘটনা উদয়পুরের মহারানী এলাকায়।

জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই বাবার উপর নির্যাতন চালিয়ে আসছিল কুলাঙ্গার পুত্র রোহন জমাতিয়া। নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত বাবা রাধাকিশোর পুর থানার পুলিশকে অবগত করে এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। শেষ পর্যন্ত পুলিশ কুলাঙ্গার পুত্রকে আটক করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তার বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। এ ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপের ফলে এলাকার পরিবেশ কলুষিত হচ্ছে বলেও এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন।

সরকার ফেলে দেওয়াই লক্ষ্য সুদীপকে পাল্টা তোপ সুশান্তের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরায় সরকার ফেলে দেওয়াই লক্ষ্য। পদত্যাগী বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের ত্রিপুরা সরকার শীঘ্রই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে মন্তব্যের জবাবে এভাবেই তোপ দাগেন সুশান্ত চৌধুরী। আজ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, সুদীপ বাবুদের ওই প্রচেষ্টা বাস্তবে রূপ নেবে না। তাঁদের ওই ষড়যন্ত্র মানুষ মেনে নেবে না। এদিকে, প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, ত্রিপুরায় সাংবিধানিক এবং সাংগঠনিক অচলাবস্থা তৈরীর কোন চেষ্টা সফল হবে না।

আজ ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে বিধায়ক পদে পদত্যাগ পত্র জমা দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুদীপ রায় বর্মণ দাবি করেন, ত্রিপুরা সরকার খুব শীঘ্রই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে। এ-বিষয়ে প্রতিক্রিয়ায় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

বলেন, ২৫ বছরের কালো দিন থেকে ত্রিপুরা মুক্তি পেয়েছে। ২০১৮ সালে ওই মুক্তির পর সুদীপ বাবু মন্ত্রিসভার সদস্য হয়েছিলেন। অথচ, এখন তাঁর মধ্যে সরকার ফেলে দেওয়ার মানসিকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাঁর দাবি, সরকার টিকে থাকা নিয়ে কোন ঝুঁকি নেই। আপাতত, সরকার ফেলে দেওয়া সম্ভব হবে না।

তিনি বলেন, বিজেপি ছাড়ার আগে সুদীপ বাবু এখন শ্বাস নিতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন। অথচ, কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে একই কথা তিনি বলেছিলেন। সুশান্ত বাবু সুর চড়িয়ে বলেন, দিল্লিতে দোস্তি আর ত্রিপুরায় কুস্তি মানুষ দেখেছেন। কংগ্রেস ২৫ বছর যা পারেনি, বিজেপি ত্রিপুরাবাসীকে সেই মুক্তি দিয়েছে। অথচ, এখন ত্রিপুরায় সরকার ফেলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। ত্রিপুরার মানুষ তা মেনে নেবেন না, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি।

তাঁর দাবি, মানুষ সমস্ত ষড়যন্ত্রের জবাব দেবেন। তাঁর আবেদন, যে কোন মূল্যে ত্রিপুরাকে রক্ষা করতে হবে। কারণ, সিপিএম ইতিমধ্যেই গতিবিধি শুরু করেছে। তাঁরা মনে করছে ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন সম্ভব হবে। কিন্তু, মানুষ ২৫ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা সহজে ভুলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় হোম ডেলিভারির মাধ্যমে গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছাতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী।। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় রাজ্যের এলপিজি গ্রাহকদের বাড়িতে হোম ডেলিভারির মাধ্যমে গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছাতে হবে। এরজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের মাধ্যমে গ্যাস এজেন্সিগুলিকে সিলিন্ডার প্রতি ২৮ টাকা পরিবহণ খরচ প্রদান করে থাকে।

যদি কোনও এলপিজি গ্যাস এজেন্সি ভোক্তাদের হোম ডেলিভারির মাধ্যমে সিলিন্ডার না পৌঁছায় তাহলে ঐ এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে খাদ্য, জনসংভরণ ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। সভায় খাদ্য দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গণবন্টন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আম উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। প্রকৃত ভোক্তারাই যাতে তা সামগ্রী রেশনশপ থেকে সংগ্রহ করতে পারে তারজন্য গণবন্টন ব্যবস্থায় ডিজিটালাইজেশন চালু করা হয়েছে। এরফলে ভোক্তাদের অধিকার যেমন সুরক্ষিত হয়েছে, তেমনি খাদ্য দপ্তরের কাজেও স্বচ্ছতা প্রকাশ পেয়েছে।

পর্যালোচনা সভায় দপ্তরের সচিব শরদিন্দু চৌধুরী জানান, রাজ্যে বর্তমানে ১,৮৮৪টি রেশনশপ রয়েছে। এরমধ্যে শহর এলাকায় রয়েছে ৪৬৬টি এবং ১,৪১৮টি রয়েছে গ্রামীণ এলাকায়। রেশনশপগুলিতে ভোক্তা অধিকার সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে বায়োমেট্রিক অথেনটিকেশনের মাধ্যমে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। প্রকৃত ভোক্তারা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুনড

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১২২ ▫ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ইং ▫ ২৫ মাঘ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বৈদ্যুতিন মুদ্রা ডিজিটাল ইন্ডিয়ার স্বপ্ন

রিজার্ভ ব্যাংক বৈদ্যুতিন মুদ্রা' চালু করিতে চলিয়াছে। এই বৈদ্যুতিন মুদ্রা' তৈরি হইবে 'ব্লক চেন' প্রযুক্তির সাহায্যে। 'ব্লক চেন' প্রযুক্তির সুবিধা হইল আপনার টাকাপয়সার আয়-ব্যয়ের হিসাব একই সঙ্গে বহু কম্পিউটারে মজুত করা থাকিবে। ফলে, কেউ সহজে আপনার ব্যাংকের টাকাপয়সায় হাত দিতে পারিবে না। মুশকিল, ভারতের অনেক মানুষই বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে আয়-ব্যয়ের সঙ্গে অভ্যস্ত নন সেইভাবে। স্বাধীনতার পচাত্বতর বছর পরও আমাদের দেশে সব মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের মতো বাচিয়া থাকিবার ন্যূনতম চাহিদা মিটেনি। খেতে না পাইয়া অপুষ্টিতে ফি বছর বহু মানুষ বেঘোরে প্রাণ হারাইয়াছে। এই বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সব মানুষের জন্য দু'বেলা পেট ভরা খাবারের ব্যবস্থা করা কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় নাই! তার পরিবর্তে দেশের মানুষকে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার দিবাস্বপ্ন দেখাইতেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁহার সগর্ব ঘোষণা, ভবিষ্যতে দেশের গ্রাম শহরে ছড়াইয়া থাকা ব্যাঙ্কের শাখা আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। মানুষ যাবতীয় আর্থিক লেনদেন করিবেন অনলাইনে, ডিজিটাল মাধ্যমে। এটা নাকি এমনই এক আধুনিকতা যাহার মাধ্যমে অর্থনীতিতে নতুন বিপ্লব আসিবে। সন্দেহ নাই, পরিকল্পিত এজেন্ডা নিয়া এগতে চাইছেন নরেন্দ্র মোদি। এই পরিকল্পনার আসল কথাই হইল, দেশের গরিব, পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনযাত্রার মান সেই তিমিরেই পড়িয়া থাকিবে। অর্থনীতির বারোটা বাজানো মৃত্যুঘণ্টা ফাঁস হইয়া ঝুলিবে মধ্যবিত্তের গলায়। বিজেপি সরকার শুধুমাত্র উচ্চবিত্তের সেবায় মগ্ন থাকিবে। এটাই মোদির স্বপ্নের আধুনিক ভারতের ছবি। যাহার একটি স্তম্ভ ডিজিটাল লেনদেন।

একথা ঠিক, আমাদের এই প্রাচীন দেশে আর্থিক লেনদেনের সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। এক সময়ে পণ্যের আদানপ্রদানের মাধ্যমে যাবতীয় লেনদেন হতো। তারপরে এল ধাতুর ব্যবহার। পরে ধাতুর জায়গা নিল মুদ্রা। তারপর কাগজের নোট। এই নোট বা টাকার আদানপ্রদানই এখন অধিকাংশ মানুষের লেনদেনের মূল চাবিকাঠি। নরেন্দ্র মোদি এই ব্যবস্থা পাল্টাইয়া দিতে চাইছেন। এ নিয়ে কোনও দ্বিমত নাই যে, আজকের দিনে প্রযুক্তির হাত ধরিয়া অনলাইন আদানপ্রদান ক্রমশ জনপ্রিয় হইতেছে।। তাহা অনেক সুবিধাজনকও। এই ব্যবস্থা যাহাতে ছড়াইয়া পড়িতে পারে তাহা দেখা উচিত যে কোনও সরকারেরও। কিন্তু কোন ভারতে এটা পুরোমাত্রায় চাইছেন প্রধানমন্ত্রী? সেটাই বড় প্রশ্ন। বিভিন্ন সরকারি সমীক্ষা বলিতেছে, ১৩৫ কোটি মানুষের এই দেশ জীবনধারণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু উন্নত দেশের চাইতে কয়েক ধাপ পিছাইয়া রহিয়াছে। আমাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকারসহ বাচিয়া

থাকিবার ন্যূনতম চাহিদা মেটাইবার দায়িত্ব পালনের কথাও বলা আছে। সেই দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু স্বাধীনতার ৭৫ বছরেও তাহা অনেকক্ষেত্রেই অধরা। এদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত। কাজ নেই কোটি কোটি মানুষের। প্রত্যেক গ্রামে এখনও শিক্ষা-স্বাস্থ্যের ন্যূনতম পরিকাঠামো গড়িয়া ওঠেনি। আর এটাই বাস্তব সত্য যে, একটা সমাজকে উন্নত আধুনিক করায়া গড়িয়া তুলিতে হইলে সে দেশের ঘরে ঘরে প্রাথমিক শিক্ষার আলোটুকু পৌঁছাইয়া দেওয়া জরুরি। সে সব না করিয়া এদেশে কী করিয়া সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল লেনদেন সম্ভব? দেশের সব গ্রামে এখনও পর্যন্ত ব্যাঙ্কের শাখা নেই। বিশেষত গ্রামাঞ্চলের একটা অংশের মানুষ কোনওদিন ব্যাঙ্কের দরজায় পা রাখেননি। তাঁহাদের যাহা আয় তাহা লেনদেনের জন্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজন হয় না। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে লেনদেনের এমন করুণ ছবি যেখানে স্পষ্ট সেখানে এইসব মানুষের কাছে দৈনিক যাবতীয় লেনদেন ডিজিটাল মাধ্যমে করা জেগে দিবাস্বপ্ন দেখিবার মতো বিষয়। ডিজিটাল লেনদেনের জন্য সর্বাগ্রে দরকার স্মার্টফোন অথবা কম্পিউটার বা ল্যাপটপ। তাহাতে ইন্টারনেট পরিষেবা থাকা বাধ্যতামূলক। দেশের কত পরিবারের কাছে সে সুযোগ রহিয়াছে? এছাড়াও যাঁহারা প্রবীণ মানুষ তাঁহাদের অনেকের পক্ষেও-বা কতটা ডিজিটাল ব্যবস্থার সঙ্গে সড়গড় হওয়া সম্ভব? মুশকিল হইল, আমজনতা যাহা বুঝিতে পারে, মোদি সরকারের বিশেষজ্ঞ মাথারা তাহা বোঝেন নাতেমনটা নয়। আসলে আর্থসামাজিক পরিস্থিতিকে পিছনে রাখিয়া দেশের গায়ে আধুনিকতার ছাপ দিয়া সস্তা কৃতিত্ব পাইতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁহার সরকারের নীতি হইল, দেশের মূল সমস্যাগুলির সমাধান না করিয়া বাইরের চাকচিক্য প্রদর্শন। এর আর একটা উদ্দেশ্য হইল, ডিজিটাল আদানপ্রদানের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে তুলিয়া দিয়া বিপুল সংখ্যক কর্মী সংকোচনের পথে হাঁটা। ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ এবং সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই এ প্রক্রিয়া শুরু করিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। পুরো মাত্রায় ডিজিটাল লেনদেন চালু হইলে তাহাতে যে ষোলোকলা পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই। মানুষের ভোগান্তি, সুবিধা অসুবিধা নিয়া অবশ্য এই সরকারের কোনও মাথাব্যথা নাই।

সরকার ভাবিছেই না, বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের সব মানুষ এই ডিজিটাল লেনদেনের জন্য প্রস্তুত আছে কি না? এই মোদি সরকার একের পর এক সিদ্ধান্ত দেশের মানুষের উপর চাপাইয়া দিয়াছে। মোদির ডিজিটাল ভারতে ব্যাঙ্কের শাখা তুলিয়া দেওয়ার পরিকল্পনাটি সেরকমই একটি চাপাইয়া দেওয়ার উদ্যোগ। ভারতের সর্বত্র এখনও ইন্টারনেট ডেটা সহজলভ্য নয়। তাহা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর কথামতো ভারত সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল ব্যাঙ্কের পথে হাঁটিলে ভোগান্তি যে বাড়িবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ভাবিতে হইবে, ব্যাপারটা যেন পর্বতের মূষিক প্রসব হইয়া না দাঁড়ায়। প্রকৃত অর্থেই দেশের মানুষের কল্যাণে সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

একজন আদর্শ শিক্ষকের কর্তব্য

একজন আদর্শ শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিধির পরিসর এতটাই যে ব্যাপক যে তা লিখে বা বলে শেষ করা যায় না। বলতে গেলে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চেতনা, মনন, শৃঙ্খলা, মূল্যবোধের বিকাশ ঘটিয়ে, তার সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার উত্তরনত্ত ঘটিয়ে উপযুক্ত মানবসম্পদরদ্দপে শিক্ষার্থীদের তাদের বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতেই হয় ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ স্যার এর সেই উক্তি, Teachers should be the lxst mind on the country জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি বলা যায় আদর্শ শিক্ষকের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও সুনাম শুধুমাত্র শৈল্পিক কারিগর। তাঁর দৃষ্টিভ, নির্দেশনা এবং আদর্শ, স্থান-কাল-পাত্র-জাতিধর্ম ও বর্ণভেদের উর্ধ্বে উঠে মানবতার কল্যাণে ব্যাপৃত হ্য। তাই বলা হয় ব্যক্তি মানব এখানে কিন্ত ব্যক্তি শিক্ষক সকলের শ্রদ্ধার ও সম্মানের পাত্র। শিক্ষকের শিক্ষাদর্শন সার্বজনীন ও জীবনব্যাপী কল্যাণকর। একে কোনো নির্ধারিত ফ্রেমে আবদ্ধ করা যায় না। তার কর্মকাণ্ডের ভান্ডার সীমাহীন। কাজেই শিক্ষকের দায়িত্ব কর্তব্যকে শুধুমাত্র বিদ্যালয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। তিনি সমাজ এবং রাষ্ট্রের পর্যায়েও বহুবিদ দাযিতপূর্ণ কর্তব্য সম্পন্ন করে থাকেন। একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে গেলেন বিভিন্ন টি এল এম ব্যবহার করে তার পাঠদান প্রক্রিয়াটিকে আকর্ষণীয় করে তুললেন, এটি একটি সঠিক পাঠদান প্রক্রিয়ায় অংশ ঠিকই। কিন্ত বিদ্যালয় শেষে একটি ছাত্র তাদের পাঠের কোনো অংশ বুঝতে না পেরে শিক্ষক মহাশয় কে প্রশ্ন করলেন, শিক্ষক মহাসাই সময়ের পরোয়া না করে তার ট্রেন বা বাস ধরার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে দেখেও অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে শিক্ষার্থীকে বিষয়টি বুঝিয়ে তার মনের খোরাক মেটানোর মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত শিক্ষার মহিমা। আর এখানেই শিক্ষকের মাহাত্ম্য। আমরা পেয়েছি, আমরা দেখেছি, অনুসরণ করার চেষ্টা করে চলেছি ২৩ জানুয়ারি, ২৬ জানুয়া রি, ১৫ আগস্ট, ১২ জানুয়ারি ইত্যাদি পালনীয় দিনগুলিতে দেখা যায় বর্তমানে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। অথচ আগে আমাদের সময় বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত। আর, যাদের মুখে শুনতাম সেই দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা সেই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয় বৃন্দ তো থাকতেনই এমনকি প্রত্যেক শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মীবৃন্দ উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু বর্তমান চিত্র টা একটু ভিন্ন। আগের আন্তরিকতার জায়গাটা থেকে আমরা অনেকটা সরে এসেছি। বিদ্যালয়ে উপস্থিত থেকে এই দিবসগুলো পালনের পক্ষ থেকে বহু শিক্ষক ঘরে থাকতেই আগ্রহী। শিক্ষক সমাজের এইরকম গুটিয়ে নেওয়ার মানসিকতা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দিনটির তাৎপর্য, গুরুত্ব তো দুরের কথা, তাদের আদর্শ যে শিক্ষক বা শিক্ষিকা তার কাছ থেকেও তারা শত যোজন দূরে চলে যান। তাদের রোল মডেল শিক্ষক শিক্ষিকাদের উল্লেখ করে ছাত্র-ছাত্রীরা বলে থাকে, পালনীয় দিনে স্যার ম্যাডামরা তো আসেন না আমরা গিয়েই বা কি করব? সত্যি সত্যি সকলেই তো আসেন না। যারা আসেন তাদের মধ্যেই অনেকের বাড়ি যাওয়ার এত তাড়া থাকে যে দিনটির তাৎপর্য শিক্ষার্থীদের কাছে অধরাই রয়ে যায় খীদের না। তাহলে এইটুকু পরিষ্কার যে আমরা যথার্থ একজন মানুষ হয়ে উঠতে পারিনি। আর সেই জন্যই হয়তো কর্ম ক্ষেত্রে "আসি যাই মাইনা পাই" অবস্থানটি স্পষ্ট হচ্ছে। শিক্ষকরা ক্রমশ তাদের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলছে। এই প্রসঙ্গে ইংরেজ কবি কোলরিজের একটি কথা মনে পড়ে যায়, "মানুষ যদি ভালো হওয়ার চেষ্টা না করে, তাহলে সে পশু স্তরে নেমে আসবে, সেখানেই শেষ সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না, সে পশুর চাইতেও নিকৃষ্টতম হয়ে পৃথিবীতে বিরাজ করবে।" সেজন্য আমাদের উচিত হবে যেগুলো আমাদের জীবন গড়ার পক্ষে প্রয়োজন তা নিজেদের অনুশীলন করা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। এই পালনীয় দিনগুলো তারই একটি অঙ্গ। এই দিনগুলি কেবলমাত্র পালনীয় দিন নয়, চেতনার সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটানোর দিন, শপথ নেওয়া দিন। এখন প্রশ্ন কিসের শপথ? আমরা সকলে মানুষ হবো। কি রকম মানুষশ হবো? আত্মবিশ্বাসী মানুষ, হৃদয়বান মানুষ পরোপকারী মানুষ আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ, দেশপ্রেমিক মানুষ, নাকি আপাদমস্তক স্বার্থপর মানুষ। আমরা উন্নততর সামাজিক জীবন এই সমাজের মূল ভিত্তি। আর মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে যাদেরকে ধরা হয় তারা আর কেউ নয়, তারা আমাদের শিক্ষক সমাজ। অন্য জীবিকাগুলো তৈরি করে শিক্ষককুল । ছাত্র ছাত্রীদের বলব উপদেশ দেবো শুধুমাত্র তা নয়। নিজেদের জীবনে যথাযথ অনুশীলন হচ্ছে তো? আদর্শগত নীতিগত মূল্যবোধের বিকাশ শিক্ষক সমাজের হচ্ছে তো? এর দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ভালো হওয়ার শিক্ষা ছাত্র-শিক্ষক সকলেরই আদর্শগত একান্তিক শিক্ষা। এটি একটি আজীবন তপস্যা। ছাত্রজীবনে এই সুত্রপাত ঘটে। আর যাই হোক ছাত্র-ছাত্রীরা ইঞ্জিনিয়ার হোক, ডাক্তার হোক, বিজ্ঞানী হোক, অধ্যাপক শিক্ষক হোক বা যে কোন পেশায় থাকুক না কেন সব ক্ষেত্রেই তার যেন অনুগত্য ও ভালোবাসা থাকে। তার কাজে কখনোই যেন ফাঁকি না থাকে। আমরা যদি ভালো মানুষ হই কখনই কাজে ফাঁকি থাকবে না, আর এই ভালো মানুষ হওয়ার ছোঁয়া শিক্ষক সমাজ, থেকেই শিক্ষার্থীরা পেয়ে থাকে। আদর্শ শিক্ষকের দায়িত্ব কর্তব্যকে নিচের কয়েকটি শ্রেনিতে ভাগ করে বর্ণনা করা যায়। যেমন- শিক্ষকের পেশাগত দায়িত্ ও কর্তব্য উন্নত সমাজ সংগঠক ও সামাজিক জীব শিক্ষকের পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্য শিক্ষকের মূল কাজ হলো তাঁর পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা। পেশাগত দায়িত্বের অংশ হিসেবে তাঁকে বেশ কিছু কঠিন, জটিল ও গুরুতূর্ণ মহান দায়িত্ব পালন করতে হয়। একজন আদর্শ শিক্ষকের পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্যের কয়েকটি দিক নিচে উল্লেখ করা হলো

শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা আদর্শ শিক্ষকের অন্যতম প্রধান পেশাগত

দায়িত্ব হল নিয়মিত যথোপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে শ্রেণি শিখন-শেখানো কার্য সম্পন্ন করা। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো শিক্ষকের পেশাগত দায়িত্বভূক্ত। এজন্য তিনি পাঠ পরিকল্পনা করে বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা অর্জন করানোর লক্ষ্যে পাঠ পরিচালনা করবেন।

শিক্ষণ শিখন মূল্যায়ন সম্পন্নকরণ শিক্ষকের আধুনিক পেশাগত দায়িত্ব কর্তব্যের মাঝে অন্যতম হল শিক্ষার্থীদের শিখন নিয়মিত মূল্যায়ন করে ফলাফল প্রদান করা। এর ফলে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতাসমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে শিখন শেখানো কাজের মান উন্নয়ন হবে। পেশাগত মূল্যোবোধ ও নৈতিকতা অনুশীলন শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর সঙ্গে ব্যবহারে সমতাবিধান একীভূতকরণ ও ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করবেন। শিক্ষকের প্রতি যে কোনো প্রকারের অর্পিত দায়িত্ব সময়মতো এবং নীতি মেনে পালন করবেন। পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন শিক্ষক পেশাগত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, সহকর্মী, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি এবং অভিভাবকদের সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করবেন। একইসাথে তিনি শিক্ষার্থীর খুটিনাটি তথ্য ভান্ডার গড়ার পাশাপাশি তাদের সহযোগিতা, পরামর্শ প্রদান ও সার্বিক তত্বাবধান করবেন। পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নেরক অঙ্গীকার শিক্ষক প্রতিক্ষণ ও প্রতিফলনমূলক অনুশীলনের মাধ্যমে সবসময় তার নিজের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে অঙ্গীকার প্রদর্শন করবেন এবং সচেষ্ট থাকবেন।

সমাজ সংস্কারক হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য একজন আদর্শ শিক্ষক একজন আদর্শ সমাজ সংস্কারক। তাঁর শিক্ষণের মাধ্যমে ও তাঁর আর্দশে অনুপ্রাণিত হয়ে আজকের শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে সমাজের কর্ণধার হয়ে সমাজ সংস্কারে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করবে সেদিকে শিক্ষককুলকে বিশেষ যত্নবান হতে হবে। সেদিক দিয়ে বলা যায়, আদর্শ শিক্ষকের সমাজ সংস্কারক হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক বহুমুখী ভূমিকা পালন করে থাকেন, যেমন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা যা মুক্ত চিন্তা করতে সাহায্য করবে আবার এর ফলস্বরূপ অনুসন্ধি ও যুক্তিবাদী মন ধর্ম-বর্ণ জাতি-সম্প্রদায়গত বিভেদ দূর করতে সাহায্য করবে। অসি ভি বিসিন নিও শিক্ষক সমাজেরই একজন প্রভাবশালী সচেতন প্রতিনিধি। সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সামাজিক কর্মকান্ডে নেতৃত্বদান, সংগঠিত মনোভাব সৃষ্টি এবং প্রয়োজনীর ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান, আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা সৃষ্টি, সামাজিক বিভিন্ন কাজে নেতৃত্বদান, জনমত গঠন, দুযেগি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, সামাজিক বিবাদ-মীমাংসা, অপরাধপ্রবণতা রোধে বিভিন্ন কর্মসূচি নির্ধারণ এবং সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি ভূমিকা পালন করতে হয়। শিক্ষার্থীরা ভালো মানুষ হয়ে উঠবে। ভালো মানুষ হওয়ার পিছনে শিক্ষকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সবচাইতে আগে মনে রাখতে হবে মানুষ হচ্ছে সমাজের মূল একক। একজন মানুষের ব্যক্তি চরিত্র যদি উন্নত হয় তাহলে তার পরিবার এর মধ্যে প্রভাব পড়বে, পরবর্তীতে 'ভাব প্রবাহের সঞ্চালনের' মাধ্যমে তার প্রভাব পড়বে গ্রামে ওয়ার্ডে সেখান থেকে তার ব্লকে জেলায় এইভাবে একটু একটু করে সময় লাগলেও সেই ভাব প্রবাহ জেলা থেকে রাজ্য, রাজ্য থেকে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়লে দেখা যাবে 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে' একথা বলতেই হয়। সেজন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন নিজে তৈরি হও এবং অন্যকে তৈরি হতে সাহায্য করো।" স্বামী বিবেকানন্দের একটি কথা না বলে পারছি না তা হল, We want that education by which character is formed, strngthof mind is increased, the intellect is expanded and by which one can stand on one's own feet
We want that education by which character is formed, strngthof mind is increased, the intellect is expanded and by which one can stand on one's own feetm

সর্বোপরি একজন আদর্শ শিক্ষক এমন গুণের অধিকারী হবেন, যা তাকে তার দায়িত্ব ও ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে অন্যান্য পেশা, থেকে অনন্য করে তুলবে। একজন আদর্শ শিক্ষক পেশাগত মূল্যবোধের কাছে সর্বদা দায়বদ্ধ থাকবেন। তাঁকে নিজের পেশার প্রতি আনুগত্য থাকতে হবে, তাকে বিশেষরূপে সৎ ও দারিত্বসচেতন উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী হতে হবে। সমাজের নানাবিধ কর্মকান্ডে অত্যন্ত দক্ষ ও কুশলী ভূমিকা থাকবে। শিক্ষক তার দক্ষতা এবং কৌশল এমনভাবে প্রয়োগ করবেন যেন শিক্ষার্থীরা জানতে, ভাবতে ও প্রশ্ন করতে উদদ্ধ হয়। শিক্ষার্থীর চাহিদা, দক্ষতা, মেধা, অভিরুচি, সম্ভাবনা শুর নিরন্তর ক্ষেত্রসমীক্ষক ও গবেষকের ভূমিকা পালন করে, একজন শিক্ষক তার প্রকৃত পথপ্রদর্শক হবেন এবং তার অভ্যন্তরস্থ সম্ভাবনাগুলির চকমকি পাথর ঠুকে জ্ঞানের আলো প্রজলিত করবেন। তিনি হবেন ধৈর্যশীল, বিনশ্র, পরিশ্রমী ও ইতিবাচক জীবনবোধের অধিকারী। তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি বিরক্ত না হয়ে বরং ধৈর্য ধরে মনোযোগ সহকারে তাদের প্রতিটি কথা শুনবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। তাদের ভেতর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছড়িয়ে দেবেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক জায়গার বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলেছেন, সেই জন্য পজিটিভ নিয়ে আমাদের চলতে হবে, এগোতে হবে এবং বিশেষ করে মহাপুরুষদের বাণী আমাদের স্মরণ রেখে যদি এগোতে পারি এবং সেইগুলোকে ছাত্র সমাজের মধ্যে শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ব্যক্তিজীবনে প্রয়োগের চেষ্টা একই সঙ্গে সেই ভাগ শিক্ষার্থীদেরকে ছড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে সুন্দর মানুষের জন্য সুন্দর সমাজ তৈরি হবে। মানুষ সব পারে, মানুষের মধ্যেইরি রয়েছে অনন্ত শক্তির অফুরন্ত ভান্ডার। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর একটি কথা না বললেই নয়, "Have faith in your-self-all [ower is in you be conscious and bring it out... The ideal of faith in ourselves is the greatest help to us" শিক্ষকরা পৃথিবীকে বসবাসের জন্য একটি যথার্থ জায়গা করে তোলার ক্ষমতা রাখে। এটা সঠিকভাবে বলা যেতে পারে যে শিক্ষকরা একটি ব্যক্তিগত জীবনে একটি মহান রোল মডেল। আজ আমাদের জানা উচিত যে শুধুমাত্র একজন শিক্ষক একজন ব্যক্তির অর্থনৈতিক, নৈতিক ও সামাজিক জীবন পরিবর্তন করতে পারেন। তারা আমাদের জন্য যা কিছু করে তার প্রশংসা করে আমাদের তাদের সম্মান করা উচিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবিত শিক্ষাগত লক্ষ্য শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত শিশুর শারীরিক বিকাশ করা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সুস্থ দেহে সুস্থ মন বাস করে। শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হওয়া উচিত। স্বাধীন প্রচেষ্টা এবং ধারণার পরীক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা উচিত।

শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত সমস্ত সুপ্ত সম্ভাবনাকে অন্তরাত্মা থেকে মুক্ত করা। শ্রেণিকক্ষ, সমাজ এবং বিশ্বে শিক্ষকের ভূমিকা, আগের দিনে যা ছিল তার থেকে ভিন্ন মোড় নিয়েছে। সময়ের সাথে সাথে, শিক্ষকদের অনুসরণ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম দেওয়া হয়েছিল, সেইসাথে পাঠক্রম শেখানোর বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। আজকের বিশ্বে শিক্ষকদের ভূমিকা শিক্ষাদানের বাইরে চলে গেছে। তাদের ভূমিকা এখন শিক্ষার্থীদের কাউন্সেলিং, ছাত্রদের পরামর্শ দেওয়া, শিক্ষার্থীদের শেখানো কিভাবে তাদের জীবনে জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার এবং প্রয়োগ করতে হয়। শিক্ষকরা এখন এমন উপায় খুঁজছেন যা তারা শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ ভিন স্তরে প্রভাবিত কিছু করার জন্য অনুপ্রাণিত করে ও যা জীবন গঠনে শিক্ষা দেয়। অর্থাৎ দেখা গেলো, একজন প্রকৃত শিক্ষক বা শিক্ষিকা দ্বিতীয় পিতামাতা-রূপে Second parent পরমযত্নে লালন করে শিক্ষার্থীদের জাগতিক ফোটান এবং ভবিষ্যতের সামাজিক পে আগামী দিনের সমস্যা সমাধানের উপযোগী অভিজ্ঞতারাশি পুঞ্জীভূত করান Capacity Builder শিক্ষকের দায়িত্ব বিষয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ উল্লেখ করা আছে, উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি, তাদের মধ্যে শ্রমশীলতা, সহনশীলতা, ধৈর্য, নিজ ও অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা এবং অধ্যবসায়ের অভ্যাস গঠন কুসংস্কারমুক্ত, দেশপ্রেমিক ও কর্মকুশল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য"। বিজ্ঞানী এপিজে আবদুল কালাম যথার্থই বলেছেন, The purpose of education is to make good human beings with skill and expertise... Enlightened human being can be created by teachers. পরিশেষে বলা যায়, একজন প্রকৃত ও আদর্শ শিক্ষক হবেন তাঁর ছাত্রদের যাবতীয় অনুপ্রেরণার উৎস ও তার সুপ্ত প্রতিভার স্বরূপ উন্মোচনের আকরিক-ত্ত সেই কারণেই স্মরণ করতে হয় উইলিয়াম আর্থার হান্ট-এর সেই বিখ্যাত উক্তি The mediocre teacher tells,good teacher explains, the superior teacher demonstrates but great teacher inspires.

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

> **আদর্শ শিক্ষককে সমাজ অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে সামাজিকতা, জনসচেতনতা সৃষ্টি, সামাজিক বিভিন্ন কাজে নেতৃত্বদান, জনমত গঠন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, সামাজিক বিবাদ-মীমাংসা, অপরাধপ্রবণতা রোধে বিভিন্ন কর্মসুচি নির্ধারণ এবং সামগ্রিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি ভূমিকা পালন করতে হয়। শিক্ষার্থীরা ভালো মানুষ হয়ে উঠবে।**

চেতলায় 'পাড়ায় শিক্ষালয়' কর্মসূচি দেখতে হাজির মেয়র ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে 'পাড়ায় শিক্ষালয়' কর্মসূচি। সোমবার কলকাতার সরকারি ও বেসরকারি স্কুল মিলিয়ে ৫০০'র বেশি শিবির বসেছে এই কর্মসূচির পালনে। পার্ক, খোলা মাঠ ও স্কুল চত্বরে বসেছে এই শিবির। তাতে উপস্থিত হয়েছে প্রাক প্রাথমিক থেকে সপ্তম শ্রেনীর পড়ুয়ারা। এদিন বেলার দিকে চেতলা অগ্রণীর মাঠে চেতলা বয়েজ স্কুলের 'পাড়ায় শিক্ষালয়' কর্মসূচি দেখতে হাজির হন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সেখানে তিনি কথা বলেন পড়ুয়াদের সঙ্গে। বেশ কিছুক্ষণ সময় সেখানে কাটান মেয়র। একই সঙ্গে এই কর্মসূচিতে রান্না করা মিড ডে মিল খাওয়ানোর ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে এদিনের কর্মসূচিতে।

এদিন 'পাড়ার শিক্ষালয়' কর্মসূচি পরিদর্শন শেষে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, 'সব জায়গায় দেখলাম পড়ুয়ারা বেশ উৎসাহ আর উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে ক্লাস করতে হাজির হয়েছে। ওরা বেশ খুশি এখানে এসে। অনেক নতুন বন্ধু পাচ্ছে। আগামী দিনে যতদিন না ক্লাসে পড়াশোনা চালু হচ্ছে ততদিন এভাবেই পাড়ায় শিক্ষালয় চলবে।'

এদিন কলকাতায় যেসব 'পাড়ায় শিক্ষালয়' কর্মসূচির শিবির বসেছে সেই সব শিবিরকে বেলুন, ফুল দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে বেশ কিছু জায়গায়। কোথাও কোথাও আবার পড়ুয়াদের হাতে চকলেট, পেন, মাস্কও তুলে দেওয়া হচ্ছে। পড়ুয়াদের গায়ে যাতে সরাসরি রোদ না পরে তার জন্য টাঙানো হয়েছে শামিয়ানা বা ত্রিপল। মাটিতে বসার জন্য বিছোনো হয়েছে ত্রিপল ও শতরঞ্জি। শৌচালয়ের জন্য রাখা হচ্ছে বায়ো টয়লেট। যেখানে বায়ো টয়লেট থাকছে না, সেখানে কাছাকাছির মধ্যে থাকা সুলভ শৌচালয়গুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই এদিন থেকে প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় ওই সব শৌচালয় স্যানিটাইজ করানো হচ্ছে। এদিন পড়ুয়াদের হাতে হাতে প্যাকেট মিল দেওয়া হলেও আগামী দিনে তাঁরা রান্না করা মিড ডে মিল পাবেই বলে জানা গিয়েছে।

জলবায়ু সম্মেলন মঞ্চে এবার সরব কিশোর, যুবকেরা

জলবায়ু পরিবর্তনে সংকেত দেখছে এই গ্রহের সভ্যতা। মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে উন্নয়ন নামের বেহিসাবি কার্যকলাপের কি বিষম পরিণতি হতে পারে। সেই কবে গত শতাব্দীর আটের দশকে রাচেল কারসনের 'সাইল্যান্ট স্প্রিং) নীরব বসন্ত) ধাক্কা দিয়ে বিশ্ববাসীকে জাগিয়ে বলেছিল আর ঘুমিয়ে নয়, এবার জানো প্রকৃতিকে রক্ষা করো। কর্ণপাত করিনি আমরা। বন কেটে রাস্তা, নগর , কলকারকানা বানিয়েছি, কলকারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া উড়িয়ে পৃথিবীর আকাশ, বাতাসকে করেছি উষ্ণ, দূষিত। ১৯৯২-তে রিওডি জেনেরোতে পৃথিবীর পরিবেশ বাঁচাতে বসল বসুন্ধরা শীর্ষ বৈঠক, তৈরি হল 'এজেন্ডা-২১'। রাষ্ট্রনায়করা 'এজেন্ডা ২১' মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিলেও পৃথিবীর পরিবেশ সেই তিমিরেই থেকে গেছে। রোধ করা যায়নি পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রবণতা। খরা, বনা, সাইক্লোনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছড়ে পড়ছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এসব বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফল। তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, এই রকম চললে মানব সভ্যতা বাঁচাতে মানুষকে ভিন্ন গ্রহে যেতে হবে। রাষ্ট্রসংঘ এই আসন্ন ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে বিভিন্ন দেশের নেতাদের শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার জন্য তৈরি করলেন একটি মঞ্চ। মান হল কনফারেন্স অফ দি পার্টিস বা সিওপি। ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতি বছর বসে এই মঞ্চ। এই বছর এই সম্মেলনে বা সিওপি-২৬ গ্লাসগোয় ৩১ অক্টোবর ১২ নভেম্বর পর্যন্ত চলেছে। এতে যোগ দিয়েছেন ১২০টিরও বেশি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, শিক্ষাবিদ, পরিবেশ আন্দোলনকারী। যোগ দিয়েছেন ব্রিটিস যুবরাজ চার্লস ৯৫ বছর বয়সী সাংবাদিক স্যার ডেভিড অ্যাটেনবোরা, সুইডিশ পরিবেশ আন্দোলনকারী গ্রেটা থুনবারগ প্রমুখরা। তবে আশ্চর্যজনকভাবে যোগ দেয়িনি রাশিয়া ও চিন। এই সম্মেলনের ঠিক আগেই তা রোমে বসে জি-২০ সম্মেলন। এখানে অংশ নেয় ব্রাজিল, চিন, ভারত, আমেরিকার মতো বিষাক্ত গ্রিন গ্যাস নির্গমণের ৮০ শতাংশ দায়ী দেশগুলি। ভাসা ভাসা কিছু আলোচনা, কার্বন নিঃসরণের জন্য বেশি দায়ী দেশগুলি জলবায়ু সমস্যা সমাধানে সব দায়িত্ব ছোটবড় সব দেশের মধ্যে সমান ভাগ করার কথা বলে এবং বাকি আলোচনা সিওপি হবে বলে শেষ হয়। এই প্রেক্ষাপটে সিওপি-২৬ খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এই সম্মেলনের প্রথমের দিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তন রোধে পাঁচটি সূত্র দেন, যা আইএমএফ সহ বহু দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের নজর কেড়েছে। তবে সম্মেলনের আলোচনায় গতিপ্রকৃতি দেশে খুব একটা আশ্বস্ত হতে পারছেন না পরিবেস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানুষ। আসলে পূর্ববর্তী সিওপি সম্মেলনগুলিতে রাষ্ট্র প্রধানরা গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েও কিছুই করেননি। এমনকি (সিওপি-চব)-তে প্যারিস জলবায়ু চুক্তিকে সই করে রাষ্ট্রপ্রধানরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আসন্ন বিপর্যয় রুখতে তাঁরা গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে বেঁধে রাখার চেষ্টা করবেন। কিন্তু কেউ কথা রাখেনি। এই বছর আগস্টের আইপিসিসি রিপোর্ট বলছে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। এতে লাগাম পরানো যাচ্ছে না। তাই আর দেরি নয়। সরব হয়েছেন থুনবারগরা। এই সম্মেলনের ফলাফল গত সম্মেলনগুলির মতো নিস্ফলা হবে তা বুঝতে পেরেছেন। রাষ্ট্র নায়কদের আরও সজাগ করতে, বিশ্ববাসীর নজর কাড়তে প্রতিদিনই সম্মেলন মঞ্চের বাইরে শত শত কিশোর-যুবা পোস্টার হাতে হাজির হচ্ছে। প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, তাঁদের জাবি জানাচ্ছেন। এই সবটাতেই নেতৃত্ব দিচ্ছেন থুনবারগ, সাথী হয়েছে ফ্রাইডে ফর ফিউটার'-এ স্কুল স্টাইক আন্দোলনের স্কুলের ছাত্রছাত্রী। তবে এর আগে আর একটি বৈপ্লবিক কাণ্ড ঘটিয়েছে আমাদের তামিলনাড়ুর ১৫ বছরের স্কুল ছাত্রী বিনিশা উমাশঙ্কর। এই ছাত্রীটি বায়ু দূষণ রুখতে একটি মোটর চালিত ইস্ত্রি গাড়ি উদ্ভাবন করেছে। যা ব্রিটিশ রাজকুমুর ইউলিযামের ঘোষিত অর্থশিট পুরস্কার পেয়েছে। এবার গ্লাসগোয় জলবায়ু সম্মেলনে আমন্ত্রিত সে। বড় বড় রাষ্ট্রনেতাদের সামনে দৃপ্ত কণ্ঠে কিশোরী বলেছে পৃথিবীকে বাঁচাতে কিছু করতে হবে। আপনারা না এগোলে আমরাই লড়ব। সঙ্গে যোগ করে সে আপনাদের জন্য আমরা অপেক্ষা করতে পারব না। আপনারা যদি অতীতে আটকে থাকেন, আমরা ভবিষ্যৎ তৈরি করব। বিনিশা বলেছে, সব থেকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পৃথিবী। আমরাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ। মানব সভ্যতার উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে নেতৃত্ব দেব আমরা। সিওপি-২৬ জলবায়ু পরিবর্থন সংক্রান্ত আলোচনায় একটি নির্যাস বেরিয়ে আসবে। সেই নির্বাসে পৃথিবীর জলবায়ুরপ পরিবর্তন রোধ করতে পারবে কিনা বা কতটা ফলপ্রসূ হবে, তা ভবিষ্যৎ বলবে। তবে এই সম্মেলনে তরুণ যুবারা যে ভাবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, প্রতিবাদে সরব হয়ে বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে তাতে আগামী পৃথিবী আশার আলো দেখতেই পারে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাইক থেকে ছিটকে পড়ে মৃত ট্রাফিক সার্জেন্ট

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : সোমবার বিকেলে বাসন্তী হাইওয়েতে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা হয়। বাইক থেকে ছিটকে পড়ে মৃত্যু হল এক ট্রাফিক সার্জেন্টের। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রশ্ন উঠছে রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাইওয়ে হওয়া সত্ত্বেও বাসন্তি হাইওয়ের স্বাস্থ্য ঘিরে।

পুলিশ সূত্রে জানি গিয়েছে, মৃত ট্রাফিক সার্জেন্টের নাম শশীভূষণ মিনজ। তিলজলা ট্রাফিক গার্ডের সার্জেন্ট ছিলেন তিনি। জানা গিয়েছে, ডিউটি চলাকালীন বাণতলার কাছে তাঁকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। মনে করা হচ্ছে, সেইসময় রাস্তার গর্তে বাইকটি পড়ে তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়েন শশীভূষণ। রাস্তার পাশের পাথরে মাথা ঠুকে যায় তাঁর। যদিও মনে করা হচ্ছে, বাইকের পিছনে কোনও গাড়ি ধাক্কা দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে জখম ট্রাফিক সার্জেন্টকে উদ্ধার করে বাইপাসের ধারে হাসপাতালে নিয়ে যায় স্থানীয়রা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। চিকিৎসকরা জানান, জখম ট্রাফিক সার্জেন্টের মাথায় রক্তক্ষরণ হয়েছে।

আমি চাই সমাজবাদী পার্টি জিতুক, বিজেপি হারুক

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ''আমি চাই সমাজবাদী পার্টি জিতুক, বিজেপি হারুক। অখিলেশের আমন্ত্রণে ওদের হয়ে প্রচার করতে আমি যাচ্ছি। জোটে লড়লে ভাল হতো, কিন্তু এখন আর জোট কেটে লাভ নেই। বিজেপি বিরোধী সকলেই অখিলেশের দলকে সমর্থন করুন। তৃণমূলনেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার এভাবেই দমদম বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে বিজেপি বিরোধী কড়া বার্তা দিলেন। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বিকেলে লখনউ রওনা হন। দিন কয়েক পরই উত্তরপ্রদেশের মেগা নির্বাচন। বিজেপি বিরোধী প্রচারে সুর আরও চড়াতে সেখানে গেলেন মমতা। সোমবার সন্ধে নাগাদ লখনউ পৌঁছবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দুপুরে অখিলেশ যাদবের সঙ্গে তাঁর যৌথ সাংবাদিক বৈঠক। ভারচুয়াল পদযাত্রাও হবে। মোদীর কেন্দ্র বারাণসীও যাওয়ার কথা মমতার। যোগীর রাজ্যে বিজেপি বিরোধিতায় মমতা-অখিলেশ যৌথভাবে কী বার্তা দেন, সেদিকে আপাতত নজর সকলের। তবে তার আগে কলকাতা থেকেই বিজেপি বিরোধিতায় সুর চড়িয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। বিমানবন্দর থেকে তিনি বললেন, ''অখিলেশরা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছেন।

মমতা-বরণ লখনউতে

অখিলেশ যাদবের জেতার সুযোগ রয়েছে: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

লখনউ, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সোমবার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লখনউ বিমানবন্দরে পা দেওয়া মাত্রই মমতাকে দেখে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার ধ্বনি শোনা গেল। এদিন সন্ধেয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বাগত জানান, অখিলেশ যাদব, কিরণ্ময় নন্দ-রা।উপলক্ষ্য উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন। সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের সঙ্গে মমতার সুসম্পর্ক বহুজন বিদিত। বরাবরই মমতার ডাকে রাজ্যে এসেছেন অখিলেশ যাদব। গত বিধানসভা ভোটেও মমতার হয়ে বঙ্গে দেখা দিয়েছিল অখিলেশ যাদব এবং কিরণ্ময় নন্দকে। উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে সেই অখিলেশের সমর্থনে প্রচারে গেলেন স্বয়ং তৃণমূল নেত্রী।সমাজবাদী পার্টির প্রতি সমর্থন বাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার বলেন, উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে অখিলেশ যাদবের জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আমি চাই আসন্ন উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টি জিতুক। যদি মানুষ তাকে সমর্থন করে তাহলে এই নির্বাচনে অখিলেশ জির জয়ের সম্ভাবনা আছে।'এর আগে, তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো জানিয়েছিলেন, উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না, তবে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে প্রার্থী দেবে।প্রসঙ্গত, ৪০৩ আসনের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে এবার সাতদফার প্রথম দফার ভোট হবে ১০ ফেব্রুয়ারি, দ্বিতীয় দফার ভোট ১৪ ফেব্রুয়ারি, তৃতীয় দফার ২০ ফেব্রুয়ারি, চতুর্থ দফার ২৩ ফেব্রুয়ারি, পঞ্চম দফার ২৭ ফেব্রুয়ারি, ষষ্ঠ দফার ভোট ৩ মার্চ এবং সপ্তম পর্ব ৭ মার্চ। ভোট গণনা হবে ১০ মার্চ।

কাশ্মীর নিয়ে একতরফা সিদ্ধান্তের বিরোধী, ইমরান-জিনপিং বৈঠকের পর জানাল চিন

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কাশ্মীর নিয়ে একতরফা সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যাবে না। এতে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে। পাক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৈঠকের পর এ কথা জানিয়ে চিন বলেছে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে হবে শান্তিশূর্ণ ভাবে।

গোটা বিশ্বে এমনিতেই সন্ত্রাসের আশ্রয়দাতা হিসেবে কোণঠাসা ইমরান খানের দেশ। জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে আর্থিক মদত দেওয়ার অভিযোগে ঢুকতে হয়েছে এফএটিএফের ধূসর তালিকাতে। এরই পাশাপাশি তাদের বিরাট মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে মুদ্রাস্ফীতি। যা ভেঙে দিয়েছে ৭০ বছরের রেকর্ড। এমন পরিস্থিতিতে চিন সফরে গিয়ে পাক প্রধানমন্ত্রী বৈঠক করেন চিনা সরকারের মালিকানাধীন এবং বেসরকারি সংস্থাগুলির শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গেও। তাঁদের কাছে বিনিয়োগের আবেদনের পাশাপাশি চিনের থেকে ঋণও চান তিনি। চারদিনের সফরের চতুর্থ দিন শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন ইমরান। সেখানে নানা বিষয় নিয়ে অলোচনা হয়। যেখানে চিন ও পাকিস্তানের মধ্যে আর্থিক করিডরের কাজের প্রসঙ্গ প্রথম উঠে আসে। কাজ দ্রুতগতিতে না এগোনোয় উদ্বেগ প্রকাশ করেন জিনপিং। পাশাপাশি পাকিস্তানকে আরও জঙ্গিদমন করার পরামর্শও দেওয়া হয়। পাক ভূমে চিনা প্রকল্পের উপর সন্ত্রাস হামলায় অসন্তোষ প্রকাশ করে চিনা প্রেসিডেন্ট জানান, জঙ্গিদমনে চিনও পাকিস্তানের পাশে দাঁড়াবে। আর্থিক করিডরের কাজের গতি বাড়াতে ইমরান সরকারকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাসও দেয় চিন। জানানো হয়, দুই দেশের ইকোনমিক করিডর মজবুত করতে ভারতীয় মুদ্রায় আনুমানিক ৪৫ হাজার কোটি টাকা খরচ করতে হবে। এদিকে বৈঠকের পর কাশ্মীর ইস্যুতে চিন ও পাকিস্তানের তরফে যৌত বিবৃতিতে বলা হয়, দুই দেশই চায় দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি বজায় থাকুক। তাই যাবতীয় সমস্যার সমাধান শান্তিপূর্ণ পথেই করতে হবে। এরপর চিন জানায়, জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থার কথা জানিয়েছে পাকিস্তান। তবে কাশ্মীর নিয়ে কোনও একতরফা সিদ্ধান্তের পথে হাঁটতে রাজি নয় চিন। এতে জটিলতা বাড়বে। উল্লেখ্য, এর আগে লাদাখকে নিজেদের অংশ বলে দাবি করায় ভারত তার তীব্র বিরোধিতা করেছিল।

মেদিনীপুরে ৪টি ওয়ার্ডে ৮ জন তৃণমূল প্রার্থী, ধন্দে স্থানীয়রা

মেদিনীপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মেদিনীপুর পুরসভার ৪টি ওয়ার্ডে তৃণমূলের ৮ জন প্রার্থী প্রচার করছেন। তাই ভোট দেবেন কাকে? এই নিয়ে রীতিমত তৈরি হয়েছে জলঘোলা।

শুক্রবার সন্ধে থেকে রাজ্যের বিভিন্ন পৌরসভার সঙ্গে মেদিনীপুর পৌরসভার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হয়। একটি নয় দু'টি প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয় উচ্চ নেতৃত্বর থেকে। জানা গিয়েছে পৌরসভার ২,১৪,১৫ এবং ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে ২ জন করে প্রার্থীর নাম প্রকাশ করা হয়েছে। আর চারটি ওয়ার্ডেই এখন ৮ জন প্রার্থী তাদের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানাচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারাই।

বিশেষ করে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্রথম তালিকা অনুসারে নাম ছিল অর্পিতা রায় নায়েকের। পরবর্তী ক্ষেত্রে দ্বিতীয় তালিকায় নাম এসেছে সংঘমিত্রা পালের। আর দু'জনেই তৃণমূলের প্রতীক দিয়ে দেওয়াল লিখন থেকে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। আবার ২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রথম তালিকায় নাম ছিল সোনালী চক্রবর্তীর। কিন্তু দ্বিতীয় তালিকায় নাম রয়েছে মিতালী ব্যানার্জির। তবে মিতালী ব্যানার্জী সেভাবে এখনো প্রচার শুরু না করলেও সোনালী চক্রবর্তী প্রচার শুরু করে দিয়েছেন তৃণমূলের ব্যানার নিয়েই। ১৫ এবং ২৫ নম্বর ওয়ার্ডেও একই অবস্থা।

আর এখানেই উঠছে প্রশ্ন। কে হবেন তৃণমূলের প্রার্থী? কার হয়ে সমর্থনে প্রচারে বেড়াবেন সাধারণ তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা? তাঁদের বক্তব্য তাঁরা নিজেরাও রয়েছেন ধন্দে। তাই সাধারণ তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের হাতজোড় করে অনুরোধ নেতৃত্বের কাছে সঠিক কোনটা নির্দিষ্ট করে ঘোষণা করা হোক। এদিকে গোটা বিষয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিরোধীরা। সিপিআই (এম)এর নেতৃত্বের দাবি, লুঠরাজ পার্টি ওরা। লুঠ করবে সেই কারণে সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য এত হুড়োহুড়ি। সিপিআই (এম)-এর মেদিনীপুর শহর পূর্ব এরিয়া কমিটির সম্পাদক কুন্দন গোপের বক্তব্য,'' যে যত বেশি টাকা দিয়েছে তাঁর নাম বেরিয়েছে লুঠ করার জন্যই। এই কারণে এত হুড়োহুড়ি।''

সবাইকে প্রার্থী করা সম্ভব নয়: পার্থ

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): তৃণমূল দলের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে অসন্তোষ। তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর থেকেই রাজ্যের দিকে দিকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে অসন্তোষ। এই প্রসঙ্গে সোমবার """সবাইকে প্রার্থী করা সম্ভব নয়"""" সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাফ জানালেন তৃণমূল নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়।এই প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, """" প্রার্থী তালিকা নিয়ে এবার আর কোনও ক্ষোভ থাকা উচিত নয়। এতবড় একটা দলে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা সমস্ত জেলার সভাপতিদের কাছে ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়ে গিয়েছে। আর কোনও বিভ্রান্তি নেই সেই চূড়ান্ত তালিকায়।উল্লেখ্য, আসন্ন ১০৮ পুরসভা ভোটের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দলের একাধিক নেতাকে। প্রতিটি জেলার সভাপতিদের সঙ্গে কো-অর্ডিনেট করে তাঁরা প্রত্যেকে পুরভোটের দায়িত্ব পালন করবে।

আফগান সীমান্তে গুলিতে ৫ পাকিস্তানি সেনা নিহত

ইসলামাবাদ, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আফগানিস্তান থেকে ছোড়া গুলিতে পাকিস্তানের সীমান্ত চৌকির অন্তত পাঁচজন সেনা সদস্য নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও চারজন সেনা সদস্য আহত হয়েছেন।প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২১ সালের আগস্টে আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতায় আসার পর এটি দ্বিতীয় হামলা। আফগান তালেবানের মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের তেহরিক-ই-তালেবানের (টিটিপি) সঙ্গে ইমরান খানের সরকারের একটি অস্ত্রবিরতি চুক্তি হয়েছিল।ইসলামাবাদ এ চুক্তির প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করেছে অভিযোগ করে ডিসেম্বরের শুরুতে টিটিপি চুক্তি থেকে একতরফাভাবে বেরিয়ে যায়। এরপর গোষ্ঠীটি হামলার সংখ্যা বাড়িয়েছে।

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর গণমাধ্যম শাখা আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতর (আইএসপিআর) এক বিবৃতিতে জানায়, আফগানিস্তানের আন্তর্জাতিক সীমান্তজুড়ে থাকা জঙ্গিরা খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের সীমান্তবর্তী জেলা কুররামে পাকিস্তানের সেনা সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি করলে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে।বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সন্ত্রাসীদের পাকিস্তানবিরোধী কর্মকাণ্ডে আফগানিস্তানের ভূমির ব্যবহারের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে পাকিস্তান। ভবিষ্যতে জঙ্গিরা এমন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানোর চেষ্টা হলে তালেবান সরকার সেটি হতে দেবে না বলে আশা করছে পাকিস্তান।

বিজেপি সরকার কৃষক বন্ধু সংসদে দাবি প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : " ক্ষুদ্র-প্রান্তিক কৃষকদের শক্তিশালী করা এই সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য। ''সোমবার লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণে ধন্যবাদ প্রস্তাবের বিতর্কের জবাব দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই সরকার কৃষক বন্ধু। কৃশকদের পাশে দাঁড়ানো এই সরকারের অবশ্য কর্তব্য।" প্রধানমন্ত্রীর দাবি, এই সরকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের স্বনির্ভর করতে বদ্ধ পরিকর। কৃষকদের মুখে হাসি ফোটাতে চায় এই সরকার। জৈব চাষের উৎসাহ দিচ্ছে বর্তমান সরকার। কৃষিকে আধুনিক মানের করে কৃষকদের দুরাবস্থা মোচনের একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, কংগ্রেস আমলে কৃষি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। গরিব মানুষ কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। বর্তমান সরকার সেই জায়গা থেকে উদ্ধার করেছে। শিল্প বাণিজ্যের পাশাপাশি কৃষি ব্যবস্থাকে স্বনির্ভর করার পথে অনেকটাই এগিয়েছি আমরা।

এদিন লোকসভায় কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলোকেও আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কংগ্রেস উঠতে বসতে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে। অথচ দেশের মানুষ কংগ্রেসকে পাত্তাই দেয় না। লোকসভায় দাঁড়িয়ে বক্তব্য পেশের সময় কংগ্রেসকে কার্যত এভাবেই নজিরবিহীন আক্রমণ করলেন নরেন্দ্র মোদী। রীতিমতো খতিয়ান তুলে ধরে তিনি বলেন, 'নাগাল্যান্ড শেষবার ১৯৯৮ সালে কংগ্রেসকে ভোটে জিতিয়েছিল। ওড়িশায় ১৯৯৫ সালে শেষবার আপনারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলেন। গোয়ায় একই ঘটনা ঘটেছিল ১৯৯৪ সালে। ত্রিপুরায় শেষবার ১৯৮৮ সালে জনতার রায় কংগ্রেসের পক্ষে গিয়েছিল। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, গুজরাটে শেষবার ১৯৮৫ সালে জিতেছিলেন আপনারা। আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তো ১৯৭২ সালে শেষবার কংগ্রেসকে বেছেছিল! তামিলনাড়ুতে আপনারা শেষ সরকার গড়েছিলেন ১৯৬২ সালে। আমার প্রশ্ন হল, আপনারা যদি মাটির কাছেই থেকে থাকেন, তাহলে মানুষ এত বছর ধরে আপনাদের প্রত্যাখ্যান করছে কেন?

ইউক্রেন নিয়ে উত্তেজনার মধ্যেই মস্কো সফরে যাচ্ছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট

প্যারিস, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ইউক্রেন নিয়ে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে চলা চরম উত্তেজনার মধ্যেই মস্কো সফরে যাচ্ছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। স্থানীয় সময় সোমবার রাশিয়া সফরে যাবেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট।তাঁর এই সফরকে 'ঝুঁকিপূর্ণ' কূটনৈতিক মিশন হিসেবে দেখা হচ্ছে। কেননা যদি এতে ব্যর্থ হন, তাহলে ইউরোপে তাঁর কর্তৃত্ব অনেকটাই কমে যেতে পারে।

এবিষয়ে রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, ইউক্রেন ইস্যুতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করবেন ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। তিনি বিষয়টির কূটনৈতিক সমাধানের চেষ্টা করতেই এই সফর করছেন। ইউক্রেন আক্রমণে রাশিয়া প্রায় সব প্রস্তুতি শেষ করেছে, আমেরিকার এমন দাবির মধ্যে ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর মস্কো সফরে অনেক গুরুত্ব রয়েছে। ফরাসি সরকারের একটি সূত্র বলছে, ইউরোপে নেতৃত্ব দেখাতে ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর জন্য একটি সুযোগ তৈরি হয়েছে। তাই তিনি সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ম্যাক্রোঁর ঘনিষ্ঠ দুটি সূত্র জানিয়েছে, এই সফরে আগামী কয়েক মাস ইউরোপের পরিস্থিতি শান্ত রাখতে চাইবেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট। বিশেষ করে এপ্রিলে ফ্রান্সের নির্বাচনের আগপর্যন্ত। কেননা এই নির্বাচনের জন্য হাঙ্গেরি, স্লোভেনিয়া ও ফ্রান্সে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ম্যাক্রোঁর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ২০১৭ সালে ফ্রান্সের ক্ষমতায় আসেন। এরপর কূটনৈতিকভাবে নানা উদ্যোগ নিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি গত পাঁচ বছরে পুতিনকে মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছেন। ফরাসি প্রেসিডেন্টের এবারের রাশিয়া সফর ঠিক কতটা ফলপ্রসূ হবে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। কেননা এর আগে আফ্রিকায় রাশিয়ার আগ্রাসন ঠেকাতে পারেনি ফ্রান্স।

লোকায়ুক্তর নিয়োগে ত্রুটি টুইটে জানালেন ধনকর

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : লোকায়ুক্ত ফাইল রাজভবনে মুলতুবি নেই! সোমবার এ কথা জানিয়ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। গত ২৭ ডিসেম্বর রাজ্যের বিরোধী দলনেতার অনুপস্থিতিতেই প্রাক্তন বিচারপতি অসীম রায়কে নয়া লোকায়ুক্ত নিযুক্ত করে পশ্চিমবঙ্গ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে লোকায়ুক্ত নিযুক্ত করা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর নাম ঠিক করা হয়। রাজ্যপালের কাছে নাম পাঠানো হয়। তিনিই আনুষ্ঠানিকভাবে সিলমোহর দিলেই নিযুক্ত হতেন লোকায়ুক্ত। কিন্তু রাজ্যপাল সই করেননি। ফাইল রাজভবনে চেপে রাখার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। ঋই সিদ্ধান্তের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠককে প্রহসনের বলে মন্তব্য করে অনুপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি রাজ্যপালের কাছে এর আইনিবৈধতা নিয়ে অভিযোগও করেছেন। সোমবার রাজ্যপাল টুইটারে লেখেন, "বিচারপতি অসীম কুমার রায় গত ১০ জানুয়ারি লোকায়ুক্ত হিসাবে অবসর নিয়েছিলেন। তাঁকে আরও তিন বছরের মেয়াদের জন্য নিয়োগের প্রস্তাব ২৮ ডিসেম্বর পাঠানো হয়। কিন্তু এতে সরকারের ত্রুটি রয়েছে। গত ২ জানুয়ারী এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রতিক্রিয়া চেয়েছিলেন। সেই প্রতিক্রিয়া এখনও প্রতীক্ষিত।"

কলকাতায় বিমানবন্দরের জমি নিয়ে সিন্ধিয়ার মন্তব্যের জবাব দিলেন মমতা

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : "কেন্দ্রের তরফে প্রস্তাব পাঠানো হলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এখনও কোনও জমি দিতে পারেননি বিমানবন্দর তৈরির জন্য।" রবিবার কলকাতায় এসে একটি সাংবাদিক বৈঠকে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এই অভিযোগ করেছেন। সোমবার এর জবাব দিলেন মমতা। সিন্ধিয়া বলেন, "আমরা চাই কলকাতায় একটা নতুন বিমানবন্দর তৈরি হোক, কারণ বর্তমান বিমানবন্দর তার যাত্রী পরিষেবা ক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই একাধিক চিঠি ও মতামত আদানপ্রদান করা হয়েছে নতুন বিমানবন্দরের জন্য জমি নিয়ে, কিন্তু রাজ্য সরকারের তরফে কোনও বিশেষ উদ্যোগ বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।''সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা ভোটে লড়াইয়ের বার্তা দেওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজ্যের নতুন বিমানবন্দরের জমি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানান, কারও জমি জোর করে নিয়ে বিমানবন্দর তৈরি করা হবে না। এ বিষয়ে তিনি মালদহ, বালুরঘাট, কোচবিহার বিমানবন্দরের কথা উল্লেখ করে জানান, এইসব বিমানবন্দর তো তৈরি, কিন্তু পরিষেবা চালু করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অনুমোদন দরকার। রাজ্যে নতুন বিমানবন্দর তৈরির জন্য কোনও কৃষকের জমি জোর করে অধিগ্রহণ করা হবে না। সিন্ধিয়া জানিয়েছিলেন, তিনি বিগত ছয় মাস ধরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনায় বসার চেষ্টা করছেন, কিন্তু কোনও জবাব মিলছে না রাজ্য সরকারের তরফে। কলকাতায় অবস্থিত নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের যাত্রী পরিষেবা ক্ষমতা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যাওয়ায়, কলকাতার মতো মেট্রো শহরে আরও একটি বিমানবন্দরের প্রয়োজন বলেই তিনি জানান।

মহারাষ্ট্রে ৬৪৩৬ জন নতুন করোনা আক্রান্ত, ২৪ জন করোনায় মৃত্যু

মুম্বই, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মহারাষ্ট্রে সোমবার ৬৪৩৬ জন নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে এবং গত ২৪ ঘন্টায় ২৪ জন করোনায় মারা গিয়েছে। রাজ্যে আজ মোট ১০৬০৫৯ জন করোনা রোগীকে চিকিৎসা করা হচ্ছে। এর মধ্যে মুম্বাইতে ৫১৩৯ জন সক্রিয় করোনা রোগী রয়েছে। এদিন নাগপুর বিভাগে ১০৩৯ জন নতুন করোনা আক্রান্ত পাওয়া গেছে এবং ২ জনের করোনায় মৃত্যু হয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ তোপে সাংবাদিকদের বলেন, আজ রাজ্যে ১৮৪২৩ জন করোনা রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৭৫৬৫৫০১২ জনের করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ৭৮১০১৩৬ জনকে করোনা আক্রান্ত পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৭৫৫৭০৩৪ জন করোনা আক্রান্ত সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ১৪৩০৯৮ জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যে করোনা থেকে পুনরুদ্ধারের গড় ৯৬.৭৬ শতাংশ এবং করোনায় মৃত্যুর গড় ১.৮৩ শতাংশ।

মনোনয়ন শেষের ৪৮ ঘণ্টা আগেও হল না বিজেপির প্রার্থী তালিকা, প্রশ্ন দলের অন্দরেই

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পুরভোটে তৃণমূল তাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। শুক্রবার এই ঘোষণার পর থেকে রাজ্য রাজনীতিতে একের পর এক ঘটনাক্রম। হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো করেই বিরোধীরা ভোটের মুখে পেয়ে গিয়েছে শাসকদলের বিড়ম্বনা বাড়ানোর ইস্যু।কিন্তু প্রশ্ন উঠছে বিরোধী শিবিরের দিকেও। বিজেপি কি ভোট নিয়ে পুরোপুরি স্বস্তিতে? ৯ ফেব্রুয়ারি মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। অর্থাৎ হাতে আর মাত্র ৪৮ ঘন্টা। অথচ এখনও প্রার্থী তালিকাই দিয়ে উঠতে পারল না তারা। ফলে কতজন সময়মতো মনোনয়ন জমা দিতে পারবে তা নিয়ে চরম সংশয়ে রয়েছেন কর্মীরা। সোমবার দুপুরে বিজেপির প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিকেল গড়িয়ে গেলেও সে তালিকা প্রকাশিত হয়নি।

কিন্তু হাতে মাত্র ৪৮ ঘণ্টা! এর মধ্যে ১০৮টি পুরসভার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে, তার পর তাঁদের মনোনয়ন জমা দেওয়া খুব সহজ নয় বলেই মনে করছেন দলেরই একাংশ। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১০৮টি পুরসভায় ভোট ২৭ ফেব্রুয়ারি। মনোনয়ন জমা নেওয়া চলছে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ৯ ফেব্রুয়ারি। ১২ ফেব্রুয়ারি মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। স্ক্রুটিনি ১০ ফেব্রুয়ারি। ১০৮টি পুরসভার জন্য প্রায় তিন হাজারের কাছাকাছি প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে।

এতজন প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দেওয়া মোটেই মুহূর্তের কাজ নয়। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, এই মনোনয়ন পত্র পূরণ করতে হয় খুবই সাবধানে, দেখেশুনে।নিচুতলার কর্মীরা বুঝেই উঠতে পারছেন না কীহচ্ছে! একইসঙ্গে তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগছে, আদৌ বিজেপি সবক'টি আসনে প্রার্থী দিতে পারবে তো? কারণ, ইতিমধ্যেই বিজেপি সূত্রে খবর, সমস্ত আসনে প্রার্থী খুঁজতে বেশ কিছুটা সময় যাচ্ছে গেরুয়া শিবিরের। যদিও এ নিয়ে প্রকাশ্যে দলের কেউ কোনও মন্তব্য করেনি। তবে কর্মীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই দানা বাধছে হতাশা। প্রথম শোনা গিয়েছিল, রবিবার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবে বিজেপি।

শুরু পাড়ার শিক্ষালয়ের আদলে ক্লাস

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : করোনা আবহের জেরে বেশ কয়েকদিন বন্ধ ছিল স্কুল, কলেজ। তবে, এরই মাঝে রাজ্য জুড়ে অষ্টম শ্রেণী থেকে খুলে গিয়েছে স্কুল। কিন্তু সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল না খোলায় এবার শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে পাড়ায় শিক্ষালয়। সোমবার সপ্তাহের শুরুর দিনেই শুরু পাড়ার শিক্ষালয়ের আদলে ক্লাস। পূর্ব ঘোষণা মতই আজ ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রাক প্রাথমিক থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত শুরু হয়েছে পাড়ায় শিক্ষালয়। ক্যানাল ইস্ট রোডের মুক্তমঞ্চ থেকে পাটুলির মাঠে শুরু পাড়ার শিক্ষালয়ের আদলে ক্লাস। ফের স্কুলে আসতে পারে খুশি শিক্ষার্থীরা। দীর্ঘ দু বছর গৃহবন্দী থাকার পর ফের স্কুলের সাধ পেয়ে আনন্দে গা ভাসিয়েছে শিক্ষার্থীরা।

পাহাড়ে ১০ আসনে প্রার্থী দিচ্ছে তৃণমূল, ২২ আসনে মোর্চা

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের যে ১০৮টি পুরসভায় নির্বাচন হতে চলেছে তার মধ্যে থাকছে দার্জিলিং পুরসভাও। সেই পুরসভাতে বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গেই জোট গড়ে লড়াইয়ের কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছিল তৃণমূল। সোমবার সেই মোতাবেক দার্জিলিং পুরসভার ১০টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্যের শাসক দল।

রবিবার রাত থেকে সোমবারের মধ্যে পাহাড় এবং সমতলের তৃণমূল নেতাদের নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। শিলিগুড়িতে সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মোর্চার প্রতিনিধিরাও। তৃণমূলের পাহাড়ের প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন বিনয় তামাং এবং রাজ্যসভার সাংসদ শান্তা ছেত্রী। সমতলের তৃণমূল শিবির থেকে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির চেয়ারপার্সন অলোক চক্রবর্তী এবং তৃণমূল নেতা গৌতম দেব।

পাহাড়ে . জোট-আলোচনাকে সামনে রেখে ওই বৈঠকেই উপস্থিত ছিলেন মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি-সহ কয়েক জন। তারপরেই এদিন সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে দার্জিলিং পুরসভার ১০টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথা জানান অরূপবাবু। জানা গিয়েছে, ৩২ আসন বিশিষ্ট দার্জিলিং পুরসভায় তৃণমূল ১০টি আসনে ও মোর্চা ২২টি আসনে প্রার্থী দেবে বলে উভয়ের বৈঠকে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়। এর পর তৃণমূলের তরফে দার্জিলিং পুরসভার ২, ৫, ৮, ১৩, ১৪, ১৮, ২০, ২৫, ৩১ এবং ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

এই ৫ জনপ্রিয় ও সুস্বাদু খাবারের নামকরণ হয়েছে বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামে !

কোনও খাবার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, কোনও কথাগুলি আগে মাথায় আসে? স্বাদ?রেসিপি?পরিবেশের ধরন?খাবার নিয়ে আলোচনা করা সময় প্রথমে কীভাবেন , তার মধ্যে খাবারের নামকরণ নিয়ে কোনও উতাহ তেমন দেখা যায় না। নাচোস খাওয়ার সময় কখনও ভেবেছেন, নাচোসের নাম কেন , কোথা থেকে হল? অথবা স্যান্ডউইচ কীভাবে এমন নাম পেল? প্রসঙ্গত, স্যান্ডউইচ, নাচোস, ম্যাগির মতো খাবারগুলি প্রকৃতপক্ষে বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামে রাখা হয়েছে। নাচোস থেকে মারঘেরিতা পিতজা, এমন পাঁচ খাবারের নামকরণ কীভাবে হল, তা জেনে নিন

ম্যাগি--- বিশ্বাস করবেন কিনা জানা নেই, তবে আপনার পছন্দের ২ মিনিটের স্ন্যাক্স ম্যাগির নামকরণ হয়েছে এক বিখ্যাত ও জনপ্রিয় ব্যাক্তির নামে। অনেকেই বলে থাকেন, ম্যাগির আবিষ্কারকর্তা জুলিয়াস মাইকেল জোনাস ম্যাগির নামেই এই জনপ্রিয় স্ন্যাক্সের নাম হয়েছে। প্রসঙ্গত, বহু বছর আগে, তিনি স্যুপ ও সস একসঙ্গে প্যাকেজড প্রোডাক্ট হিসেবে বিক্রি করতেন।

স্যান্ডউইচ--- জন মন্টাগু নামে এক ব্যক্তির তৈরি করা এর পর থেকে নাম এসেছে স্যান্ডউইচের। জানা যায়, স্যান্ডউইচের নামকরণের পিছনে রয়েছে জন মন্টাগুর খাওয়ার ধরণ। কারণ তিনি দুটি পাউরুটির মধ্যে মাংসের টুকরো রেখে খেতে ভালবাসতেন। তার কারণ, তাস খেলার সময় মাংস মুখে তোলার সময় হাতে যাতে কোনও এঁটো না লাগে, তারজন্য পাউরুটির ভিতর মাংসের পুর দিয়ে দিতেন। সিজার স্যালাদ- অনেকেরই এই স্যালাদ খুবই পছন্দের। তবে এই স্যালাদের এমন নামকরণের পিছনে রয়েছে একটি কারণ। মেক্সিকোর হোটেল সিজারে প্রথম এই সুস্বাদ ও স্বাস্থ্যকর স্যালাদ পরিবেশন করা হয়। তবে অনেকেই বলেন, সিজার কার্ডিনি ও কাছের বন্ধুদের মধ্যে এই উতৃষ্ট স্যালাদটি পরিবেশন করেছিলেন।

মারঘেরিয়া পিতজা--- এই পিতজার নামকরণ নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক রয়েছে। অনেকেরই ধারণা, ইতালির রাণী মারঘারিতার নামেই এই সুস্বাদু ও জনপ্রিয় পিতজার নামকরণ হয়েছে। জানা যায়, নাপলেস তিন ধরনের পিতজা পরিবেশন করেছিলেন ইতালির রাণী। সেই তিন পিতজার ম্য একটিতে টমেটো, মোজারিলা চিজ দিয়ে অসাধারণ পিতজা বানিয়ে নজর কেড়েছিলেন।

নাচোস--- শেফ ইগলাতিসো আনায়ার ডাকনাম ছিল নাচোস। তাঁর এই ডাকনামের অনুকরণেই এই অসাধারণ স্বাদের খাবারের নাম হয় নাচোস। জানা যায়, এই শেফ আমেরিকার জওয়ানদের স্ত্রীদের জন্য ফ্রায়েড টরটিলা চিপসে সঙ্গে চিজ, জালাপেনস মিশিয়ে পরিবেশন করেছিলেন। তাই এই স্পেশাল ডিশের নাম হয়েছে তাঁর ডাকনাম দিয়ে।

টিকা নিলে মাথা ঘুরতে পারে? কী ভাবে সামলাবেন

করোনার সঙ্গে লড়ার জন্য টিকাকরণ অত্যন্ত জরুরি। তবে যে কোনও প্রতিষেধকের মতোই কোভিডের প্রতিষেধক নেওয়ার পরও কিছু পার্শপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। যেমন জ্বর, টিকা নেওয়ার জায়গায় ব্যথা, গায়ে ব্যথা, ক্লান্তি ইত্যাদি। এগুলোর কথা এখন অনেকেরই জানা। তবে বেশ কিছু অদ্ভুত নতুন পার্শপ্রতিক্রিয়ার কথাও ইদানীং শোনা যাচ্ছে। কেউ কেউ জানিয়েছেন তাঁদের টিকা নেওয়ার পর মাথা ঘুরছে, চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে, এমনকি জ্ঞান হারানোর মতো পরিস্থিতিও তৈরি হচ্ছে।

শুধু ভারতে নয়, দুনিয়া জুড়ে এই ধরনের পার্শপ্রতিক্রিয়ার কথা শোনা গিয়েছে। জ্ঞান হারানোর অভিযোগ যথেষ্ট দুশ্চিন্তার। তবে সরাসরি প্রতিষেধকের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক আছে কিনা, তা নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। অনেক চিকিতসকের মতে টিকাকরণ নিয়ে কিছু মানুষের মনে যথেষ্ট ভয় এবং উদ্বেগ তৈরি হয়। তাতেই তাঁদের হাত ঘেমে যাওয়া, মাথা ঘোরার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে সেটা খুব মারাত্মক হয়ে গেলে রক্তচাপ হঠাত কমে গিয়ে তিনি জ্ঞানও হারাতে পারেন।

সাধারণত কোভিড-টিকার উপসর্গগুলি টিকা নেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর থেকে শুরু হয়। এবং তার রেশ ২-৩ দিন পর্যন্ত থাকতে পারে। তবে যাঁরা জ্ঞান হারানোর ঘটনার উল্লেখ করেছেন, দেখা গিয়েছে, টিকা নেওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই তা ঘটেছে। সেই কারণেই চিকিতসকেরা মনে করছেন, সরাসরি টিকার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে। আমেরিকার সিডিসি''র এক সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, যাঁরা কোভিড-টিকা নেওয়ার পর জ্ঞান হারিয়েছেন, তাঁদের অতীতে অন্য টিকা নেওয়ার পরও এমন প্রবণতা দেখা গিয়েছে। যাঁদের টিকাকরণ নিয়ে মনে আশঙ্কা থাকে বা যাঁদের অ্যাংজাইটি রয়েছে, তাঁদের এই ধরনের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

মাথা ঘোরা বা জ্ঞান হারানোর মতো উপসর্গ নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তা করতে মানা করছেন চিকিতসকেরা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জ্ঞান এমনিই ফিরে আসে। এবং অন্য কোনও শারীরিক সমস্যাও দেখা যায় না। তবে একবার নিজের চিকিতসকের পরামর্শ নিয়ে সেটা যাচাই করে নেওয়াই ভাল। টিকা নিতে যাওয়ার সময় সঙ্গে জলের বোতল রাখুন। টিকা নেওয়া হয়ে গেলে আধ ঘণ্টা বসে বিশ্রাম নিয়ে নিন। খুব তাড়াহুড়ো করবেন না।

দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে রান্নার গ্যাস? মেনে চলুন নিয়মগুলো

করোনা পরিস্থিতিতে অনেকেরই রোজগার বন্ধ। জমানো টাকা দিয়েই চলছে সংসারের যাবতীয় খরচ। রোজকার জিনিসপত্রের দাম কমার কোনো নাম গন্ধ নেই, ক্রমেই বাড়ছে পেট্রো পণ্যের দাম, যার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ঊর্ধমুখী। এই পরিস্থিতি ক্রমশ বেড়েই চলেছে রান্নার গ্যাসের দাম। একে নেই আয়, তার মধ্যে যদি খরচ বেড়ে যায় তবে তো বিস্তর সমস্যা। আর বেশীরভাগ মানুষই যেহুতু এখন গৃহবন্দী, তাই ঘন ঘন চায়ের কাপে চুমুক অথবা নিজের রসনা তৃপ্তির বিলাসিতার বসে বিভিন্ন রান্নাবান্না, এতে আর গ্যাসের দোষ কোথায়? সে তো খরচ হবেই। এমন কোনো উপায় আছে কি যাতে গ্যাস বাঁচানো যায়? এই প্রশ্ন যখনই আপনার মাথায় ঘুরছে তখনই সমস্যার সমাধান নিয়ে এলো কলকাতা ২৪অ৭। গ্যাস বাঁচানোর বেশ কিছু টিপস দেখে নিন।

১. রান্না করার সময় রান্নার সরঞ্জাম সব হাতের সামনে নিয়ে রান্না করতে বসুন। এর ফলে রান্না করার সময় কোনো সরঞ্জামের জন্য আপনাকে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে হবে না। এতে আপনার সময়ও বাঁচবে আর বাঁচবে গ্যাসও।

২. সাধারনত বেশিরভাগ বাড়িতেই রোজকার রান্না বান্না কড়াইতে হয়। কড়াইতে রান্না সেদ্ধ হতে সময় লাগে, তাই গ্যাস খরচ ও বেশি হয়। যে রান্না গুলো কড়াইতে না করে প্রেসার কুকারে করা সম্ভব সেই রান্না গুলো প্রেসার কুকারে করে নেওয়াই ভালো। এতে সময় ও গ্যাস দুই সাশ্রয় হবে। আর একান্তই যদি কড়াইতে রান্না করতে হয়, তবে কড়াইতে ঢাকা দিয়ে রান্না করুন।

৩. মাংস রান্না করার সময় অবশ্যই প্রেসার কুকার ব্যবহার করুন। কারণ মাংস সেদ্ধ হতে সময় লাগে, গ্যাস খরচ বেশী হয়। তাই প্রেসার কুকারে মাংস সেদ্ধ করে নিয়ে রান্না করুন।

৪. এখন সব উপকরণ আমরা ফ্রিজে রাখি। এবং রান্না করার সময় সেই গুলো সরাসরি কাজে লাগাই। ঠান্ডা হয়ে থাকার ফলে এই গুলো রান্না হতে সময় বেশি লাগে। গ্যাস খরচ বেশি হয়। তাই রান্না করার কমপক্ষে ২ থেকে ৩ ঘণ্টা আগে রান্নার জন্য যাবতীয় জিনিস ফ্রিজ থেকে বের করে রেখে দিন।

৫. ঘন ঘন চা খাওয়ার অভ্যেস আছে যাদের তার একটি ইলেকট্রিক কেটল কিনে নিতে পারেন। বৈদ্যুতিক এই কেটলিতে নিমেষে চা তৈরি হয়ে যাবে। আলাদা করে গ্যাস চা করার প্রয়োজন হবে না। এতে আপনার গ্যাসের সাশ্রয় হবে।

এছাড়া গ্যাস বাঁচানোর জন্য নিয়মিত গ্যাসের ওভেন পরিষ্কার রাখুন। গ্যাসে থেকে হলুদ শিখা বেরোলে বুঝতে হবে এবার গ্যাস পরিষ্কার করা প্রয়োজন। গ্যাস লিক হচ্ছে কিনা সেই দিকেও নজর দিন। নিয়মিত গ্যাস সার্ভিসিং করান। এতে গ্যাস বাঁচবে।

লাল-নীল-গেরুয়া...! ''রঙ'' ছাড়া সংবাদ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কোন খবরটা ''খাচ্ছে''? সেটাই কি শেষ কথা? নাকি আসল সত্যিটার নাম ''সংবাদ''! ''ব্রেকিং'' আর প্রাইম টাইমের পিছনে দৌড়তে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে সত্যিকারের সাংবাদিকতার। অর্থ আর চোখ রাঙানিতে হাত বাঁধা সাংবাদিকদের। কিন্তু, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভে ''রঙ'' লাগানোয় বিশ্বাসী নই আমরা। আর মৃত্যুশয্যা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন আপনারাই। সোশ্যালের ওয়াল জুড়ে বিনামূল্যে পাওয়া খবরে ''ফেক'' তকমা জুড়ে যাচ্ছে না তো? আসলে পৃথিবীতে কোনও কিছুই ''ফ্রি'' নয়। তাই, আপনার দেওয়া একটি টাকাও অক্সিজেন জোগাতে পারে। স্বতন্ত্র সাংবাদিকতার স্বার্থে আপনার স্বল্প অনুদানও মূল্যবান। পাশে থাকুন।

গরমে অতিরিক্ত ঘাম হচ্ছে? কী করে বাঁচবেন লজ্জাজনক পরিস্থিতি থেকে?

আপনি কি বড্ড বেশি ঘামেন? কখনও বেজায় গরম, কখনও বৃষ্টি। ভ্যাপসা আবহাওয়ায় ঘাম হচ্ছে আরও বেশি? নিজেরই বিরক্ত লেগে যাচ্ছে? চিন্তা করবেন না। ঘাম নিয়ন্ত্রণ করারও উপায় রয়েছে। তবে মনে রাখবেন, ঘাম হওয়া ভাল। বিশেষ করে তাপমাত্রা বাড়লে। তবে খুব বেশি ঘামলে সেটা অস্বস্তিকর হতেই পারে। কী করে নিয়ন্ত্রণ করবেন, জেনে নিন।

ডিওড্র্যান্ট

আপনার পছন্দের সুগন্ধি কয়েক দিনের জন্য তুলে রাখুন। ব্যবহার করুন ডিওড্র্যান্ট। অনেকের শরীরে কিছু কিছু ডিওড্র্যান্ট সহ্য হয় না। ত্বক জ্বালা করে। তাই পরখ করে নিয়ে তবেই কিনবেন। যদিও এখন সকলে অনলাইনেই যাবতীয় জিনিস কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। সে ক্ষেত্রে নতুন কোনও ডিও নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে, যাতে আপনি অভ্যস্ত, তাই ব্যবহার করুন। রোল-অন ডিও কিনতে পারেন। এগুলো দারুণ কাজ করে।

ট্যালকম পাউডার ঘাম নিয়মন্ত্রণ করার সহজ উপায় ট্যালকম পাউডার লাগানো। এবং পকেটেও খুব বেশি টান পড়ে না। স্নান করে উঠে গায়ে লাগাতে পারেন। এতে ঘামের দুর্গন্ধ কমে হবে।

শাওয়ার জেল প্যারাবেন বা অন্য কোনও ক্ষতিকর রসায়ন নেই, এমন শাওয়ার জেল ব্যবহার করুন। সাধারণ সাবানের তুলনায় এর সুগন্ধ আরও বেশি সময় গায়ে থাকে। শরীরে ঘামও তুলনামূলক ভাবে কম হয়।

ডায়েট কী খাচ্ছেন সেটা খেয়াল রাখাও প্রয়োজন। অনেক ধরনের খাবার হজম হতে দেরি হয় এবং শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তাই স্যালাড বা হালকা খাবারই এই সময় খাওয়া ভাল। ঘামের দুর্গন্ধ অনেক সময় আমাদের খাবার থেকেই হয়। ক্যাফিনও হাত-পা ঘামিয়ে দেয়। তাই অতিরিক্ত ঘামের সমস্যা থেকে মুক্তি চাইলে বেশি কফি না খাওয়াই ভাল।

হালকা সুতির পোশাক এই সময়ে হালকা সুতির পোশাকের বিকল্প হয় না। সুতি, লিনেন, মলমলের মতো হালকা কাপড়ের পোশাক পরুন যাতে শরীরের সহজেই হাওয়া-বাতাস খেলতে পারে এবং ঘাম কম হয়। গায়ের সঙ্গে আঁটা পোশাক একদম চলবে না।

সকালে এই পাঁচটা খাবার ভুলেও খাবেন না !

বেশির ভাগ সময়ই বাড়িতে বন্দি, তাই ওজন ঠিক রাখাটাই মুশকিলের বিষয় হয়ে পড়ছে। বাড়িতে যেটুকু শরীরচর্চা করা যায়, সেটাও করছেন। আবার সকালে প্রাতরাশে রাখছেন স্বাস্থ্যকর খাবার। কিন্তু তাতেও ওজন বশে আসছেই না! তাহলে সরষের মধ্যেই ভূত লুকিয়ে নেই তো! সকালে খালি পেটে যে সব খাবার খাচ্ছেন, সেগুলোই ওজন বাড়াচ্ছে না তো? হতেই পারে। তাই যদি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান, এই ৫টা জিনিস বাদ দিন আপনার সকালের খাদ্যতালিকা থেকে। দেখুন তো না জেনেই আপনি এইসব খাবার খেয়ে ফেলছেন কি না! সাইট্রা-জাতীয় ফল সকালে খাবার টেবিলে ফল খাওয়ার অভ্যেস আছে অনেকেরই। কিন্তু এই সাইট্রাস-জাতীয় ফল খেলে পেটও ভার হয়ে যায়। তাই সকালের খাদ্যতালিকায় আপেল, কমলালেবু, আঙুর, রাঙা আলু রাখবেন না। ভাজাভুজি একই রকম জলখাবার খেতে খেতে মুখের স্বাদ বদলাতে ইচ্ছে করে ঠিকই। কিন্তু তার জন্য ভাজাভুজি খাবেন না যেন! এতে বাড়বে বদহজমের সমস্যাও। ঠান্ডা জল সকালে ঘুম থেকে উঠেই ঠান্ডা জল খেয়ে নিচ্ছেন? হজমের সমস্যা থেকে আটকায় কে! দিন শুরু করুন হালকা গরম জল দিয়ে। গরম জলে আদা আর লেবু মিশিয়ে খান। ওজন তো কমবেই, সেই সঙ্গে হজমের গোলমালও হবে না। কলা কলা পুষ্টিকর খাবার। কিন্তু সকালের খাবারের তালিকায় কলা রাখবেন না। ম্যাগনেশিয়াম ও পটাশিয়ামে ভরপুর এই ফল সকালে খেলে শরীরের রক্তের ভারসাম্যে প্রভাব ফেলতে পারে। স্যান্ডউইচ সকালে চটজলদি প্রাতরাশ হিসেবে স্যান্ডউইচ বেশ পছন্দের খাবার। কিন্তু মাখন ও ফ্যাটের যে পরিমাণ থাকে এই খাবারে, তা শরীরের ওজন বাড়াতে পারে। তাই সকালের খাবারের তালিকা থেকে স্যান্ডউইচ একেবারেই বাদ দেওয়া ভাল!

কোভিড থেকে সেরে ওঠার পরেও নষ্ট হতে পারে চোখ,

কোভিডের কারণে পরবর্তী কালে নানা ধরনের সমস্যার কথা জানান বহু রোগীই। কিন্তু কোভিড সংক্রমণের ফলে কি দৃষ্টিশক্তি চলে যেতে পারে? একেবারে চলে না গেলেও কিছুটা ক্ষতি হতে পারে কি? হালের পরিসংখ্যান থেকে উঠে এসেছে এমনই তথ্য।

কোভিডের ফলে হৃদযন্ত্রের ক্ষতি থেকে শ্রবণশক্তি হ্রাস অনেক সমস্যার কথাই একের পর এক উঠে এসেছে। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়ার কথা এখনও পর্যন্ত খুব বেশি শোনা যায়নি। কিন্তু হালে বানুলি বাজপেয়ী নামে দিল্লির এক চিকিতসক এমনই জানিয়েছেন সংবাদমাধ্যমকে। পরিসংখ্যান-সহ তিনি জানিয়েছেন, দিল্লি বা তার আশপাশের এলাকায় এমন বহু বয়স্ক কোভিড আক্রান্ত রয়েছেন, যাঁদের দৃষ্টিশক্তি কমে গিয়েছে সংক্রমণের ফলে। পরে সংক্রমণ সেরে গেলেও সেই হারিয়ে যাওয়া দৃষ্টিশক্তি আর ফিরে আসেনি। কোভিডের কারণে স্নায়ুর ক্ষতি হতে পারে। তার ফলে যে কোনও ইন্দ্রিয়েরই কিছুটা ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। চোখের ক্ষেত্রে সেই আশঙ্কা কিছুটা কম হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। পাশাপাশি মিউকরমাইকোসিসের মতো ছত্রাকের সংক্রমণের ফলেও দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেতে পারে বলে জানিয়েছেন ওই চিকিতসক। তবে এই দাবির কতটা ঠিক, তা নিয়ে এখনও সন্দেহ রয়েছে। ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যায় রোগীর মধ্যে এমন সমস্যা দেখা গেলে তা নিয়ে চিকিতসাবিজ্ঞান কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে এমনই বলছেন অন্য চিকিতসকেরা।

দুর্গন্ধ এড়াতে মাউথওয়াশ ব্যবহার করছেন? ক্যানসারের ডেকে আনছেন না তো

মুখে দুর্গন্ধের অন্যতম কারণ জীবাণু। তাই দুর্গন্ধ তাড়াতে অনেকেই নিয়মিত মাউথওয়াশ ব্যবহার করেন। অনেকেরই এটা রোজকার অভ্যাস। কিন্তু এর ফলে ঘটে যেতে পারে বড় বিপদ। এমনই দাবি গবেষণায়।

হালে ''থেরাপিউটিক অ্যাডভানসেস ইন ড্রাগ সেফটি'' নামক চিকিতসাবিজ্ঞানের জার্নালে মাউথওয়াশ নিয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে রোজ এই তরলটি ব্যবহার করলে শরীরের বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

কেন এমন হয়? মাউথওয়াশে মেথানল, অ্যালকোহল, ইউক্যালিপটলের মতো অ্যান্টিসেপটিকের পাশাপাশি ক্লোরেক্সিডাইন গ্লুকোনেট নামক রাসায়নিক থাকে। এটিই যত নষ্টের গোড়া। এমনই বলছেন চিকিতসকেরা। এটির ফলে মুখের ভিতর ক্ষত তৈরি হয়। যা ক্রমশ স্বাদ নেওয়ার ক্ষমতা কমিয়ে দিতে থাকে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। রোজ মাউথওয়াশ ব্যবহারের ফলে সমস্যা এর চেয়েও বাড়তে পারে। করোনাকালে মুখের জীবাণু তাড়াতে বেড়েছে এই তরলটির ব্যবহার। কিন্তু আমেরিকান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন বলছে, এটির কারণে মুখের ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। ক্লোরেক্সিডাইন গ্লুকোনেটের কারণে মুখের ভিতর তৈরি হওয়া ক্ষতগুলি পরবর্তীতে ক্যানসারে পর্যবসিত হতে পারে। এই সব কারণে শিশুদের মাউথওয়াশ ব্যবহার করতে বারণ করছেন বহু চিকিতসক।

তা হলে কি মাউথওয়াশ একেবারেই বাতিল? তা নয়। চিকিতসকের পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করা যেতে পারে এটি। কিন্তু টানা দীর্ঘ দিন ধরে নয়। সে ক্ষেত্রে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশি।

তমলুকে ভোটে লড়তে পারবেন বিজেপির ৩ প্রার্থী

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : জয়া দাস নায়েক, বিশ্বজিৎ কয়াল এবং বিভা চক্রবর্তী ও আরও ২ প্রার্থীকে পুরভোটে অনুমতি দিতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। এ ব্যাপারে কমিশন সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেছে। চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে বাকি ২ প্রার্থীও যাতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। নিয়ম অনুসারে নির্বাচনের ৩০ দিনের মধ্যে আয় ও ব্যয়ের হিসাব পেশ করতে হয়। কিন্তু ২০১৫ সালে পুরনির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সদর শহর তমলুকে বিজেপির ৩ প্রার্থী জয়া দাস নায়েক, বিশ্বজিৎ কয়াল এবং বিভা চক্রবর্তী সেই হিসাব দেননি। এবারের পুরনির্বাচনেও তাঁরা আবারও বিজেপির প্রার্থী হিসাবে মাঠে নামলেও রাজ্য নির্বাচন কমিশন তাঁদের মনোনয়ন বাতিল করে। কমিশনের তরফ থেকে বলা হয়, গত ভোটে আয় ব্যয়ের হিসাব উল্লেখ না করাতেই বাতিল করা হয়েছে মনোনয়ন।

কমিশনের ওই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিজেপির ওই ৩ প্রার্থী। একই সঙ্গে এবারে তমলুক পুরসভায় ওই ৩জনের মনোনয়ন বাতিল করার পাশাপাশি আরও ৫৮ জনের মনোনয়ন বাতিল করে কমিশন। তাঁরাও মামলা দায়ের করেন হাইকোর্টে। এদিন মামলার শুনানিতে কমিশন জানায়, তমলুকের যে ৬১ জন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে তাঁরা ২০১৫ সালের নির্বাচনের সময়ে তাঁদের আয় ব্যয়ের হিসাব জমা করেননি। পরবর্তীকালে তাঁদের এক মাসের মধ্যে তা জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটাও তাঁরা করেননি। তাতেই এবার তাঁদের মনোনয়ন বাতিল করা হয়। এই ৬১ জন প্রার্থীদের মধ্যে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপির প্রার্থী যেমন রয়েছে তেমনি একাধিক নির্দল প্রার্থীর নামও রয়েছে। সোমবার এই মামলার শুনানিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে ওই ৫ জনকে অনুমতি দেওয়ার কথা জানানো হয়। তবে আদালত এদিন বাকি ৫৬ জনের ক্ষেত্রে কোনও রায় দেয়নি। এমনকি কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনও হস্তক্ষেপও করেনি।

সপ্তাহের শুরুতেই হাজারের বেশি পড়ল সেনসেক্স সূচক

মুম্বই, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : সোমবার বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ধাক্কা খেয়েছিল সেনসেক্স। সারা দিনেও সেই ধাক্কা কাটাতে পারল না। বাজার বন্ধের সময় হাজারেরও বেশি সূচক পড়ে সেনসেক্স দাঁড়িয়েছে ৫৭ হাজার ৬২১ দশমিক ১৯ পয়েন্টে। বিনিয়োগকারীদের কাছে সপ্তাহ শুরুর দিন 'ব্ল্যাক মানডে' হয়েই থাকল। সেনসেক্সের পাশাপাশি নিফটি৫০-এরও পতন ঘটেছে। একদিনে ৩০০-র বেশি সূচক খুঁইয়েছে নিফটি। তবে টানা তিনদিন বাদে এদিন সোনার দর কিছুটা চড়েছিল। প্রতি ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১০০ টাকা বেড়েছে।গত সপ্তাহে বাজেট পেশের আগের দিন দেশের আর্থিক সমীক্ষায় জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাসে অনেকটাই চাঙ্গা হয়েছিল শেয়ারবাজার। বাজেটের দিনেও শেয়ারবাজার ঊর্ধমুখী ছিল। ফলে উৎসাহিত হয়েছিলেন বিনিয়োগকারীরা। বাড়তি লাভ ঘরে তোলার আশায় বাজারে বাড়তি অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার থেকেই শেয়ারবাজারে পতন শুরু। সপ্তাহের শেষ দিনেও অন্যথা ঘটেনি। দুই দিনে ৯০০-র বেশি সূচক হারিয়েছিল সেনসেক্স। ফলে বিনিয়োগকারীরা সপ্তাহ শুরুর দিন সোমবারের দিকে হা-পিত্যেশ নয়নে তাকিয়েছিলেন।

এদিন ৫৮ হাজার ৬৪৪ দশমিক ৮২ পয়েন্ট নিয়ে শুরু হয়েছিল বাজার। কিন্তু বাজার খুলতেই হু-হু করে পড়তে থাকে সেনসেক্স। দুপুর দুটো নাগাদ ১৩০০-র বেশি সূচক হারিয়ে ৫৭ হাজার ৩২৩ দশমিক ১১ পয়েন্টে দাঁড়ায় সেনসেক্স। শেষ বেলায় বাজার আরও পড়ে ৫৭ হাজারের গণ্ডির নিচে নামবে কিনা, সেই আশঙ্কা দেখা দেয় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে। যদিও দুপুর দুটোর পরে পতনের ধাক্কা সামাল দিয়ে একটু-একটু ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে বাজার। কিন্তু যে পতন ঘটেছিল, তা পুনুরুদ্ধার করতে পারেনি। দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ এক হাজার ২৩ দশমিক ৬৩ সূচক হারিয়ে সেনসেক্স বন্ধ হয় ৫৭ হাজার ৬২১ দশমিক ১৯ পয়েন্ট। আর ৩০২ দশমিক ৭০ সূচক হারিয়ে ১৭ হাজার ২১৩ দশমিক ৬০ সূচকে বন্ধ হয় নিফটি।

জোট ভাঙার আশঙ্কার প্রশ্নে ক্ষুব্ধ মমতার জবাব, এটা দলের ব্যাপার

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পুরপ্রার্থী তালিকা ঘিরে বিরোধ, বিতর্ক এবং বিভ্রান্তির মধ্যেই দলের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পথে এগোচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। সূত্রের খবর, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন। এ রকম খবরের সত্যতা সোমবার বিকেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জানতে চান এক সাংবাদিক। রাগত স্বরে তৃণমূলনেত্রী বলেন, "আমাকে এ রকম প্রশ্ন করবেন না। এটা দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়।" প্রসঙ্গত, আইপ্যাকের কর্ণধার হিসেবে ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর (পি কে) বাংলায় তৃণমূলের জন্য কাজ করতে আসেন ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের পরে। ওই ভোটে রাজ্যে বিজেপির কাছে তৃণমূল ধাক্কা খেয়েছিল। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে পি কে তখন রাজ্যে আসেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভোট-কৌশল তৈরি থেকে প্রার্থী বাছাই পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন পি কে। যা দলের 'পুরনো' নেতাদের অনেকেই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি।

নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ

পূর্ব রেলের সদর দফতরের সামনে বিক্ষোভ চাকরিপ্রার্থীদের

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পূর্ব রেলের নানা পদে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে সোমবার সদর দপ্তরের সামনে অভিনব প্রতিবাদে শামিল চাকরিপ্রার্থীরা। জামা খুলে বিক্ষোভ দেখালেন শ' খানেক যুবক।

অভিযোগ, নিয়োগ তালিকায় অতিরিক্ত প্রার্থী হিসেবে তাঁদের নাম থাকলেও চাকরি হয়নি। তাঁদের বাদ দিয়ে 'নিজেদের লোক' নিয়েছে রেল। তারই প্রতিবাদে চাকরিপ্রার্থীদের এই বিক্ষোভ। সোমবার দুপুরে তাঁদের এই বিক্ষোভ ঘিরে তপ্ত হয়ে উঠল স্ট্র্যান্ড রোডের ফেয়ারলি প্লেসের পূর্ব রেলের সদর দফতর।জানা গিয়েছে, ২০১৮ সালে পূর্ব রেলের একাধিক পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করলেই নিয়োগের কথা বলা হয়েছিল। ৫৫২৭ টি শূন্যপদ ছিল। সম্প্রতি লিখিত পরীক্ষার পর ৪৯৮৭ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে পূর্ব রেলের তরফে। ২৩০০ জনের অতিরিক্ত তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। যদি প্রথম তালিকায় নির্বাচিতদের কেউ যোগ দিতে না পারেন, তার জায়গায় ওই অতিরিক্ত প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে। এমনই ছিল রেলের পরিকল্পনা। সম্প্রতি দেখা গিয়েছে, ওই তালিকা থেকে ৫১৭ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই বাকি চাকরিপ্রার্থীরা প্রতিবাদে ফেটে পড়েন।

তাঁদের অভিযোগ, ৫১৭ জনের নিয়োগের বিষয়টি তাঁদের অন্ধকারে রেখে করা হয়েছে। এই নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। এই অভিযোগ তুলেই পূর্ব রেলের সদর দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখান বাকিরা। জামা খুলে প্রতিবাদে শামিল হন তাঁরা। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক একলব্য চক্রবর্তী জানিয়েছেন, যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে, তাঁরা সকলেই ইতিমধ্যে কাজে যোগ দিয়েছেন। আর কোনও শূন্য পদ নেই। তাই যাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তাঁদের কাউকে নিয়োগ করা সম্ভব নয়।

পাড়ায় শিক্ষালয়ে যেতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু শিক্ষকের

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : স্কুলে পড়াতে যাওয়ার সময় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেল আরামবাগে। আরামবাগের শিক্ষক আক্কাস আলি মল্লিক স্কুলে যাওয়ার আগেই পথে মারা গেলেন। বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার পথে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল তাঁর। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের দৌলতপুর এলাকায়।

রাজ্য সরকারের নির্দেশে সোমবার থেকেই রাজ্যজুড়ে চালু হয়েছে 'পাড়ায় পাড়ায় স্কুল'। দক্ষিণ থেকে উত্তর দুই বঙ্গেই পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণীর পড়ুয়াদের নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় মাঠে কিংবা খোলা প্রাঙ্গনে চালু হয়েছে স্কুল। সেইমত স্কুলে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে সময়মতো বেরিয়েছিলেন আরামবাগের বসন্তপুর এলাকার স্কুল শিক্ষক আক্কাস আলি মল্লিক।

বাইকে তাঁর সঙ্গে ছিলেন সহকর্মী। সেই সময় দ্রুত স্কুলে যাওয়ার হিড়িকে একটি বালি বোঝাই ট্রাককে ওভারটেক করতে গিয়েছিলেন আক্কাস আলি। তখনই বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। আঘাতে ছিটকে পড়েন দু'জনেই। আক্কাস ওই লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে যান। তাঁর সঙ্গী মারাত্মক জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁর মাথায় গুরুতর চোট লেগেছে বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, মৃত শিক্ষক খানাকুলের ঘোষপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্মরত ছিলেন। তাঁর অপর সহকর্মী ভর্তি রয়েছেন হাসপাতালে।

গাছে গাড়ির ধাক্কায় মৃত ৩

উমারিয়া, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের উমারিয়া জেলার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে গাছে ধাক্কা মারল একটি গাড়ি। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের, এছাড়াও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। সোমবার সকাল ছ''টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে চান্দিয়া থানার অন্তর্গত দুগবার গ্রামের কাছে। দুর্ঘটনায় মৃতদের নাম-গান্নু শেখর (৩০) ও আশিষ প্যাটেল। একজনের নাম জানা যায়নি।চান্দিয়া থানার ইনচার্জ রাঘবেন্দ্র তিওয়ারি জানিয়েছেন, শাহদোলে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে তাঁরা গাড়িতে ফিরছিলেন, গন্তব্য ছিল কাটনি। নিয়িন্ত্রন হারিয়ে রাস্তার ধারে গাছে ধাক্কা মারে গাড়িটি। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু''জনের, দু''জনকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে আরও একজনের মৃত্যু হয়। একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

নির্বাচন ঘিরে উত্তপ্ত সাতকানিয়া গুলিতে হত কিশোর

ঢাকা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ঢাকার সাতকানিয়ার খাগরিয়ায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ঘিরে গোলাগুলিতে উত্তপ্ত এলাকা। সোমবার সকালে দুই বিবদমান চেয়ারম্যান প্রার্থী আওয়ামী লীগের আকতার হোসেন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী জসিম উদ্দিনের অনুগামীদের মধ্যে চলে গুলি। সেই গুলিতে এক কিশোর প্রাণ হারিয়েছেন। ঘটনার জেরে ভোট স্থগিত রাখা হয়েছে।জানা গেছে, এদিন ঝামেলার সূত্রপাত বুথদখলকে কেন্দ্র করে। দুই প্রার্থীর অনুগামীরা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। প্রথম লাঠি হাতে আক্রমণ, আচমকাই শুরু হয় গুলির লডাই। দুই গোষ্ঠীর ঝামেলার মাঝে পড়ে যায় এক কিশোর। ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়। গনিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটের দায়িত্বে থাকা প্রিসাইডিং অফিসার গিয়াস উদ্দিন জানান, 'সকাল সাড়ে নটার সময় দুই দলের সমর্থকেরা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। আচমকাই শোনা যায় গুলির শব্দ। বন্ধ রাখতে হয় ভোট প্রক্রিয়া। ভোট প্রক্রিয়া বন্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত ২০০টির মতো ভোট পড়ে।' হামলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিশাল বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হন পুলিশ সুপার রশিদুল হক। জানা গিয়েছে, এই কেন্দ্র থেকে অদূরেই খাগরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কেন্দ্র। ওই কেন্দ্রের সামনেও চলে গুলির লডাই হয় বলে অভিযোগ। তবে সেখান থেকে প্রাণহানির কোনও খবর নেই।

পুরভোটে প্রার্থী দিচ্ছে নওশাদ সিদ্দিকির আইএসএফ

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পুরভোটে প্রার্থী দিচ্ছে আইএসএফ। যেখানে যেখানে দল শক্তিশালী বা কর্মী রয়েছেন, সেইসব ওয়ার্ড বাছাই করেই প্রার্থী দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে তারা। এই ভোটে কারও সঙ্গে জোটে যাচ্ছে না আব্বাস সিদ্দিকির ইন্ডিয়ান সেকিউলার ফ্রন্ট।

গত বছর ২ মে ভোটের ফল প্রকাশের পর দেখা যায় ব্রিগেডে ঘোষিত সংযুক্ত মোর্চা মুখ থুবড়ে পড়েছে। একটা কেন্দ্রেও জয়ের মুখ দেখেননি বিমান, অধীর, সেলিম, মান্নানরা। বরং নজরকাড়া ছিল আইএসএফ। প্রথমবার বাংলায় ভোটে লড়ে ভাঙড়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা আসনটি জিতে নেয় তারা।

ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক আইএসএফ সুপ্রিমো আব্বাস সিদ্দিকির ভাই নওশাদ সিদ্দিকি। এরপর থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বারবার উঠে এসেছে আইএসএফের নাম। বেশ কয়েকটি জেলায় তারা সংগঠনকে চাঙ্গা করছে বলেও বিভিন্ন মহলের দাবি। তবে, জোট না হলেও একুশের ভোটের জোটসঙ্গীদের কোনও ভাবেই বিড়ম্বনায় ফেলতে চায় না আইএসএফ। তৃণমূল বা বিজেপি বিরোধী ভোটেও তারা থাবা বসাবে না বলেই জানা গিয়েছে। অর্থাৎ তৃণমূল, বিজেপির বাইরে বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব করা একমাত্র দল। এরই মধ্যে জানা গিয়েছে পুরভোটে একাধিক পুরসভায় প্রার্থী থাকবে আইএসএফের। দলের প্রতীকেই লড়বেন তাঁরা। সূত্রের খবর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, মালদহের মতো জেলাগুলিতে পুরভোটে প্রার্থী দিতে চলেছে আইএসএফ। তবে এবার কারও সঙ্গে জোট করে নয়। একলা চলো নীতিতেই নিজেদের শক্তি বুঝে নিতে চাইছে একদা সংযুক্ত মোর্চার শরিক দলটি। দলের একমাত্র বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি জানান, "দল যেখানে যেখানে শক্তিশালী সেখানে আমরা প্রার্থী দিচ্ছি। বাছাই করা কিছু আসনে প্রার্থী দিচ্ছি। এখন যেহেতু জোটের কোনও ব্যাপার নেই তাই আমরা আমাদের মতো করে প্রার্থী দেব।" একইসঙ্গে আইএসএফের অপর এক নেতা বলেন, "আমরা কোথাও এমন কিছু করব না যেখানে তৃণমূল বা বিজেপি বিরোধী ভোট ভাগ হয়।" একুশের বিধানসভা ভোটে ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্র, মহম্মদ সেলিমরা ঘোষণা করেছিলেন সংযুক্ত মোর্চার। একইমঞ্চে সেদিন বাম নেতাদের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী, আইএসএফের আব্বাস সিদ্দিকিদের। ভোটে একসঙ্গে লড়ার শপথ নিয়েছিল বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ। সেইমতো প্রার্থী বাছাই, আসন বন্টন হয়েছিল।

তৃণমূলের টিকিট পাওয়া মানে রেজিস্টার্ড তোলাবাজের সার্টিফিকেট পাওয়া

আসানসোল, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) ছ "তৃণমূলের টিকিট পাওয়া মানে রেজিস্টার্ড তোলাবাজের সার্টিফিকেট পাওয়া!" সোমবার ভোট প্রচারে এসে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং এই অভিযোগ করেন। তৃণমূলের আভ্যন্তরিণ বিদ্রোহ প্রসঙ্গে বলেন, "প্রতিরোধ শুরু হয়ে গিয়েছে। তাই তৃণমূল এখন তৃণমূলকেই মারছে। ক্ষোভ তো হবেই।"এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুনবাবু জানান, "তৃণমূল হচ্ছে ছিনতাইবাজদের দল। লুঠ রাহাজানি করা আর কাটমানি খাওয়াই হল এদের মূল বিষয়। এখানে টিকিট পাওয়া মানে সে সার্টিফিকেট পেয়ে গেল যে সে রেজিস্টার্ড তোলাবাজ। "আসানসোল পুরনিগমের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী শিউপ্রসাদ বর্মণের হয়ে আজ প্রচারে আসেন অর্জুনবাবু। আসানসোলের হটনরোড ও বাজার এলাকায় তিনি পায়ে হেঁটে প্রচার করেন। বর্ণাঢ্য সভা করে পদযাত্রা করেন তিনি। পরে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নে তিনি একের পর এক বাণ ছোড়েন শাসকদলের দিকে। সঙ্গে আসানসোলে ভোট লুঠ হওয়ার আশঙ্কা করেন।

অর্জুনবাবু বলেন, "কলকাতা কর্পোরেশনে আমরা দেখেছি লুঠ ছাড়া এদের ভোট নেই। এরা লুঠ করবে তার জন্য আমাদের তৈরি হতে হবে। যে ভাষায় ওরা প্রশ্ন করছে সেই ভাষায় আমরা উত্তর দিতে না পারি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনতে পারবো না"। তিনি বলেন, "আসানসোলের মানুষ চাইছেন পুরবোর্ডে বিজেপিকে আনতে। বিগত নির্বাচনের নিরিখে ভোটের রেজাল্টও তাই বলছে। গুণ্ডামি রুখতে পারলেই বোর্ড হবে ভারতীয় জনতা পার্টির।"

ভেদাভেদ করে না বিজেপি

স্বজনপ্রীতি ও তোষণের কোনও স্থান নেই : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টি কোনও ভেদাভেদ করে না। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াস-এই মন্ত্র পাথেয় করে এগিয়ে চলছে বিজেপি। বিজেপির সরকারে স্বজনপ্রীতি ও তোষণের কোনও স্থান নেই। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উত্তর প্রদেশের বিজনৌর, মোরাদাবাদ ও আমরোহার ভোটদাতাদের সঙ্গে বার্তালাপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন সশরীরে বিজনৌর যাওয়ার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর, কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে সেখানে যেতে পারেননি। ভোটদাতাদের সঙ্গে কথা বলার সময় শুরুতেই ক্ষমা চেয়েছেন মোদী। বলেছেন, 'প্রথমেই আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। নির্বাচন কমিশনের কিছু শিথিলতার পর, সশরীরে বিজনৌর থেকে প্রচারাভিযান শুরু করব ভেবেছিলাম, কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে যেতে পারলাম না।'

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'রাজ্যের প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজের পরিবার মনে করে বিজেপি। আমাদের মন্ত্র হল-সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াস। তাই বিজেপির সরকারে স্বজনপ্রীতি ও তোষণের কোনও স্থান নেই।' বিজেপি কোনও ভেদাভেদ করে না, এই দাবি করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'প্রতিটি দরিদ্র মানুষ যখন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে নিজস্ব ঘর পান, তখন তাঁর জাত, ধর্ম অথবা তাঁর এলাকা দেখা হয় না। উজ্জ্বলা স্কিম থেকে যখন গ্যাস কানেকশন পান, তখন মা-বোনদের কাছ থেকে জাত জানতে চাওয়া হয় না।' যোগী আদিত্যনাথ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করে মোদী বলেছেন, 'উন্নয়ন যাতে নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় সীমাবদ্ধ না থাকে বিগত ৫ বছর ধরে সেই প্রচেষ্টা করেছে যোগীজির সরকার। এই ভাবনার সঙ্গে আমাদের সরকার মোরাদাবাদ, বিজনৌর ও আমরোহার মতো শহরেও যোগাযোগ বাড়িয়েছে। আমাদের সরকার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখানকার ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, কৃষকদের সমস্ত ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'ছোট উদ্যোক্তাদের সাহায্য করার জন্য দিনরাত প্ররিশ্রম করছে যোগীজির সরকার। যাতে বিজনৌর, মোরাদাবাদ এবং আমরোহার যুবকদের সামনে সুযোগের অভাব না হয়। এটাই আমাদের অগ্রাধিকার। কেন্দ্রীয় সরকার এবং উত্তর প্রদেশের বিজেপি সরকার আমাদের কৃষক ভাইদের সম্মান ও তাঁদের অধিকার ফিরে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নয়না দেবীর মন্দিরে প্রার্থনা ঃ চরণজিৎ সিং চান্নির

বিলাসপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সোমবার মাচল প্রদেশের শ্রী নয়না দেবী মন্দিরে প্রার্থনা সারলেন পঞ্জাবে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি। এদিন তিনি বলেন, 'মাতৃদেবীর আশীর্বাদে আমাকে মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আমি এখানে মাতার দর্শনে এসেছিলাম। আমি নয়না দেবীর আশীর্বাদ পেয়েছি এবং জয়ের জন্য প্রার্থনা করেছি।'পঞ্জাবে কংগ্রেস সরকার গঠনের পর শ্রী আনন্দপুর সাহেব এবং শ্রী নয়না দেবী মন্দির উভয়ই রোপওয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত হবে বলে চান্নি তাঁর প্রার্থনা করার পরে বলেন। পঞ্জাবের কংগ্রেস প্রধান নভজ্যোত সিং সিধু এবং তার আধিপত্যের লড়াই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে চান্নি বলেন, 'আমি এখন রাজনীতি নিয়ে কথা বলব না কারণ আমরা মাতার দরবারে আছি।'প্রসঙ্গত, আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি পঞ্জাবে ভোট হবে। ভোট গণনা হবে ১০ মার্চ।

হুমকি শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত-র

মুম্বই, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : 'রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য মিথ্যা' বললে তারা ক্ষতি হবে। শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত সোমবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অভিযানকে স্বাগত জানিয়ে তদন্ত সংস্থার কর্তাদের সতর্ক করেছেন। প্রসঙ্গত, গত ৩ ফেব্রুয়ারি ইডি ১০৩৪ কোটি টাকার জমি কেলেঙ্কারির মামলায় রাউতের কন্যা পূর্বশী এবং বিধিতার একটি ফার্মের অংশীদার সুজিত পাটকরের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। এদিন তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, 'তাদের (ইডি) অভিযান চালাতে দিন। আমি তাদের স্বাগত জানাব। শুধু মিথ্যা বলবেন না, অন্যথায় সেই পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যদি কোনো এজেন্সি রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য মিথ্যা বলে, তাহলে তাকে মূল্য দিতে হবে।

দ্রুত দুর্বল হচ্ছে তৃতীয় ঢেউ, আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শিথিল হবে কোভিড-বিধি

গুয়াহাটি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : গত সপ্তাহ-খানেক থেকে অসমে কোভিড-১৯-এর তৃতীয় ঢেউ দুর্বল হয়ে পড়েছে, সক্রমণের সংখ্যাও দ্রুত কমছে। তাই পরিস্থিতি বিবেচনায় আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে নাইট কারফিউ থেকে শুরু করে কোভিড সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি-নিষেধ শিথিল হবে। খুলে যাবে এলপি, এমই, হাইস্কুল, কলেজ, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এছাড়া এ বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের চূড়ান্ত পরীক্ষা যথাসময়েই অনুষ্ঠিত হবে।দিল্লি যাত্রার আগে আজ সোমবার সকালে জনতা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণার পাশাপাশি আরও কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, আগামী এপ্রিলের মধ্যে বেশ কয়েকটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যে। এর মধ্যে মাজুলি আসনে উপনির্বাচন, পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচন উল্লেখযোগ্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এবং কোভিড পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় রাতের কারফিউ সহ সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে খুলে যাবে এলপি, এমই, হাইস্কুল, কলেজ। এছাড়া এ বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের চূড়ান্ত পরীক্ষা যথাসময়েই অনুষ্ঠিত হবে। তাই সংশ্লিষ্ট সব ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাকে যথাশীঘ্র ভ্যাকসিন নিতে আহ্বান জানান তিনি। যে সব ছাত্র বা ছাত্রী ভ্যাকসিন নেবে না, তাদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না।

তিনি আরও জানান, সিনেমা হল, জিম, সুইমিং পুল, সব ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান তথা সামাজিক পর্ব ইত্যাদি পুর্ণোদ্যেমে চলবে। তবে মুখে মাস্ক পরা এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার করা পূর্ববৎ বাধ্যতামূলক থাকবে। এছাড়া কোনও মিটিং বা সমাবেশে অংশগ্রহণকারী এবং সিনেমা হলে প্রবেশকারীদের অবশ্যই টিকার ডাবল ডোজ-প্রাপ্ত হতে হবে।রঙালি তথা বহাগ বিহু উদযাপন প্রসঙ্গেও বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, অতিমারির কবলে পড়ে রাজ্যের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র ব্যাহত হওয়ায় এবার বিহু উদযাপনে কোনও বিধিনিষেধ থাকবে না। তবে বিহু উদযাপনের জন্য কোনও ধরনের "চাঁদা" বা দান গ্রহণ থেকে দূরে থাকতে সংশ্লিষ্ট আয়োজকদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, বিহু আয়োজক কমিটিগুলিকে সরকারের পক্ষ থেকে ১.৫ লক্ষ টাকা করে প্রদান করা হবে। তবে কমিটিগুলির বয়স কমপক্ষে ১০ বছর বা তার বেশি হতে হবে। কোভিড-১৯-এর প্রভাবে বাধাগ্রস্ত সমস্ত উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে রঙালি বিহু উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

রাজ্যে অনুষ্ঠেয় নির্বাচন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্বাচন কমিশন আগামী ১০ ফেব্রুয়ারির আগে পুরসভা ও নগর সংস্থার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবে। গুয়াহাটি পুরনিগমের নির্বাচন এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হবে, জানান ড় শর্মা। যোগ করেন, কারবি স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনও এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হবে। তিনি আরও বলেন, নগর উন্নয়ন একটি উন্নত রাজ্যের চাবিকাঠি। প্রতিটি শহরের সমস্ত অফিস এক জায়গায় থাকবে। সে অনুযায়ী সরকারি বিভিন্ন অফিস এখন জেলাশাসকের কার্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। উন্নয়নের পরিকল্পনা তুলে ধরে তিনি আরও বলেন, যোরহাটে জেলাশাসকের কার্যালয় আমিনগাঁওয়ের মতো হবে। সব জেলায় স্টেডিয়াম ও অডিটোরিয়াম তৈরি করা হবে। এছাড়া ছোট শহরগুলি পাবে ৫০০ আসন-বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম। এছাড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে কারাগারগুলিকে অন্যত্র স্থানান্তরের ঘোষণাও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে কর্মক্ষম করে তুলতে ইঞ্জিনিয়ার সহ বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকদের রাজ্য ক্যাডারের অধীনে আনা হবে, জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁদের পারিশ্রমিক সরকার প্রদান করবে এবং সময় সময় তাঁদের বদলিও করা হবে।সরকার-গৃহীত আরও পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোনও প্রতীক না দেওয়ার ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। অবশ্য এর আগে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। স্বচ্ছ ভাবমূর্তি সম্পন্ন ও কর্মঠ প্রার্থীদের পুর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এ প্রসঙ্গে তিনি বিজেপি, কংগ্রেস, অগপ সহ সমস্ত রাজনৈতিক দলকে পুর নির্বাচনের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের টিকিট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।ড় শর্মা বলেন, পিএম আরবান স্কিম অসমকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে। সরকার-নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম দামে সবাই জমি কিনতে পারবেন। এতে সরকার ক্ষুণ্ণ হবে না বলে তিনি বলেন, সরকার সরকারি মূল্যে রাজস্ব নিতে পারবে। সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত জমির জন্য সাধারণ মানুষ যাতে সঠিক মূল্য পেতে পারেন তার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, অসম রাজ্য পরিবহণ এবং বিদ্যুৎ বিভাগ লাভের মুখ দেখছে। তিনি বলেন, স্মার্ট সিটির ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাও খুব শিগগির উন্নত হবে।

রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে শিল্পের প্রসারের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী।। রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে শিল্পের প্রসার এবং বিকাশের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে সরকার। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরকে এই ক্ষেত্রে সরকারের পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে আরও গতিশীল এবং উদ্যোগী হয়ে কাজ করতে হবে। আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প সমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে রাবার সেক্টরের উন্নয়নে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, রাজ্য সরকার রাবার সেক্টরের বিকাশে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি গুণগতমান সম্পন্ন রাবার উৎপাদনের জন্য আরও অধিক সংখ্যায় রাবার ট্যাপারদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। রাজ্যে রাবার শিল্প ক্ষেত্রের প্রসারে রাবার উড প্রসেসিং ইউনিট, অধিক সংখ্যায় মোক হাউস তৈরি এবং রেইনগার্ড লাগানোর উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি রাজ্যে রাবার বাণিজ্যের সম্পসারণের মাধ্যমে আরও বেশি করে রোজগার সৃষ্টির উপরও গুরুত্ব আরোপ করে রাজ্যে রাবার মিশন তৈরি করার কথাও ব্যক্ত করেন।

সভায় রাজ্যে কলমি'দের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম প'ায়েত এলাকায় ন্যূনতম ২ জন করে দক্ষ কলমি' গড়ে তুলতে হবে। এরফলে রাজ্যে রূপায়িত জলজীবন মিশনের জন্য দক্ষ কলমি'র প্রয়োজনীয়তা মেটানোর পাশাপাশি বিরাট সংখ্যায় রোজগার সৃষ্টি হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। সভায় রাজ্যে বাঁশ শিল্পের বিকাশের উপর আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই শিল্পের প্রসার অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে তিনি রাজ্যের বাঁশের তৈরি বোতলের গুণগতমান বজায় রেখে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে দপ্তরের আধিকারিকদের আরও বেশি উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি টিআরপিসি দ্বারা তৈরিক'ত বাঁশের বোতলের প্রশংসা করে এর অনুকরণের উপরও বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রূপায়ণের পাশাপাশি নিয়মিত তদারকি করার জন্য দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

পর্যালোচনা সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব, মুখ্যসচিব কুমার অলক, পরিকল্পনা দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় সহ বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্র আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রয়োজনীয় মতামত ব্যক্ত করেন। সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা টি কে চাকমা ২০২১-২২ অর্থবছরে দপ্তরের সাফল্যের চিত্র সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে উত্থাপিত করেন। তিনি রাজ্যে রূপায়িত পিএমইজিপি এবং স্বাবলম্বন প্রকল্পে দপ্তরের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন। তিনি রাজ্যে রূপায়িত ন্যাশনাল ব্যাম্ব মিশন সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন, রাজ্যে ৫১টি বেসরকারি বাঁশ নির্ভর শিল্প ইউনিট গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আগরবাতি আত্মনির্ভর মিশনে ব্যাম্ব স্ট্রিপ তৈরি করার জন্যও প্রয়োজনীয় ৫০০টি টুলকিট সুবিধাভোগীদের দেওয়া হয়েছে।

দপ্তরের অধিকর্তা আরও বলেন, স্ফুর্তি প্রকল্পের অধীনে অমরপুরে আগরবাতি উৎপাদন এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ক্লাস্টার ভিত্তিতে বাঁশের বোতল তৈরি করার জন্য ২টি প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সভায় গত তিন বছরে রাজ্যে রাবার প্রসেসিং ইউনিট, মোক হাউস তৈরির পরিসংখ্যান তুলে ধরেন দপ্তরের অধিকর্তা। এছাড়াও তিনি সভায় কমলপুর এবং ধর্মনগরের বর্ডার হাট স্থাপন, সাবমে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট, লজিস্টিক হাব, স্পেশাল ইকোনমিক জোন ইত্যাদি বিষয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন। রাজ্যে সম্পতি অনুষ্ঠিত ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা ইনভেস্টমেন্ট সামিট প্রসঙ্গে উল্লেখ করে দপ্তরের অধিকর্তা জানান, এই সামিটে ১০০ জনের অধিক বিনিয়োগকারী অংশ নেন। ইজ অব ডুয়িং বিজেনসের জন্য রাজ্যের সিঙ্গেল উইণ্ডো পোর্টাল সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেন। এছাড়াও সভায় অধিকর্তা জানান, স্কিলড ম্যানপাওয়ারদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য কর্মক্ষেত্র নামে একটি অনলাইন পোর্টাল চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি ইন্দ্রনগরে মডেল আইটিআই উদ্বোধনের বিষয়টিও তুলে ধরেন। সভায় ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের উদ্যোগে রাজ্যে মৌমাছি প্রতিপালন, সিএনজি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়গুলির আলোকপাত করা হয়। এদিনের সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীন স্কিল ডেভেলপমেন্ট অধিকারের রাজ্যে রূপায়িত বিভিন্ন প্রকল্প কর্মসূচি নিয়েও পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নবম-দ্বাদশ শ্রেণি ফিরল ক্লাসে, কোভিড-বিধি মেনে দিল্লিতে খুলে গেল বিদ্যালয়

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): করোনা মহামারীর প্রভাব কিছুটা স্তিমিত হতেই দিল্লিতে ফের খুলে দেওয়া হয়েছে স্কুল। পূর্ব ঘোষণা মতোই, সোমবার থেকে কোভিড-বিধি মেনে নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল খুলে দেওয়ায় ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকরা মোটের উপর খুশি। শিক্ষাঙ্গনে ফেরার আনন্দ বেশ ভালোই পরিলক্ষিত হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে।

এদিন স্কুলে ঢোকার আগে থার্মাল গান দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা মাপা হয় ছাত্র-ছাত্রীদের, দেওয়া হয় স্যানিটাইজার। মাস্ক তো বাধ্যতামূলক। দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের সর্বোদয় কন্যা বিদ্যালয় হোক অথবা পটপরগঞ্জের মায়ো আন্তর্জাতিক স্কুল-সর্বত্রই কোভিড-বিধি মেনে খুলেছে স্কুল। স্কুল খোলার পর দিল্লির একটি স্কুলে গিয়ে এদিন ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছেন দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া। মনীশ জানিয়েছেন, স্কুলের পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ও বাবা-মায়ের অনুমতির উপর নির্ভর করে ৬০-৭০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুলে ডাকা যেতে পারে, একই সময়ে অনলাইন ক্লাস চলবে। দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া জানিয়েছেন, আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে চালু হবে নার্সারি থেকে অষ্টম শ্রেণীর ক্লাস।...সরকারি স্কুলের ৯৫ শতাংশের বেশি ছাত্র-ছাত্রী এবং বেসরকারি স্কুলের প্রায় ৫০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী কোভিড-টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছেন। কিন্তু, এমন কোনও মানদণ্ড নেই যে শুধুমাত্র টিকাপ্রাপ্ত পড়ুয়াদের স্কুলে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে।

পশ্চিম খিলপাড়ায় সেচের সমস্যা দেখলেন কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৭ ফেব্রুয়ারী।। ভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে সোমবার উদয়পুর পশ্চিম খিলপাড়ায় চাষাযোগ্য জমিতে প্রয়োজনীয় সেচের জলের সমস্যা মেটানোর লক্ষ্যে সরজমিনে কৃষি জমি পরিদর্শন করেন করেন কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। মন্ত্রী সরজমিনে কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহনের আশ্বাস প্রদান করেন। সংশিষ্ট দপ্তর থেকেও আশ্বস্ত করা হয়। মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় পশ্চিম খিলপাড়ার রেল স্টেশনের পাশে যে এলাকাটিতে এখনো রাস্তা হয়নি সেখানে রাস্তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহনের জন্য মাতাবাড়ি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট আহবান রাখেন। মন্ত্রীর সাথে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উদ্যান দপ্তরের উপ অধিকর্তা দীপঙ্কর দেব, মাতাবাড়ি কৃষি মহকুমা তত্ত্বাবধায়ক অজয় দেববর্মা সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগন। মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়ের সরজমিনে কৃষিজ জমি পরিদর্শনের জন্য কৃষক কুল যারপরনাই খুশি।

টিকাদানের গতি ভীষণ মন্থর, ভারতে ১৬৯.৬৩-কোটি টিকাকরণ সম্পূণ

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রতি রবিবারের মতো এই রবিবারও অনেক কম টিকাকরণ হয়েছে ভারতে, বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকাকরণ কম হলেও পৌঁছে গিয়েছে নতুন মাইলফলকে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন মাত্র ১৪ লক্ষ ৭০ হাজার ০৫৩ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৬৯.৬৩-কোটি টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৬৯,৬৩,৮০,৭৫৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ৭৪.১৫-কোটির উর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৬ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১১,৫৬,৩৬৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৭৪,১৫,৬১,৫৮৭-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১১,৫৬,৩৬৩ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৩ হাজার ৮৭৬ জন।

আরও ২,৫০০ বস্তা ইউরিয়া সার বাজেয়াপ্ত

বড়খলা (অসম), ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : তিন দিনের মাথায় আরও ২,৫০০ বস্তা ইউরিয়া সার বাজেয়াপ্ত করেছে কাছাড় জেলার বড়খলা থানার পুলিশ। গোপনসূত্রের খবরের ভিত্তিতে রবিবার গভীর রাতে বড়খলা থানার ওসি মনমোহন রাউত, এসআই নুরুল ইসলাম এবং এএসআই জাকির হুসেন দলবল নিয়ে অভিযানে নেমে বড়খলা থানার অন্তর্গত বান্দরখাল বন অফিসের সামনে থেকে ২,৫০০ বস্তা ইউরিয়া সার বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হন।

মহিলা যাত্রী

● প্রথম পাতার পর

রেলস্টেশনে পাথরের আঘাতে জখম হন। মা ও মেয়ে মুখে এবং মাথায় প্রচন্ড আঘাত প্রাপ্ত হন । অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা গর্জি রেল স্টেশন থেকে উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসার পর মা ও মেয়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য উভয়কেই আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করে।

এই চিন্তাই ও দুই মহিলা ঘোরতর আহত হওয়ার ঘটনার খবর পেয়ে উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে ছুটেআসেন গোমতী জেলা পুলিশ সুপার শাশ্বত কুমার, মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ এবং আর কে পুর থানার পুলিশ অফিসার গন। জানা যায়, গর্জি স্টেশনে মা ও মেয়েকে একা পেয়ে দুষ্কৃতিকারী প্রথমে জয়া ঘোষ এর গলার স্বর্ণের চেইন, মোবাইল ফোন এবং টাকার ব্যাগ জোরপূর্বক ছিনতাই করে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে ধাক্কা দিয়ে মা ও মেয়েকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। এই ছিনতাইয়ের ঘটনার খবর মূহুর্তের মধ্যে সামাজিক মাধ্যম ও সাংবাদিকদের কাছ থেকে চাউর হতেই রেলযাত্রী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে। রেলযাত্রীদের কাছ থেকে দাবি জানানো হয়েছে যাত্রী নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যাপারে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।আতঙ্ক বিরাজ করছে।

প্রয়াত হিন্দুস্থান সমাচার-এর পুরোধা তথা গুয়াহাটি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ব্যুরোচিফ রমাশংকর রায়

গুয়াহাটি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : চলে গেলেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক, অসম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জাতীয় স্তরের বহুভাষিক সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর পুরোধা তথা গুয়াহাটি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ব্যুরোচিফ রমাশংকর রায়। আজ সোমবার সন্ধ্যা প্রায় সোয়া ছয়টা নাগাদ উত্তরপ্রদেশের মউ জেলার অন্তর্গত হথিনি এলাকার চোরপা গ্রামে তিনি তাঁর পৈত্রিক বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। প্রয়াত রমাশংকর রায় রেখে গেছেন দুই পুত্র, দুই পুত্রবধূ, তিন নাতি, তিন নাতিনি সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তাঁর পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন রমাশংকর রায়।

প্রসঙ্গত, প্রয়াতের ছোট ছেলে অরবিন্দকুমার রায় হিন্দুস্থান সমাচার-এর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যুরোচিফ। প্রাণের টানে গত ১৬ জানুয়ারি গুয়াহাটিতে ছেলের বাড়ি এসেছিলেন রমাশংকর। পরেরদিন উলুবাড়িতে তাঁর হাতে স্থাপিত হিন্দুস্থান সমাচার-এর দফতরে এসে বহুক্ষণ বসে সংস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে সাংবাদিকতার পাঠ শিখিয়ে গিয়েছেন কর্মরত সাংবাদিকদের। প্রায় সপ্তাহখানেক গুয়াহাটিতে অবস্থান করে তিনি তাঁর নিজের বাড়ি চলে যান।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বরিষ্ঠ স্বয়ংসেবক ছিলেন রমাশংকর রাই (এমএ-বিটি)। ১৯৬১ সালে অসমে এসে কিছুদিন সংঘের কার্যকর্তার দায়িত্ব পালন করে পরবর্তীতে যোরহাটে রাষ্ট্রভাষা হিন্দি হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষকের চাকরিতে যোগ দেন। এরই মধ্যে সংঘের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে জরুরি অবস্থার সময় গ্রেফতার হন তিনি। কারাগার থেকে বের হওয়ার পর ১৯৭৯ সালে গুয়াহাটিতে একক শক্তিতে চালু করেন হিন্দুস্থান সমাচার-এর বিস্তার। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে হিন্দুস্থান সমাচার-এর আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। ২০১৩ সালে হিন্দুস্থান সমাচার থেকে অবসর নেন তিনি। কিন্তু সাংবাদিকতায় তাঁর উদ্যম মোটেও কমেনি। অবসরগ্রহণের পরও নিয়মিত তিনি হিন্দুস্থান সমাচার-এর দফতরে এসে তদারকি করতেন।

অসমে ২০১৬ সালে সর্বানন্দ সনোয়াল নেতৃত্বাধীন বিজেপি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে পরের সাল, ২০১৭-এ সর্বপ্রথম সাংবাদিক পেনশন চালু হয় রাজ্যে। রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রথমবারে মতো প্রদত্ত কুড়িজন সাংবাদিক পেনশন প্রাপকদের মধ্যে জাতীয় বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর গুয়াহাটি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা তথা ব্যুরো চিফ সাংবাদিক রমাশংকর রায়ও ছিলেন।

তৃপ্তি

● আটের পাতার পর

সরকারি সহায়তা মিললে বা সরকারিভাবে দু''বেলা দু''মুঠো খাবার এর স্থায়ী সমাধান হলে হয়তো পরিবারটি বেঁচে যাবে। কারণ অভাব-অনটনের মধ্যেও যার দু চোখ নেই সে পড়াশোনাতে এত সাফল্য লাভ করেছে তা দৃষ্টান্ত কল্যাণপুর এর মধ্যে।

আয়না

● আটের পাতার পর

কন্যা সন্তানের মা-বাবা, পরিবার পরিজন, স্বজন এবং এলাকাবাসী যে কান্ডটা করলেন তা রাজ্যের গন্ডি ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে বহির্রাজ্যেও। এই কন্যা সন্তানের বাবা মলয়নগরের বাসিন্দা মানিক দেবনাথ।

তার বই ও স্টেশনারি দোকান। কলেজে ২য় বর্ষের পর অর্থাভাবে আর পড়াশোনা করতে পারেননি মানিক। সাত বছর আগে বিয়ে করেন মাম্পি দেবনাথকে। কিন্তু দুজনেই তখন সন্তান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মাম্পিকে পড়াশোনা চালিয়ে যাবার উৎসাহ দেন মানিক। বাংলাতে এম এ পাশ করে বি এড় পাশ করেন মাম্পি। এ বছর জানুয়ারি মাসে তাদের এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। কন্যা সন্তানকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অত্যাধুনিক গাড়ি ভাড়া করেন মানিক। প্রায় কুড়িটি বাইক নিয়ে র‍্যালি করে শহর পরিক্রমা করে আনন্দনগরে নিয়ে যায় সদ্য জন্মানো কন্যা আরশিকে। বাড়িতে তখন উৎসবের মেজাজ। বাড়ির সামনে সার বেঁধে প্রতিবেশীরা দাঁড়িয়ে।রঙিন বেলুন দিয়ে সাজানো গাড়ি থেকে ঠাকুমার কোলে চড়ে মায়ের সঙ্গে নামে আরশি। উলুখুনি ও ব্যান্ডের বাজনায় স্বাগত জানানো হল তাকে সাদা কাপড় বিছানো পথে। হলুদ গাঁদার পাপড়ি ছড়ানো চারদিকে। গাঁদা ফুলের পাপড়ি বিছানো পাত্রে পা রেখে, আলতায় পা ডুবিয়ে আরশির প্রথম পা রাখা।

সাদা কাপড়ে পড়ল পায়ের ছাপ। ব্যান্ডের তালে তালে তখন নাচছেন আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শি। আরশিকে ঘিরে সে কী উন্মাদনা। সেই স্কুলজীবন থেকে মানিক দেবনাথের স্বপ্ন কন্যা সন্তানের। একই স্বপ্ন বিয়ের পর দেখছেন মাম্পি দেবনাথও। গর্ভাবস্থায় মাম্পি দেবনাথ পরিষেবা পেয়েছেন আনন্দনগর প্রাথমিক হাসপাতালে। জিবিপি হাসপাতালেও পেয়েছেন পরিষেবা। আরশিকে ঘিরে উন্মাদনায় আনন্দিত বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জে এল বৈদ্যও। সদ্য ভূমিষ্ঠকে সন্তান না ভেবে যারা পুত্র কনায় ভাগ করেন, ছেলে হয়নি বলে যারা মনে মনে, কখনও প্রকাশ্যে ক্ষেদ প্রকাশ করেন এই ঘটনা তাদের মনেও রেখাপাত করবে। আমরা জানি প্রতিটি পরিবারে অবয়বে মানিক ও মাম্পি থাকা অসম্ভব নয়। আরশিতো মাম্পি ও মানিকের মনের আয়না। তাদের মন মানসিকতা, উন্নত চেতনা ছড়িয়ে পড়ুক প্রতিটি ঘরে। সর্বত্র, দেশ থেকে দেশান্তরে।

(স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে প্রচারিত বিশেষ নিবন্ধ।)

তেলিয়ামুড়া

● প্রথম পাতার পর

করা হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। কিভাবে ওই মহিলার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল সে ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি।পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে। এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মানিক সাহা

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে সকলের। তাই দুই বিধায়ক ইস্তফা দেওয়ায় ত্রিপুরা-বিজেপি মোটেও শঙ্কিত নয়। এখন তাঁরা দুজনেই নিজের ভালোমন্দ বুঝে নেবেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরার সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনায় আজ দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে বৈঠকের ডাক দিয়েছি। ওই বৈঠকে যাবতীয় আলোচনা হবে।

এদিন তিনি দাবি করেন, ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা ভাঙনের মোটে পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তাছাড়া দলের অন্য বিধায়করা ইস্তফা দেবেন বলেও মনে হচ্ছে না। তবুও, সব কিছুর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়েছে। আপাতত রাজ্য বিজেপিকে কোনও ধরনের দুশ্চিন্তা করার প্রয়োজন বোধ করছি না, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন দলের প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহা।

জওয়ান

● প্রথম পাতার পর

সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিশেষ দল।

এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে উদ্বিগ্ন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু টুইট করে তুষারধসে সন্ধানহীন সেনারা যাতে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার হন, তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর আশা, সমস্ত সেনা জওয়ানদের নিরাপদে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে সক্ষম হবে সেনাবাহিনীর বিশেষ উদ্ধারকারী দল। টুইটে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী সবসময় আমাদের নানা বিপদ-আপদে পাশে থাকে। নিখোঁজ জওয়ানরা যাতে সুস্থ দেহে ফিরে আসেন সেজন্য সকলকে ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা করতে আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং, পশ্চিম কামেং জেলা প্রায় গোটা রাজ্যে গত কয়েকদিন ধরে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করছে, পাশাপাশি ভারী তুষারপাতও হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা

● প্রথম পাতার পর

যাতে তাদের সামগ্রী রেশনশপ থেকে সংগ্রহ করতে পারে তারজন্য রেশনকার্ডের সঙ্গে আধার সংযুক্তিকরণ ১০০ শতাংশ করা হয়েছে। খাদ্য দপ্তরের সচিব জানান, রাজ্যে বর্তমানে গোডাউন থেকে রেশনশপ পর্যন্ত পরিবহণ, স্টক ইত্যাদি সবকিছুই অনলাইনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। রাজ্যে বর্তমানে ১৩৩টি খাদ্য গুদাম রয়েছে। যাতে মোট ৭২ হাজার ৬০০ মেট্রিকটন খাদ্যশস্য মজুত করার ক্ষমতা রয়েছে। তাছাড়া ৭টি এফসিআই'র বেইস ডিপো রয়েছে, যেখানে ৪৭ হাজার ২২৮ মেট্রিকটন খাদ্য শস্য মজুত করার ক্ষমতা রয়েছে। এছাড়াও এফসিআই ডিপো থেকে রাজ্যের বিভিন্ন গোডাউন পর্যন্ত সামগ্রী পৌঁছানোর জন্য ৬৯টি তালিকাভুক্ত ট্রান্সপোর্ট কন্ট্রাক্টর, গোডাউন থেকে রেশনশপে সামগ্রী সরবরাহের জন্য ১৬০টি ডোরস্টেপ ডেলিভারি কন্ট্রাক্টর এবং পিডিএস সামগ্রী সরবরাহের জন্য দপ্তরের ১২টি গাড়ি রয়েছে। খাদ্য দপ্তরের সচিব আরও জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৩টি তালিকাভুক্ত ময়দা মিল ও ৮৫টি গম ভাঙ্গার মিল রয়েছে। এছাড়াও রাজ্যে ৬৫টি পিওএল আউটলেট, ৬০টি এলপিজি এজেন্সি এবং ২৮টি কেরোসিন তেলের এজেন্সি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় রেশনশপের মাধ্যমে ভোক্তাদের ডাল দেওয়া হচ্ছে।

এই ডাল বহির্রাজ্য থেকেই সংগ্রহ করে আনতে হচ্ছে। তাতে দেখা গেছে ডালের মিলিং চার্জ সহ ডাল লোডিং-আনলোডিং-এর ক্ষেত্রে অনেক টাকা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। তাই রাজ্যেই ডাল মিল স্থাপনের উপর দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্যে কেউ ডালের মিল স্থাপনের ইচ্ছুক হলে তাকে শিল্প দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করার উদ্যোগ নিতে হবে খাদ্য দপ্তরকে। রাজ্যে ডালের মিল স্থাপন হলে অর্থ ও সময় দুইয়েরই সাশ্রয় হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রয়েছে কিনা তা দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়মিত তদারকি করতে হবে।

দপ্তরের সচিব শ্রীচৌধুরী সভায় জানান, ২০২০ সালের জানুয়ারী মাস থেকেই রাজ্যে 'ওয়ান ন্যাশন ওয়ান কার্ড' কর্মসূচি পুরোপুরিভাবে কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে মাসিক গড়ে ১১০০-১২০০টি বহির্রাজ্যের পরিবার এবং রাজ্যের মাসিক গড়ে ২৪ হাজার থেকে ২৫ হাজার রেশন কার্ড হোল্ডার এই সুবিধা ভোগ করছেন। তিনি জানান, রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজ্যে নতুন ৪০৮টি রেশনশপ খোলার উদ্যোগ নিয়েছে দপ্তর। ইতিমধ্যে ১৫৯টি নতুন রেশনশপ রাজ্যে তৈরি হয়েছে। তিনি আরও জানান, বোধজংনগরে বাৎসরিক ১.২ লক্ষ মেট্রিকটন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে যা শীঘ্রই চালু করা হবে।

সভায় দপ্তরের সচিব আরও জানান, ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষ থেকে ২০২১-২২ অর্থবর্ষ পর্যন্ত মোট ৯৬ হাজার ২৩৬ মেট্রিকটন ধান ন্যূনতম সহায়কমূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে কেনা হয়েছে। তাতে মোট ১৭৭ কোটি ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এরফলে উপকৃত হয়েছেন ৫৩ হাজার ৩০০ জন কৃষক। তিনি জানান, করোনা অতিমারির সময়ে চিফ মিনিস্টার কোভিড- ১৯ স্পেশাল রিলিফ প্রকল্পে মোট ৬ লক্ষ ১৯ হাজার পরিবারে ১,০০০ টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও এই প্রকল্পে ৭ লক্ষ ১৩ হাজার পরিবারে বিনামূল্যে খাদ্য প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে। তাতে মোট ৭১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। খাদ্য সচিব সভায় আরও জানান, রাজ্যের গ্রাহকদের সর্বোত্তম সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্যে 'দ্য কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ২০১৯ কার্যকর করা হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে ৫টি ভোক্তা আদালত চালু রয়েছে। এছাড়াও আগরতলায় রয়েছে ১টি স্টেট কমিশন এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা, ধলাই জেলা এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় রয়েছে ৪টি ডিস্ট্রিক্ট কমিশন।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ভোক্তাদের গুণগতমানের পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে খাদ্য দপ্তর বিভিন্ন বিষয়ে সফলতা অর্জন করেছে। সেই সাফল্যগুলিকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার জন্য দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে হবে। পর্যালোচনা সভায় খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব, মুখ্যসচিব কুমার অলক, খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা তপন দাস সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঝটকা

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তবে এ ব্যাপারে বিশেষ সময় নেওয়া হবে না। প্রয়োজন হলে দলের বক্তব্য জানবে বিধানসভা। এর পরই তাঁদের পদত্যাগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, বলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় ১৯৯৮ সাল থেকে বিধায়ক পদে নির্বাচিত হয়ে আসছেন সুদীপ রায়বর্মণ। ২০১৬ পর্যন্ত তিনি টানা কংগ্রেসি বিধায়ক হিসেবেই পরিচিতি বহন করেছেন। কিন্তু দলীয় নীতি ও আদর্শের সাথে মতানৈক্য দেখা দেওয়ায় ২০১৬ সালে তিনি আরও পাঁচজন বিধায়ককে সাথে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। তার পর ২০১৭ সালে বিজেপিতে যোগ দিয়ে ত্রিপুরায় পরিবর্তনের অন্যতম কাণ্ডারি হন।

ত্রিপুরায় নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর সুদীপ রায়বর্মণ মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছিলেন। স্বাস্থ্য সহ কয়েকটি দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকে তাঁর বিরুদ্ধে দলবিরোধী কাজের অভিযোগ ওঠে। ফলে, মন্ত্রিত্ব খোয়াতে হয় তাঁকে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ২০১৯ সালের জুন মাসে সুদীপ রায়বর্মণকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেন। তার পর থেকেই বিজেপির সাথে দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং গত দু-বছর ধরে তিনি ত্রিপুরায় বিদ্রোহী বিধায়ক হিসেবে পরিচিতি পান। তাঁর ওই দীর্ঘ যাত্রায় সর্বক্ষণের জন্য পাশে রয়েছেন আশিসকুমার সাহা। আজও দুজনে একত্রেই বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।

সুশান্তের

● প্রথম পাতার পর

যেতে পারবেন না। সরকার ফেলে দেওয়ার প্রচেষ্টা বাস্তবে রূপ নেবে না, জোর গলায় বলেন তিনি।

এদিন নবেন্দু বলেন, সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশীষ কুমার সাহার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দলবিরোধী কাজের অভিযোগ ইতিমধ্যেই এসেছে। তবুও, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁদের সংশোধনের সুযোগ দিয়েছে। অবশেষে তাঁরা দল এবং বিধায়ক পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে মানুষের স্বার্থে, ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয়। মানুষের কাছেই সরকার দায়বদ্ধ। পার্টিও তাই মনে করে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরার মানুষ বুঝেন না ভাবলে ভুল হবে। তাঁদের দলবদল সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন। তাঁর দাবি, এরাজ্যে ছায়াজোট ইতিপূর্বেও হয়েছে। বিরোধী দলনেতার বক্তব্যে তা আরও বেশি স্পষ্ট হয়েছে। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, ত্রিপুরায় সাংবিধানিক এবং সাংগঠনিক অচলাবস্থা তৈরীর কোন চেষ্টা সফল হবে না।

প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

করছেন? এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই আমার মনে হয় আপনারা ক্ষমতায় না আসার জন্য মন তৈরি করেছেন।

'এখন যেহেতু আপনি (কংগ্রেস) আগামী ১০০ বছর ক্ষমতায় না আসার জন্য আপনার মন তৈরি করেছেন, তাই আমি এর জন্য প্রস্তুতও করেছি (''ম্যায় ভি তিয়ারি কার লি হ্যায়"),' তিনি আরও যোগ করেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলি ২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসতে পারেনি। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে আপনারা অনেকেই এখনও ২০১৪ সালে আটকে আছেন এবং এটি থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না। দেশের জনগণ আপনাকে চিনতে পেরেছে, কিছু লোক আপনাকে আগে চিনতে পেরেছে।

যাত্রী

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। তার মাথায় প্রচন্ড আঘাত লেগেছে। জানা গেছে রেল দিয়ে যাওয়ার সময় রেল থেকে ছিটকে নিচে পড়ে যায় জগদিশ নামের ওই যুবক। তাতেই গুরুতরভাবে আহত হয়। বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ক্রীড়া

কোহলীর কথা শুনেই মোতেরায় ডিআরএস নেন রোহিত

অধিনায়ক হিসেবে প্রথম এক দিনের ম্যাচেই সহজ জয় পেয়েছেন রোহিত শর্মা। তবে তাঁকে সেই কাজে অনেকটাই সাহায্য করেছেন সদ্য অদিনায়কত্ব হারানো বিরাট কোহলী। ম্যাচ চলাকালীন প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। এমনকি তাঁর পরামর্শেই চহালের ওভারে ডিআরএস নেন রোহিত।ম্যাচের ২১ তম ওভারে চহালের বল ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটার শামার ব্রুকসের ব্যাটের পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। রোহিতরা আবেদন করলেও আম্পায়ার আউট দেননি। ডিআরএস নেবেন কি না তা নিয়ে দোটানায় ছিলেন রোহিত। তখনই কোহলী এসে বলেন, ''বল প্রথমে ব্যাটে লেগেছে। তার পর পায়ে লেগেছে। আমার মনে হয় আউট।'' এ কথা শুনে রিভিউ নেন রোহিত। রিপ্লেতে দেখা যায় কোহলীর কথাই ঠিক। শুধু একটি ক্ষেত্রে নয়, মোতেরায় বার বার ধরা পড়েছে এই ছবি। এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে পরিকল্পনা করেছেন রোহিত-কোহলী। বিপক্ষ দলের উইকেট পড়লে দু'জনকে একসঙ্গে উল্লাসে মাততেও দেখা গিয়েছে। কিছু দিন আগেই কোহলী বলেছিলেন, অধিনায়কত্ব ছাড়লেও দলের নেতা তিনি। মাঠে সেই ভূমিকাতেই তাঁকে দেখা গেল। ম্যাচ শেষে দলের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন রোহিত। তিনি বলেন, ''আমাদের দল হিসেবে ক্রমাগত আরও ভাল হতে হবে। আমাদের লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত থামলে চলবে না। তার জন্য যদি আমাদের পরিকল্পনায় কিছু বদল করতে হয় সেটা করব। কিন্তু আমার মনে হয় না খুব বেশি বদলের কিছু প্রয়োজন রয়েছে। আমি শুধু সবাইকে বলব নিজেদের চ্যালেঞ্জ করতে। তবেই সবার সেরাটা বেরিয়ে আসবে।''

প্রথম এক দিনের ম্যাচে সব বিভাগেই দল ভাল করলেও এখনও কিছু উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন রোহিত। তিনি বলেন, ''আমি বিশ্বাস করি না সব কিছু নিখুঁত হবে। সবাই খুব ভাল খেলেছে। সব ক্ষেত্রে আমরা ভাল খেলেছি। কিন্তু আমাদের এত উইকেট হারানো উচিত হয়নি। ওদের নীচের দিকের ব্যাটারদের আরও তাড়াতাড়ি আউট করা উচিত ছিল। আশা করি আগামী দিনে আমরা আরও ভাল খেলব।''অধিনায়ক হিসাবে প্রথম এক দিনের ম্যাচেই ব্যাট হাতে ৬০ রান করেছেন রোহিত। ১০টি চার ও একটি ছক্কা মারেন। ঈশান কিশনের সঙ্গে তাঁর জুটি দলের জয়ের ভিত তৈরি করে। অবশেষে ছয় উইকেটে ম্যাচ জেতে ভারত। নাটকীয় জয়ে তিনে ক্যামেরুন ডার্বিতে জয় এসি মিলানের: অলিভিয়ের জিহুর জোড়া গোলে ইন্টার মিলানকে ২-১ হারাল এসি মিলান। অবিশ্বাস্য! ০-৩ পিছিয়ে পড়েও ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে বুরকিনা ফাসোকে টাইব্রেকারে হারিয়ে চমক দিল ক্যামেরুন। শনিবার নিজেদের মাঠে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে রজার মিল্লার দেশ অভিযান শেষ করল তৃতীয় স্থান অর্জন করে।৪৯ মিনিটের মধ্যে ৩-০ করে ফেলেছিল বুরকিনা ফাসো। দলের তিন গোলদাতা স্টিভ ইয়াগো (২৪ মিনিট), আন্দ্রে ওনানা (আত্মঘাতী, ৪৩ মিনিট) ও দিব্রিল কোয়াতারা (৪৯ মিনিট)। ম্যাচের ছবি পাল্টাতে শুরু করে ৭১ মিনিট থেকে। ১-৩ করেন স্টিভন বাহোকেন। ৩-৩ হয় ম্যাচের শেষ পাঁচ মিনিটে! দু'টি গোলই করেন ক্যামেরুন অধিনায়ক ভিনসেন্ট আবুবাকার।৯০ মিনিটের পরেই শুরু হয় টাইব্রেকার। পেনাল্টির যুদ্ধেও শেষ রক্ষা করতে ব্যর্থ বুরকিনা ফাসো। ডার্বিতে জয় এসি মিলানের: অলিভিয়ের জিহুর জোড়া গোলে ইন্টার মিলানকে ২-১ হারাল এসি মিলান। এই জয়ে শীর্ষে থাকা ইন্টার মিলানের (২৩ ম্যাচে ৫৩) ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে এসি মিলান (২৪ ম্যাচে ৫২)।

আদর্শ ধোনির সঙ্গে কথা বলার অপেক্ষায় রবি

বিনু মাঁকড় ট্রফিতে বাংলার হয়ে যখন বল করছিলেন, তখনও ভাবেননি আসন্ন অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে চার উইকেটের মালিক হবেন তিনি। ভারতকে বিশ্বকাপ তুলে দেওয়ার অন্যতম কারিগর রবি কুমার এখনও ঘোরের মধ্যে রয়েছেন। ভারতকে পঞ্চম বারের মতো এই খেতাব জেতানোর পরে রবির একটাই স্বপ্ন, মহেন্দ্র সিংহ ধোনি ও মিচেল স্টার্কের সঙ্গে দেখা করা। বিশ্বকাপ জিতেই তরুণ বাঁ-হাতি পেসার কোচকে কথা দিয়েছেন, সিনিয়র দলে দ্রুত জায়গা করে নেবেন।

বিশ্বকাপ জেতার পরেই ভারতীয় হাই কমিশনারের বাড়িতে নৈশভোজে গিয়েছিল ভারতীয় দল। তারা যখন হোটেলে ফেরে, ভারতীয় সময় তখন ভোর সাড়ে সাতটা। তখনই ফোনে ধরা গেল রবিকে। স্বাভাবিক ভাবেই খুব ব্যস্ত। তবুও আনন্দবাজারকে ফোনে বলে দিলেন, ''এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, আমরা কী করে ফেলেছি। বিশ্বকাপ জেতার পরে মনে হচ্ছে জীবনটা অন্য রকম হয়ে গিয়েছে। ফেসবুকে পাঁচশোর উপরে বন্ধুত্বের আবেদন। ইনস্টাগ্রামেও অনুরোধ আসছে। রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে যাওয়ার মতো অনুভূতি হচ্ছে।''

অ্যান্টিগা থেকে আমদাবাদের পথে রওনা দেবেন যশ ধুলরা। সেখানেই সংবর্ধনা দেওয়া হবে বিশ্বকাপজয়ী দলকে। তার পরেও অবশ্য রবি কলকাতায় ফিরবেন না। তাঁর ইচ্ছে আলিগড়ে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে আসার। কিন্তু বাংলার রঞ্জি ট্রফি দলে নেওয়া হলে অভিমন্যু ঈশ্বরনদের সঙ্গে জৈব সুরক্ষা বলয়ে প্রবেশ করতে হবে তাঁকেও। সে সব নিয়ে যদিও এখনই ভাবছেন না রবি। স্বপ্ন দেখছেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনির সঙ্গে দেখা করার। বলছিলেন, ''বরাবরই স্টার্ক ও মাহি ভাইয়ের ভক্ত। এত দিন ওঁদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করতে পারিনি। কারণ ক্রিকেটার হিসেবে সে রকম কোনও প্রাপ্তিই ছিল না। বিশ্বকাপ জেতার পরে এটা বলার সাহস আমার মধ্যে তৈরি হয়েছে। দেখা যাক এই স্বপ্ন পূরণ হয় কি না।''ধোনির সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ আসতে পারে সামনেই। আসন্ন আইপিএলের নিলামে তাঁর জন্য কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি ঝাঁপালে অন্তত দলের সঙ্গে ডাগ-আউটে বসার সুযোগ পাবেন রবি। সেই দল যদি চেন্নাই সুপার কিংস হয়, তা হলে তো কথাই নেই। রবি যদিও অত দূর ভাবছেন না। বলছিলেন, ''আইপিএল নিলাম নিয়ে ভাবতে চাই না। অতিরিক্ত আশা করার পরে যদি আমাকে কোনও দল না নেয়, অনেক বেশি কষ্ট হবে। আইপিএল নিয়ে এখনই ভাবতে চাই না।'' যোগ করেন, ''তবে আমাদের কোচকে কথা দিয়েছি, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি আমাকে দেখতে পাবেন। কানিতকর স্যর মনে করেন, লাল বলের ক্রিকেটেও আমি সফল হতে পারি। আমার সুইংই নাকি সেই দরজা খুলে দিতে পারে। এ বারে গতি বাড়ানোর প্রস্তুতিও নেব।''

মেসির 'প্রথমে'র দিনে শোক কাটাল পিএসজি

নতুন বছরে তিনি মাঠেই নেমেছেন এর আগে দুবার। চোট আর করোনাভাইরাসের সঙ্গে লড়াই শেষে ফিরেছিলেন লিগে রেঁসের বিপক্ষে ম্যাচে। সেদিন বদলি নেমে খেলেছিলেন মাত্র ২৭ মিনিট, কোনো গোল করতে বা করাতে পারেননি। এর সপ্তাহখানেক পর ফরাসি কাপে নিসের বিপক্ষে শুরু থেকেই খেলেছেন, এবারও তাঁর পায়ে কোনো গোল নেই। গোল করাতেও পারেননি। গোলশূন্য ম্যাচটি টাইব্রেকারে হেরে পিএসজি বাদ পড়ল ফরাসি কাপের শেষ ষোলোতে। এরপর আজ আবার পিএসজির জার্সিতে শুরু থেকে নেমেছেন লিওনেল মেসি। লিলের মাঠে লিগের ম্যাচে পিএসজির জন্য বাড়তি প্রেরণা ছিল কাপের দুঃখ ভোলানো। এবার মেসি গোল পেলেন, পিএসজিও কাপ থেকে বিদায়ের শোক কিছুটা কাটাল।

২০২২ সালে মেসির প্রথম গোলের ম্যাচে পিএসজি ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে গত মৌসুমের ফরাসি লিগ চ্যাম্পিয়ন লিলকে। গোল পেয়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পেও। পিএসজির অন্য তিন গোলের মধ্যে দুটি করেছেন দানিলো, অন্যটি কিমপেম্বে।

পিএসজির এত দাপুটে জয়ে অবশ্য অনেক বড় অবদান লিল গোলকিপার ইভো গরবিচেরও। ১০ মিনিটে একটা ক্রস তাঁর মাখনমাখা হাত গলে পড়ে যায়, আলতো টোকায় পিএসজিকে এগিয়ে দেন দানিলো। লিল অবশ্য সমতায় ফিরতে সময় নেয়নি। এই জানুয়ারির দলবদলের শেষের দিকেই লিলে যোগ দেওয়া হাতেম বেন আরফা-র দারুণ পায়ের কাজের পর বাড়ানো পাস থেকে গোল করেন সভেন বটমান। কিন্তু গোল তো করেননি, যেন মৌচাকে ঢিল মেরেছেন! পিএসজি জবাব দিল দশ মিনিটে দুই গোল করে। দুটি গোলই অবশ্য লিলের ভাঙা রক্ষণের দায়! ৩২ মিনিটে মেসির কর্নার কেউ ফেরাতে পারলেন না, বল পড়ল লিল পোস্টের সামনেই দাঁড়ানো কিমপেম্বের পায়ে। সেখান থেকে গোল করতে চোখ খোলা রাখারও দরকার ছিল না পিএসজির ফরাসি সেন্টারব্যাকের! ৬ মিনিট পর এল মেসি-ঝলক। লিল বক্সের সামনে লিলের ডিফেন্ডারদের ভুলেই হঠাত বল পেয়ে যান মেসি। পড়বি তো পড় মালির ঘাড়ে! বল নিয়ে বক্সে ঢুকে এগিয়ে আসা গোলকিপারের ওপর দিয়ে আলতো চিপে বল জালে জড়িয়ে দিলেন ৩৪ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন। ফরাসি লিগে ১৩ ম্যাচে এটি তাঁর দ্বিতীয় গোল।গত নভেম্বরে নঁতের বিপক্ষে পিএসজির জার্সিতে ফরাসি লিগে নিজের প্রথম গোলটি করেছিলেন মেসি।দ্বিতীয়ার্ধেও পিএসজির গোলে বাধ পড়ল না। ৫১ মিনিটে দানিলোর দ্বিতীয় গোল, ৬৭ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে এমবাপ্পের দারুণ ধনুক-বাঁকা শটে গোল উৎসবের শেষ।লিগে টানা ১৪ ম্যাচ অপরাজিত পিএসজির পয়েন্ট এই জয়েরপরদাঁড়াল ২৩ম্যাচে৫৬।দুইয়ে থাকা মার্শেই ১৩ পয়েন্ট পিছিয়ে।

জিতেও অখুশি রোহিত, খুঁজে বের করলেন দলের ভুলত্রুটি

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে চুনকাম হলেও দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ জিতেই শুরু করল ভারত। প্রথম ম্যাচে ক্যারিবিয়ানদের ৬ উইকেটে হারিয়ে দিল তারা। ২২ ওভার বাকি থাকতেই এসেছে জয়। তবে এই জয়কে কোনও মতেই নিখুঁত বলতে রাজি নন অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

ম্যাচের পর রোহিত বলেছেন, ''নিখুঁত খেলায় আমি বিশ্বাস করি না। আপনি কোনও দিন পুরোপুরি নিখুঁত হতে পারবেন না। আমরা চাই নিজেদের আরও উন্নত করতে। প্রত্যেকে আজ দারুণ খেলেছে। যা যা দরকার ছিল সবই আমরা করেছি। সেটা নিয়ে খুবই খুশি।''

একই সঙ্গে দলের ভুলত্রুটিও খুঁজে বের করেছেন রোহিত। বলেছেন, ''এই ম্যাচটা আরও কম উইকেট হারিয়ে জেতা যেত। সেটা আমরা করতে পারিনি। পাশাপাশি, ওদের নীচের সারির ব্যাটারদের উপর আরও বেশি চাপ তৈরি করতে পারিনি। তবে আমাদের ক্রিকেটারদের কৃতিত্ব একফোঁটাও কেড়ে নিতে রাজি নই। যে ভাবে আগ্রাসন নিয়ে ওরা খেলেছে এবং শেষ দিকে বিপক্ষের ওপর চাপ তৈরি করেছে তা দেখে খুব ভাল লেগেছে।''

দল হিসেবে নিজের লক্ষ্যের কথা আবারও স্পষ্ট করে দিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। রোহিত বলেছেন, ''দল যা চায় সেটা অর্জন করাই আমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য। যদি দলের প্রয়োজনে ছোটখাটো বদল করতে হয় তা হলে আমাকে সেটাই করতে হবে। তবে আবারও বলছি, প্রচুর পরিবর্তনের দরকার নেই। প্রত্যেক সতীর্থকে বলেছি নিজেদেরই চ্যালেঞ্জ করতে।''

চোট সারিয়ে ফেরার পর প্রথম ম্যাচেই ছন্দে ছিলেন রোহিত। ৫১ বলে ৬০ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে জয়ের ভিত তৈরি করে দেন। সেই প্রসঙ্গে বলেছেন, ''দু'মাস খেলিনি ঠিকই। কিন্তু আজ বেশ কয়েকটা বলে ভাল শট মেরেছি। আমাদের সামনে লম্বা মরসুম পড়ে রয়েছে। এখানে এসে নেটে অনুশীলনও ভাল হয়েছিল। এই ম্যাচে নামার আগে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। অনেক কিছু ইতিবাচক দিক খুঁজে পেয়েছি।''

অনূর্ধ-১৯ বিশ্বসেরা দলের অধিনায়ক হলেন যশ ধূল

করোনার থাবায় বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল গোটা ভারতীয় শিবির। আদৌ বিশ্বকাপে দল খেলা চালিয়ে যেতে পারবে কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়ে গিয়েছিল প্রশ্নচিহ্ন। সেই পরিস্থিতি থেকে আত্মবিশ্বাসে ভর দিয়ে দেশবাসীকে পঞ্চম বিশ্বকাপ উপহার দিলেন অনূর্ধ-১৯ দলের অধিনায়ক যশ ধূল। আর এই কৃতিত্বের জন্যই ধূলকে জুনিয়র বিশ্বকাপের ক্যাপ্টেন হিসেবে বেছে নিল আইসিসি। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে শনিবার ইংল্যান্ডকে ৪ উইকেটে উড়িয়ে দিয়ে অনূর্ধ-১৯ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। ফাইনালে ইংল্যান্ডের অনূর্ধ-১৯ দল প্রথমে ব্যাট করে পঞ্চাশ ওভারও ব্যাট করতে পারেনি। ৪৪.৫ ওভারে শেষ হয়ে যায় ইংল্যান্ডের ইনিংস। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভারত ৪৭.৪ ওভারে ম্যাচ জিতে নেয়। আর গোটা টুর্নামেন্টে যশের দুর্দান্ত নেতৃত্বের জন্যই তাঁকে অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ সেরা একাদশের অধিনায়ক ঘোষণা করল বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। রবিবার আইসিসির তরফে প্রকাশিত তালিকায় জায়গা পেয়েছেন আরও দুই ভারতীয়। রয়েছেন বাঁ-হাতি স্পিনার ভিকি অস্তওয়াল এবং অলরাউন্ডার তথা ফাইনালের নায়ক রাজ বাওয়া।

শনিবার ইংরেজ শিবিরে আঘাত হানেন রাজ বাওয়া। এই পেসারের দাপটে নাস্তানাবুদ হয়ে যান ইংরেজ যুবারা। রাজ মাত্র ৩১ রান দিয়ে পাঁচ উইকেট নেন। প্রথম ভারতীয় হিসেবে কোনও আইসিসি টুর্নামেন্টের ফাইনালে এই নজির গড়েন তিনি। সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপের ৬ ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ২৫২ রান। এর মধ্যে শুধু উগান্ডার বিরুদ্ধেই ১৬২ রান করেন। এদিকে, টুর্নামেন্টে ১২টি উইকেট নেন ভিকি। কোভিড-১৯-এর জন্য দুটি ম্যাচে খেলতে পারেননি যশ। তবে চার ম্যাচেই ২২৯ রান করে দলের জয়ের অন্যতম কাণ্ডারি হয়ে ওঠেন। সেমিফাইনালে আবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চোখ ধাঁধানো ১১০ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। সবমিলিয়ে অনবদ্য পারফরম্যান্সেরই স্বীকৃতি পেলেন যশ।

আমদাবাদে যশ, রবিদের সংবর্ধনা দেবে বোর্ড

অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেটারদের জন্য আর্থিক পুরস্কারের কথা আগেই ঘোষণা করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এ বার জানা গেল, গোটা দল এবং সমস্ত সাপোর্ট স্টাফকে সংবর্ধনা দিতে চলেছে তারা। শনিবার ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জেতার পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।শনিবার ম্যাচের পর গায়ানায় ভারতীয় হাইকমিশনার কেজে শ্রীনিবাস গোটা দলকে ডেকেছিলেন। সেখানে তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। রবিবার স্থানীয় সময় সন্ধেবেলা ভারতের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা দলের। প্রথমে আমস্টারডাম এবং তারপরে বেঙ্গালুরু হয়ে আমদাবাদে আসবে গোটা দল। এই মুহূর্তে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ খেলতে আমদাবাদে রয়েছে ভারতের সিনিয়র দল। তবে বিরাট কোহলী, রোহিত শর্মার সঙ্গে যশ ঢুল, রবি কুমারদের দেখা হবে কি না, তা এখনও জানা যায়নি, কারণ ভারতের সিনিয়র দল এই মুহূর্তে জৈবদুর্গে রয়েছে।

বোর্ডের এক সূত্র বলেছেন, ''ছেলেদের খুব কঠিন সময় গিয়েছে। টানা ক্রিকেট খেলেছে ওরা। এখন ওদের বিশ্রাম দরকার। তাই ভারতে ফেরার পরে আগে বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হবে।'' তবে ম্যাচ জেতার পর ভারতীয় ক্রিকেটারদের উচ্ছ্বাস বাঁধ মানেনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি কার্টলে অ্যামব্রোজের সঙ্গে ছবি তোলেন ক্রিকেটাররা। এর পর কোচ, সাপোর্ট স্টাফ এবং জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণের সঙ্গেও ছবি তুলতে দেখা যায়।

সন্ধান চাই

উপরের ছবিটি শ্রী ঝন্টু দেবনাথ (৩৪) পিতা মৃত শৈলেশ দেবনাথ সাং- গঙ্গানগর, থানা- ফটিকরায়, ঊনকোটি ত্রিপুরা। গত ২৭.০১.২০২২ ইং তারিখে নিজ বাড়ি হইতে বাহির হয় কিন্তু আর ফিরে আসে নাই। তাহার বর্ণনা ঃ- বয়স ৩৮ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চ, গায়ের রং- শ্যামলা, মুখমণ্ডল- গুলাকার, পরনে জীন্স প্যান্ট এবং কালো রং এর জ্যাকেট। ফটিকরয় থানার জি.ডি ই নাম্বার ২২ তারিখ ২৯.০১.২০২২।

উপরিউক্ত ছবিটি কোনও সন্ধান জানিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরনের অনুরোধ রহিল।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

১) এস পি ঊনকোটি কৈলাশহর ফোন নং - ০৩৮২৪-২২২৩৯২.
২) এসডিপি ও কুমারঘাট ফোন নং - ০৩৮২৪-২৬১২৮৮
৩) ও সি ফটিকরয় থানার ফোন নং - ০৩৮২৪-২৬১৫৮৮

ICA/D/1750/22

NOTICE INVITING QUOTATION FOR DESKTOP COMPUTER SET, PRINTER, SCANNER, COMPUTER DESK/TABLE

Notice inviting on behalf of Silachari RD Block invites sealed quotations of rates from the bonafied registered merchants/ Co-operative Societies/Lamps/Packs/Bonafied experienced and resourceful Government Order supplier for supply of Desktop Computer set, Printer, Scanner, Computer Desk/ Table under Silachari RD Block. The quotation should be dropped to the Tender Box in the Chamber of the under-signed from 04/02/2022 to 24/02/2022 (Time 10.00 A.M to 3.00 P.M) every day except government holidays. The same will be opened on 24/02/2022 at 3.00 P.M in the chamber of the undersigned if possible. For details contact the O/o the Undersigned.

Sd/-(C. Lalfaksanga)
Block Development Officer
Silachari RD Block

ICA-C-3640-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 8 February 2022, Tuesday আগরতলা ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ ইং, ■ ২৫ মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

সোমবার বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তীর হাতে পদত্যাগ পত্র তুলে দেন বিধায়ক সুদীপ বর্মন এবং বিধায়ক আশিষ সাহা। ছবি নিজস্ব।

বিশালগড় পৌর পরিষদে কাউন্সিলারদের নিয়ে বৈঠক কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ ফেব্রুয়ারী।। সোমবার সকাল সাড়ে এগারটায় বিশালগড় পৌর পরিষদের কনফারেন্স হলে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বিশালগড় পৌর পরিষদের এক পর্যালোচনাঃ সভায় উপস্থিত থেকে পৌর এলাকার সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজের খোঁজ খবর নিলেন।

এদিন তিনি প্রথমে বিশালগড় পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় বিনিময় করেন। সভার শুরু হওয়ার আগে ভারতরত্ন সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পর্যালোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন অঞ্জন পুরকায়স্থ, বিশালগড় পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারপারসন সুশান্ত দেব, ত্রিপুরা আরবান ডেভেলপমেন্ট দফতরের অধিকর্তা তমাল মজুমদার, বিশালগড় মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য, বিশালগড় মহকুমা অতিরিক্ত মহাকুমা শাসক ত্রিদীপ সরকার, সহ বিভিন্ন দপ্তরে আধিকারিকরা।

সভায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বিশালগড় পৌর পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডের নানা কাজের ও সমস্যার কথা শুনেন। এদিন তিনি পৌর এলাকার কোন কোন ওয়ার্ডে পাকা শৌচালয় দরকার এবং কোন এলাকায় মানুষের কি চাহিদা তার একটা স্বচ্ছ রিপোর্ট তৈরি করার জন্য দ্রুত একটি সার্ভে করার নির্দেশ দেন। এছাড়া তিনি প্রতিটি ওয়ার্ডে যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ চলছে কাজগুলি আগামী মার্চ মাসের আগে শেষ করার নির্দেশ দেন। সাথে পৌর এলাকার বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের ব্যবস্থার খোঁজ নেন।

তিনি বলেন, মানুষের জন্য মানুষের পরিষেবার জন্য কোন কাজের জন্য অর্থের কোন অভাব হবে না। তিনি পৌর এলাকায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুইটি কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণের নির্দেশ দেন। সভায় প্রতিমন্ত্রী পৌর পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্যদের প্রতিনিয়ত মানুষের সাথে থেকে তাদের অভাব অভিযোগগুলো শোনার জন্য তিনি অনুরোধ করেছেন। যাতে সমস্ত সরকারি সুযোগ সুবিধাগুলি পৌর এলাকার পৌরবাসীদের কাছে গিয়ে পৌঁছে সেদিকে নজর রাখার জন্য আবেদন রাখেন।

কৌশলগত প্রয়োজন সত্ত্বেও উত্তরাখণ্ডের উন্নয়নে বাধা দিয়েছে কংগ্রেস : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কংগ্রেসকে দুষলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বললেন, কৌশলগত প্রয়োজন সত্ত্বেও উত্তরাখণ্ডের উন্নয়নে বাধা দিয়েছে কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস, এবারের ভোটে কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের ভোট দেবেন না উত্তরাখণ্ডের জনগণ। সোমবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উত্তরাখণ্ডের দেহরাদূন ও হরিদ্বারের ভোটারদের সঙ্গে বিজয় সঙ্কল্প সভার মাধ্যমে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বর্তমানে হরিদ্বারের মানুষের মধ্যে যে উৎসাহ রয়েছে, বিজেপির প্রতি যে ভরসা রয়েছে, তাতে এটা পরিষ্কার উত্তরাখণ্ডে বিজেপি ফের আশীর্বাদ পেতে চলছে।' উত্তরাখণ্ডের জনগণ বিরোধীদের একটাও ভোট দেবেন না এমনটাই বিশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর, তিনি বলেছেন, 'দেবভূমির দেবতুল্য জনগণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁদের আর সুযোগ দেওয়া যাবে না। এই পুণ্যময় রাজ্যে তাঁদের আর দুর্নীতির পাপ করতে দেবেন না।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'উত্তরাখণ্ড আমাদের সকলের জন্য দেবভূমি। কিন্তু, কিছু মানুষ উত্তরাখণ্ডকে নিজেদের তিজোরি মনে করেন। এই মানুষগুলি ভগবানের দেওয়া প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করে নিজেদের পকেট ভরতে চায়। এটাই তাঁদের মানসিকতা।' জনগণের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'যারা উত্তরাখণ্ডকে রাজ্য হিসেবেই দেখতে চায়নি, তাঁরা কী উত্তরাখণ্ডের উন্নয়ন দেখতে চাইবেন? যারা উত্তরাখণ্ডের স্বপ্নকে হত্যা করতে চেয়েছিল যাতে নিজেদের উত্তরাধিকার অব্যাহত থাকে, তাঁরা কী এখন আপনাদের সম্পদ লুট করা বন্ধ করবে? সেই সমস্ত মানুষ কখনও উন্নয়ন করবে না।' মোদীর সংযোজন, বিজেপি সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সীমান্ত গ্রামগুলির উন্নয়ন করছে। এই বাজেটেও ভাইব্রেন্ট ভিলেজ নামে একটি প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হবে, যাতে সেখানে পর্যটনও বাড়ে।'

সুরসম্রাজ্ঞীর প্রয়াণে নীরবতা রাজ্যসভায়

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সুরসম্রাজ্ঞী, ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা দেশ। লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠের জাদুতে মুগ্ধ আসমুদ্র হিমাচল, তাঁর সুরমূর্চনায় আন্দোলিত কয়েক প্রজন্ম। সুরসম্রাজ্ঞীর প্রয়াণে সোমবার সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় এক মিনিটের জন্য নীরবতা পালন করলেন সাংসদরা। লতার প্রয়াণে ব্যথিত রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু জানিয়েছেন, কিংবদন্তী গায়িকাকে হারিয়েছে দেশ।

এদিন রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার পরই সুরসম্রাজ্ঞীর প্রয়াণে এক মিনিটের জন্য নীরবতা পালন করা হয় রাজ্যসভায়। পরে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু বলেছেন, 'লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণে একজন কিংবদন্তী গায়িকা, সহানুভূতিশীল মানুষ এবং একজন দয়াময় ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছে দেশ। তাঁর মৃত্যু একটি যুগের সমাপ্তি এবং সঙ্গীত জগতে অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি করেছে।' লতাকে শ্রদ্ধা জানানোর পর রাজ্যসভার অধিবেশন এক ঘন্টার জন্য মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

ভারতে দৈনিক সংক্রমণ কমে এক-লক্ষের নীচে কোভিডে মৃত্যুই রোজ চিন্তা বাড়াচ্ছে

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতে আরও কমে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। কমতে কমতে কোভিড-সংক্রমণ এক-লক্ষের নীচে নেমে এসেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৮৩ হাজার ৮৭৬ জন, এই সংখ্যা আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই কম। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৮৯৫ জন রোগীর। ভারতে দৈনিক সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে ৭.২৫ শতাংশ।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,১০,৮৯,৩৮-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ১,১৬,০৭৩ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ২.৬২ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন মাত্র ১৪ লক্ষ ৭০ হাজার ০৫৩ জন প্রাপক, ফলে ভারতে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৬৯,৬৩,৮০,৭৫৫ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

আইসিএসই ও আইএসসি বোর্ড পরীক্ষার প্রথম সেমেস্টারের ফল ঘোষণা হল

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : প্রকাশিত হল আইসিএসই এবং আইএসসি বোর্ড পরীক্ষার প্রথম সেমেস্টারের ফল। দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার্থীদের ফলাফল সোমবার সকাল ১০ টায় প্রকাশিত হল। পরীক্ষার্থীরা অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে ফলাফল দেখতে পারছেন। যদি কোনও বিষয়ে পুনরায় দেখার আবেদন করতে চান পড়ুয়ারা, সেই বিকল্পও রয়েছে। প্রতি বিষয়ের জন্য ১০০০ টাকা করে জমা দিতে হবে। পুনরায় খতিয়ে দেখার জন্য আবেদনের শেষ দি ১০ ফেব্রুয়ারি, সকাল ১০ টার মধ্যে। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে হবে পরীক্ষার্থীদের।

এটি প্রথম সেমিস্টারের ফল প্রকাশিত হল। এর পর দ্বিতীয় সেমিস্টারের ফল প্রকাশের পর ফাইনাল রেজাল্ট বের হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় সেমিস্টারের নম্বর গড় করে তার পর ফাইনাল রেজাল্ট প্রকাশ করা হবে। আজই দ্বিতীয় সেমিস্টারের দিন ঘোষণা করবে বোর্ড। প্রতি বিষয়ে পরীক্ষার্থীদের অন্তত ৩৩ শতাংশ নম্বর পেতে হবে পাশ করার জন্য। সম্ভবত মার্চ-এপ্রিলে নেওয়া হবে দ্বিতীয় সেমিস্টার। দিন ঘোষণা করবে বোর্ড। কয়েকদিন আগেই একটি নির্দেশিকা জারি করে নিয়ামক সংস্থা "কাউন্সিল ফর দি ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এগ্‌জামিনেশন্স। সমস্ত স্কুলেই এই নির্দেশিকা পাঠানো হয়। নির্দেশিকা মতোই এদিন কাউন্সিলের কেরিয়ার পোর্টাল এব ওয়েবসাইটে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত করা হয়েছে। এ ছাড়াও এসএমএস-এর মাধ্যমেও এই ফলাফল জানা যাচ্ছে। স্কুলগুলি কাউন্সিলের কেরিয়ার পোর্টালে গিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ফলাফল দেখতে পারছে।

চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ ফেব্রুয়ারী।। বিশালগড় থানার চেষ্টায় চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে এক চোরের কাছ থেকে সোমবার সকালে।মোবাইল মালিক মোবাইল সেট পেয়ে খুবই খুশি।

মোবাইল মালিক অসীম ভৌমিক জানায় গত ৯ই ডিসেম্বর ২০২১ ইং তার মিস্টির দোকান থেকে চুরি করে নিয়ে যায় মোবাইল সেটটি।ঐদিন সন্ধ্যার সময় বিশালগড় থানায় একটি জিডি এন্টি করে।সে জিডি এন্টি মুলে বিশালগড় থানার সাব ইন্সপেক্টর সঞ্জয় মজুমদার চুরি যাওয়া মোবাইল সেট উদ্ধার করে মোবাইল মালিক অসীম ভৌমিক এর হাতে তুলে দেয়।সে মোবাইল মালিক অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সাধুবাদ জানায় বিশালগড় থানাকে।

গুলি-হামলায় বিবৃতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর, ওয়াইসিকে জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা নিতে আর্জি

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): লোকসভার সাংসদ ও 'অল ইন্ডিয়া মজলিস - ই - ইত্তেহাদুল মুসলিমিন"-এর প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসিকে জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা নিতে বিশেষ অনুরোধ জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

উত্তর প্রদেশের হাপুরে আসাদুদ্দিন ওয়াইসির গাড়িতে গুলি-হামলার ঘটনায় সোমবার রাজ্যসভায় বিবৃতি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'দুই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি গাড়িতে গুলি চালায়। তিনি নিরাপদে বেরিয়ে আসেন, কিন্তু তাঁর গাড়ির নীচের দিকে তিনটি গুলি লাগে। গোটা ঘটনাটি তিনজন প্রত্যক্ষদর্শী দেখেছেন। এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'হাপুর জেলায় (উত্তর প্রদেশ) ওয়াইসির কোনও পূর্বনির্ধারিত ইভেন্ট ছিল না, তাঁর গতিবিধির কোনও তথ্য জেলা কন্টোল রুমে আগে পাঠানো হয়নি। ঘটনার পর তিনি নিরাপদে দিল্লি পৌঁছেছেন। দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়, তাদের কাছ থেকে দু'টি পিস্তল ও একটি অল্টো গাড়ি উদ্ধার করা হয়। ফরেনসিক দল গাড়ি এবং ঘটনাস্থলের তদন্ত করেছে, প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে।'

গুলি-হামলার পরই ওয়াইসিকে বুলেটপ্রুফ গাড়ি ও জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজ্যসভায় তিনি বলেছেন, 'ওয়াইসির ঝুঁকির পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং তাঁকে একটি বুলেটপ্রুফ গাড়ি এবং জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, নিজের মৌখিক তথ্য অনুযায়ী, তিনি তা নিতে অস্বীকার করেছেন। আমি তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি।'

অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অবিলম্বে রিপোর্ট নিয়েছে। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলির পূর্ববর্তী ইনপুটের ভিত্তিতে, কেন্দ্র তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু, নিরাপত্তা নিতে তাঁর অনিচ্ছার কারণে, তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য দিল্লি ও তেলেঙ্গানা পুলিশের প্রচেষ্টা সফল হয়নি।'

বগাফায় সুতা বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ ফেব্রুয়ারী।। বগাফা ব্লকের উদ্দ্যোগে এডিসি এলাকার লোকজনদের উন্নয়নে বেনিফিসারী নির্ধারন করে সুতা বিতরন করাহয়। রাজ্যসরকার লোকজনদের উন্নয়নে নানান পরিকল্পনা হাতেনিয়েছে। রাজ্যসরকারের এই সপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সোমবার বগাফাব্লকে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে এডিসি এলাকাথেকে বেনিফিসারী নির্ধারন করে সুতা বিতরনকরাহয়। বিগতদিনে ব্লকের উদ্দ্যোগে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর জোজনার মাধ্যমে পঞ্চায়েত এলাকার লোকজনদের সাহায্যের হাত বাড়িয় দেওয়াহয়েছে। এখন এডিসি এলাকার লোকজনদের উন্নয়ন প্রকল্পে হাতদিয়েছে বগাফা ব্লক আধিকারিক। সোমবার ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ব্লকের অধীনেথাকা ১৪ টা এডিসি ভিলেজে বেনিফিসারী নির্ধারন কর কাপড় তৈরি করার জন্য সুতু বিতরন করাহয়।

প্রত্যেক এডিসি ভিলেজথেকে ১০৮ জন বেনিফিসারী নির্ধারন করাহয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বগাফা ব্লকের বিডিও রূপন দাস, ব্লকের বি এ সি চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন ডেপুটিস্পীকার গৌরিশঙ্কর রিয়াং, বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস।

অভাব-অনটনের মাঝেও পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিহীন ছাত্রী তৃপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৭ ফেব্রুয়ারী।। জন্ম থেকে অন্ধ। কিন্তু পড়াশোনা তে বেশ ভালো। বেশ সুনাম অর্জন করছে। তার ভেতর লুকিয়ে আছে প্রতিভা। জন্ম থেকেই দুটো চোখ নেই কিন্তু তাতে কি দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে পড়াশোনা। গরিব পরিবার। মা-বাবা নেই। তিন বোন মিলে সংসার প্রতিপালন করে আসছে। বিপিএল পরিবার। কোন রকম ভাবে সংসার চালাচ্ছে ওরা। কথা হচ্ছিল কল্যাণপুর ব্লক এর অধীন পূর্ব কুঞ্জবন গ্রাম পঞ্চায়েতের কুচপাড়া গ্রামের বাসিন্দা তৃপ্তি শীল কে নিয়ে। জন্ম থেকেই তার দুটো চোখ নেই অর্থাৎ অন্ধ। কিন্তু অসীম প্রতিভার অধিকারী। ছোট থেকেই পড়াশোনা তে বেশ ভালো। অন্য দুই বোন কোন রকম ভাবে কাজ-কর্ম করে তার বোনের পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন তৃপ্তি শীল এম এ সেকেন্ড ইয়ারে পড়াশোনা করছে। দিব্যি মোবাইলের মাধ্যমে এই পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে বলে সে সংবাদমাধ্যমকে জানায়। মাধ্যমিক

এবং উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম স্থান অধিকার করে বেশ কয়েকটি সাবজেক্টে লেটার পেয়ে। খুব মেধাবী ছাত্রী। এই ছাত্রটির কথা বলে শেষ হবে না। আসা যাক পরিবারের কথায়। সেই কবেই তার বাবা-মার মৃত্যু হয়েছে। এরপর থেকেই তৃপ্তি বাদে তার অপর দুই বোন রেগার কাজ করে দিন হাজিরার কাজ করে কোন রকম ভাবে সংসার প্রতিপালন করে। কোন কোন সময় আবার ছাত্র পড়ায়। যাইহোক দৃষ্টিহীন তৃপ্তি শীল এর অভাব অনটনের খবর পেয়ে আজ সোমবার কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী ছাত্রীর বাড়িতে ছুটে যায় এবং কিছু আর্থিক সহায়তা করেন। এতে করে খুশি তৃপ্তির শীলের পরিবার। বিধায়ক জানান আগামী দিনে এই পরিবারটির পাশে থাকবেন। তার পাশা পাশি এগিয়ে চলো ফাউন্ডেশন সংস্থার সদস্যরাও কিছু আর্থিক সহায়তা করে। তৎসঙ্গে আগামী দিনেও সবরকম সাহায্যের পাশাপাশি সর্বদা এই পরিবারটির পাশে থাকার আশ্বাস দেন বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী। এদিন বিধায়ক ছাড়াও ছিলেন পূর্ব কুঞ্জবন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঝন্টু পাল এবং সমাজকর্মী স্বদেশ শীল সহ অন্যান্য জনেরা। সব মিলিয়ে একটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাম্পি ও মানিকের মনের আয়না

আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী।। 'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর', কবি কাজি নজরুল ইসলামের এই পংক্তি দুটি অনেক সময় অনেকে অজ্ঞানতাবশত ভুলে গেলেও তার বিপরীত চিত্রও কিন্তু আমরা এই সমাজে দেখতে পাই। সম্প্রতি আগরতলায় এক কন্যা সন্তানের জন্মের পর তাকে যেভাবে বাইক র‍্যালি করে শহর পরিক্রমা করে বাড়িতে সাদরে বরণ করে নেওয়া হল তা অভূতপূর্বই বলা চলে। লিঙ্গ বৈষমা সুদীর্ঘ সময়কাল ধরে আমাদের সমাজে এক চ্যালেঞ্জ। আর্থ সামাজিক কারণে, কুসংস্কার, প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে পুত্র সন্তানের জন্য ব্যাকুলতা কখনও কখনও পরিলক্ষিত হয়। ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ যেন অভিশাপের মত আমাদের এ বিশ্বে প্রকট হয়ে দাঁড়ায়। ভ্রূণের লিঙ্গ

নির্ধারণ করে কন্যা ভ্রূণের হত্যা যাতে না করা যায় তার জন্য আইন প্রণয়ন করা হল, সচেতনতা সৃষ্টির কাজ শুরু হল। ২০০১ সালের জনগণনায় আমরা লক্ষ্য করলাম ভারতে প্রতি হাজার পুরুষে মহিলার সংখ্যা ৯৩৩ জন।

ত্রিপুরায় সে সময় প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ছিল ৯৪৮। ২০১১ সালের জনগণনায় ভারতে লিঙ্গ হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১০০০ পুরুষে মহিলা ৯৪৩ জন। ত্রিপুরাতে লিঙ্গ হার তখন ৯৬০:১০০০ জন। এনএফএইচএস-৪ অনুসারে (২০১৫-১৬) এ রাজ্যে জন্মের সময় কন্যা শিশুর সংখ্যা প্রতি হাজার পুত্র সন্তান পিছু ছিল ৯৬৯ জন। এন এফ এইচ এস-৫ অনুসারে (২০১৯-২০) এ রাজ্যে জন্মের সময় কন্যা শিশুর সংখ্যা প্রতি হাজার পুত্র পিছু ১০২৮ জন। কন্যা সন্তানের হার বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে জনসচেতনতার প্রক্রিয়া ধারাবাহিক ভাবেই চলছে। তার সুফলও মিলছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যে কন্যা সন্তানের যত্নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক সাড়া লক্ষ্য করা যায়। সাম্প্রতিক কালে মলয়নগরের রবিপাড়াতে সদ্য ভূমিষ্ঠ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লাগাতার বিক্ষোভের মুখে অটোয়ায় জারি হল জরুরি অবস্থা

অটোয়া, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): করোনা ভাইরাস বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ট্রাকচালকদের বিক্ষোভের মুখে কানাডার রাজধানী অটোয়ায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। চলতি বিক্ষোভের কারণে শহরবাসীর নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকার প্রেক্ষাপটেই জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শহরটির মেয়র জিম ওয়াটসন। এমনটাই জানিয়েছে অন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম বিবিসি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ট্রাকচালকেরা অটোয়ার রাস্তাঘাট অচল করে দিয়েছেন। তারা ট্রাক দিয়ে তাবু খাটিয়ে রাস্তা অবরোধ করে রেখেছেন। 'ফ্রিডম কনভয়' নামে এই বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল ট্রাকচালকদের জন্য কোভিডের টিকা বাধ্যতামূলক করা ও দেশটির সরকারের নেওয়া বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে।

জিম ওয়াটসন বলেন, দিনের পর দিন পুলিশের চেয়ে বিক্ষোভকারীর সংখ্যা ছাড়িয়ে যাওয়ায় শহরটি 'পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে' চলে গেছে। তাই চলমান বিক্ষোভ শহরের বাসিন্দাদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কানাডার রেডিও স্টেশন সিএফআরএ-তে জিম ওয়াটসন বলেন, বিক্ষোভকারীরা শহরের মধ্যে হর্ন ও সাইরেন বাজিয়ে, বিভিন্ন জায়গায় আতশবাজি পুড়িয়ে রীতিমত উৎসবে পরিণত করে ক্রমাগত 'অসহিষ্ণু আচরণ' করছেন।

তিনি বলেন, এটা পরিষ্কার যে আমরা সংখ্যায় কমে গেছি, আমরা হেরে যাচ্ছি। কিন্তু এ অবস্থা বদলাতে হবে, আমাদের শহর ফিরে পেতে হবে আমাদের। যদিও সেজন্য পরবর্তীতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত বলেননি মেয়র।

রবিবার পুলিশ বলেছে, তারা কঠোর হবে। এর মধ্যে বিক্ষোভকারীদের যারা সাহায্য করতে আসবে তাদের গ্রেফতার করার মত পদক্ষেপও নিতে পারে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, কানাডা সীমান্তের এপারে-ওপারে চলাচল করেন প্রায় ১.২০ লক্ষ ট্রাকচালক। তাদের মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশই করোনা ভাইরাসের টিকা নিয়েছেন। কানাডার প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও টিকা নেওয়ার হার এরকমই। তবে কানাডা সরকারের একটি সিদ্ধান্ত ট্রাকচালকদের ক্ষুব্ধ করে। ট্রাকচালকদের মধ্যে যারা যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্থল সীমান্ত পেরিয়ে কানাডায় ঢুকছে, তাদের জন্য কোয়ারেন্টিনে থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়। ট্রাকচালকরা এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্র জানায়, বিদেশি ট্রাকচালকদের তাদের দেশে ঢুকতে হলে করোনার টিকা নেওয়ার প্রমাণ দেখাতে হবে।-

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রত্যাহারের দাবিতে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে সোমবার আগরতলায় সিটি সেন্টারের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।